NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৩ সিপিআইএম রাজ্য কমিটির সম্পাদক পদে মহম্মদ সেলিম

ট্যাংরাকাণ্ডে তৃতীয় কোনও ব্যক্তি জড়িত নন, জানালেন নগরপাল ৩

কলকাতা ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ ১৩ ফাল্গুন ১৪৩১ বুধবার অষ্টাদশ বর্ষ ২৫৬ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 26.02.2025, Vol.18, Issue No. 256, 8 Pages, Price 3.00

ভূমিকম্প কলকাতায়, রিখটার স্কেলে মাত্রা ৫.১

নিজস্ব প্রতিবেদন: সাতসকালে ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল দক্ষিণবঙ্গের উপকূলবর্তী অঞ্চল। কম্পন টের পাওয়া গিয়েছে কলকাতাতেও। রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল ৫.১। কম্পন অনুভূত হয়েছে বাংলাদেশ ও ওড়িশাতেও।

জাতীয় ভূকম্পন পরিমাপকেন্দ্র বা ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি জানিয়েছে, মঙ্গলবার সকাল ৬টা ১০ নাগাদ ভূকম্পন অনুভূত হয়। ভূমিকম্পের উৎসস্থল কলকাতা থেকে ৩৫০ কিলোমিটার দক্ষিণে এবং হলদিয়া থেকে ২৮৬ কিলোমিটার দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের ৯১ কিলোমিটার গভীরে। জাতীয় ভূকম্পন পরিমাপকেন্দ্র যে ছবি প্রকাশ করেছে তাতে দেখা যাচ্ছে, ওড়িশা এবং পশ্চিমবঙ্গের উপকূল এবং উপকূল সংলগ্ন অঞ্চলে কম্পন অনুভূত হয়েছে। প্রাথমিক ভাবে জানা যাচ্ছে, পূর্ব মেদিনীপুরের হলদিয়া, কাঁথি, দিঘায় কম্পন অনুভূত হয়েছে। বাংলাদেশেও ঢাকা-সহ পশ্চিম প্রান্তের উপকূলের কিছু অঞ্চলে কম্পন টের পাওয়া গিয়েছে।

ভূমিকম্পে এখনও পর্যন্ত কোনও ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি। ভূমিকম্পের পরে সমুদ্রের পরিস্থিতি কী রয়েছে, তা নিয়েও সরকারি স্তরে কোনও তথ্য মেলেনি। গত সপ্তাহেই দিল্লি এবং সংলগ্ন অঞ্চলে ভূমিকম্প হয়েছে। রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল ৪। ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল দিল্লির ধৌলাকুঁয়া। মাটি থেকে পাঁচ কিলোমিটার গভীর ছিল ভূকম্পনের কেন্দ্রস্থল।

কেন্দ্রীয় সরকারের ২০২১ সালের তথ্য অনুসারে কলকাতা অবস্থানগত দিক থেকে 'সিসমিক জোন ৪'-এর মধ্যে পড়ে। কোনও অঞ্চলে ভূমিকম্পের সম্ভাবনা কতটা রয়েছে, তার উপর নির্ভর করে এই অঞ্চলগুলিকে ভাগ করা হয়। দেশে এমন চারটি অঞ্চল রয়েছে। 'সিসমিক জোন ২' (কম্পনের সম্ভাবনা সবচেয়ে কম) থেকে শুরু করে 'সিসমিক জোন ৫' (কম্পনের সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি) পর্যন্ত রয়েছে ভারতে। 'সিসমিক জোন ৪'-এর অর্থ এই অঞ্চলে ভূমিকম্পের সম্ভাবনা মৃদু। কম্পনের উৎস এই অঞ্চলে সাধারণত দেখা যায় না। মূলত বঙ্গোপসাগর, উত্তর-পূর্ব ভারত, নেপালের কম্পনের প্রভাব পড়তে দেখা যায় এই অঞ্চলে।

মহাশিবরাত্রি উপলক্ষে মহাকুম্ভে মহাস্নানের আয়োজন। উল্লেখ্য, আজই শেষ হচ্ছে মহাকুম্ভ।

শহরে ট্রলিবন্দি মহিলার টুকরো দেহ উদ্ধার

গঙ্গায় ফেলতে এসে পাকড়াও মা-মেয়ে

নজস্ব প্রতিবেদন: শহর কলকাতায় ফের হারহিম হত্যাকাণ্ড। মুণ্ডহীন দেহ গঙ্গায় ফেলতে গিয়ে স্থানীয়দের হাতে ধরা পড়ে গেলেন দুই মহিলা। মঙ্গলবার সকালে ওই দুই মহিলা সম্পর্কে তাঁরা মা ও মেয়ে কুমোরটুলি ঘাটের কাছে একটি ট্রলি ব্যাগ গঙ্গায় ফেলার তোড়জোড় করছিলেন বলে অভিযোগ। তাঁদের আচরণ অস্বাভাবিক ঠেকে স্থানীয়দের। প্রথমে মা-মেয়ের দাবি ছিল, তাঁদের বাড়ির পোষ্যর মৃতদেহ রয়েছে ট্রলিতে। কিন্তু, ট্রলি ব্যাগ খুলে দেখা যায়, তার ভিতরে একটি মুণ্ডহীন দেহ রয়েছে। প্রাথমিক ভাবে জানা যায়, একটি হলুদ ট্যাক্সিতে চেপে কুমোরটুলি ঘাটের কাছে এসেছিলেন দু'জন। ট্যাক্সির চালক জানিয়েছেন, মঙ্গলবার সকালে প্রথমে প্রিন্সেপ ঘাটেও গিয়েছিলেন দু'জন। কিন্তু সেখান থেকে তাঁরা চলে যান কুমোরটুলি ঘাটের কাছে।

স্থানীয়দের তরফেই খবর দেওয়া হয় পুলিশকে। পুলিশ দু'জনকে আটক করে নিজেদের গাড়িতে তোলে। বাজেয়াপ্ত করা হয় ট্রলি ব্যাগটিকেও। স্থানীয়দের একাংশ পুলিশের গাড়ি ঘিরে বিক্ষোভ দেখান। তাঁদের দাবি, ওই দুই মহিলা খুন করে প্রমাণ লোপাটের জন্য দেহ ভাসাতে এসেছিলেন। তাই দু'জনকে তাঁদের হাতে তুলে দেওয়ার দাবি জানান স্থানীয়েরা। পুলিশ অবশ্য গোটা ঘটনাটি তদন্ত করে দেখার আশ্বাস দিয়েছে। পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদের মুখে খুনের কথা কবুল করেছেন ট্রলি-কাণ্ডের মা ও মেয়ে। পুলিশ সূত্রে এমনই জানা গিয়েছে।

জেরার মুখে অভিযুক্ত মা আরতি ঘোষ এবং মেয়ে ফাল্গুনী ঘোষ জানিয়েছেন, সোমবার বিকেল ৪টে নাগাদ বছর পঞ্চান্নের প্রৌঢ়া সুমিতা ঘোষের সঙ্গে ঝগড়া হয় তাঁদের। সম্পর্কে সুমিতা ফাল্গুনীর পিসিশাশুড়ি। ঝগড়ার সময় ফাল্গুনী

পিসিশাশুড়িকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেন। দেওয়ালে মাথা ঠুকে যাওয়ার পর জ্ঞান হারান সুমিতা। তাঁর জ্ঞান ফিরলে আর একপ্রস্ত ঝগড়া হয়। ঝগড়ার সময় ইট দিয়ে পিসিশাশুড়ির মুখে এবং ঘাড়ে আঘাত করেন ফাল্গুনী। তার পরেই জ্ঞান হারান ওই প্রৌঢ়া। এই ঘটনার সময় মা আরতি বাড়িতে ছিলেন বলে জানিয়েছেন ফাল্গুনী। তবে তাঁর এই দাবির সত্যতা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। পুলিশ জানতে পেরেছে ট্রলি ব্যাগে প্রৌঢ়ার দেহ ভরে মধ্যমগ্রামের ভাড়াবাড়ি থেকে ভ্যানে চেপে প্রথমে দোলতলা মোড়ে আসেন মা ও মেয়ে। সেখান থেকে নীল-সাদা ট্যাক্সিতে চেপে যান কুমোরটুলি ঘাটের কাছে। তার আগে প্রিন্সেপ ঘাটেও তাঁরা যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন বলে দাবি করেছেন ট্যাক্সির চালক।

প্রৌঢ়ার পায়ের একাংশ কাটা ছিল। পুলিশ সূত্রের খবর, জিজ্ঞাসাবাদের মুখে মা-মেয়ে জানিয়েছেন, ট্রলি ব্যাগে ঢোকানোর জন্য মৃতের পায়ের পাতা দুটো কেটে দেন তাঁরা। তবে এই দাবির সত্যাসত্য খতিয়ে দেখছে পুলিশ। প্রাথমিক ভাবে পুলিশ জানতে পেরেছে, মধ্যমগ্রামের যে ভাড়াবাড়িতে মা-মেয়ে থাকতেন, সেখানে গত ১১ ফেব্রুয়ারি যান ওই প্রৌঢ়া। প্রৌঢ়ার বাড়ি অসমের জোরহাটে। শ্বশুরবাড়ি বর্ধমানের নন্দঘাটে। তবে দীর্ঘ দিন তাঁর স্বামীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিল না বলে জানতে পেরেছে পুলিশ।

অন্য দিকে, ফাল্গুনীর সঙ্গেও তাঁর শ্বশুরবাড়ির তেমন কোনও সম্পর্ক ছিল না। তার পরেও পিসিশাশুড়ি কেন ফাল্গুনীর বাড়িতে গেলেন, সম্পত্তি সংক্রান্ত বিবাদ থেকেই এই খুন কি না, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। ইতিমধ্যেই অসম এবং কলকাতায় প্রৌঢ়ার বেশ কিছু সম্পত্তি থাকার খবর পেয়েছেন তদন্তকারীরা। খুনের অভিযোগে ইতিমধ্যেই মা ও মেয়েকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। দু'জনের দাবি খতিয়ে দেখতে তদন্তে চালাচ্ছে পুলিশ। খতিয়ে দেখা হচ্ছে সিসি ক্যামেরার ফুটেজও। মৃত প্রৌঢ়ার দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে ক্যালকাটা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে।

এই ঘটনা প্রসঙ্গে কলকাতার পুলিশ কমিশনার মনোজ বর্মা বলেন, 'সকালে নর্থ পোর্ট থানায় খবর আসে। ঘটনাটি যে হেতু মধ্যমগ্রামে ঘটেছে, তাই সেখানকার পুলিশ বিষয়টি দেখছে। আমরা তাদের সঙ্গে কথা বলে নেব। খুনের কারণ এখন স্পষ্ট নয়।' মধ্যমগ্রামে কলকাতা পুলিশের একটি দল যাবে বলেও জানিয়েছেন তিনি।

চা শিল্পকে চাঙ্গা করতে বড় পদক্ষেপ মমতার

৬টি ধুঁকতে থাকা চা বাগান লিজ, অপপ্রচার রুখতে হুঁশিয়ারি

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য সরকারের টি ট্যুরিজম নীতি নিয়ে অপপ্রচার চালানো হচ্ছে বলে দাবি করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এব্যাপারে বিভ্রান্তি কাটাতে বিস্তারিত ব্যাখ্যাও দিয়েছেন রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান। মঙ্গলবার নবান্নে রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান, আইনে বলা আছে যেখানে চা জন্মায় সেটা ক্ষতি করা যাবে না। সেই নীতি থেকে রাজ্য সরকার সরছে না। কিন্তু যেখানে চা চাষ হচ্ছে না বা জমি ব্যবহার না হয়ে পড়ে রয়েছে সেখানকার ১৫ শতাংশ জমিতে ট্যুরিজিম প্রজেক্টের জন্য অনুমোদন দেওয়া যেতে পারে। সেখানে হোটেল-সহ পর্যটনের বিভিন্ন পরিকাঠামোগত উন্নয়ন করা যেতে পারে।

তবে এসব ক্ষেত্রে নিয়োগের ৮০ শতাংশ স্থানীয়দের মধ্যে থেকেই করতে হবে। যদি সংশ্লিষ্ট সংস্থা সরকারের নির্দিষ্ট করে দেওয়া যাবতীয় শর্তপূরণ করে তবে অতিরিক্ত খালি জমি থাকলে তবেই তার আরও ১৫ শতাংশ সেই সংস্থাকে লিজ দেওয়া হবে। মুখ্যসচিবের নেতৃত্বাধীন বিশেষ কমিটি কেস টু কেস বিবেচনা করে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে। একই সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর হুঁশিয়ারি, 'টি প্ল্যান্টের জমির সঙ্গে কোনও আপস নয়। চা বাগানের জমি কাউকে ফ্রি হোল্ড দেওয়ার নিয়ম নেই। লিজে থাকে। চা বাগানের আইন একই রয়েছে।

রাজনৈতিক দল রয়েছে।' এদিন নবান্নের সাংবাদিক বৈঠক থেকে মুখ্যমন্ত্রী জানান, ৩ বছরের জন্য উত্তরবঙ্গের ৬টি চা বাগানকে লিজ দেওয়া হল। এর কোনওটি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, কোনওটি আবার নাম কা ওয়াস্তে খোলা থাকলেও কর্মীরা বেতন পাচ্ছিলেন না দীর্ঘদিন ধরে। চা উৎপাদন থেকে কর্মীদের সঠিক সময়ে বেতন, পিএফ-সহ অন্যান্য সুবিধার ব্যবস্থা ওরা করলে ভবিষ্যতে চুক্তির মেয়াদ ৩০ বছর আমরা সেটা মেনেই চলছি। তবু উত্তরবঙ্গে চা শ্রমিকদের একাংশের সঙ্গে কিছু লোক নানা ধরনের গুজব ছড়াচ্ছেন। এর পিছনে কিছু ভুতুড়ে করা হবে। শীঘ্রই চা বাগানের ২৬ হাজার শ্রমিকের হাতে পাট্টা তুলে দেওয়া হবে বলেও জানান মুখ্যমন্ত্রী।

মহাকুম্ভ নিয়ে বিশেষজ্ঞ মত চাইলেন মমতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: ১৪৪ বছর পর মহাকুম্ভ হচ্ছে, এই তথ্য সম্ভবত ঠিক নয়। এমনটাই জানালেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার নবান্নে রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠক ছিল। এর পর সাংবাদিক বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানেই মহাকুম্ভ সংক্রান্ত বিষয়ে বলতে গিয়ে মমতা এই প্রশ্ন তুলেছেন। পাশাপাশি, তিনি এই বিষয়ে বিশিষ্ট মানুষদের গবেষণা করে 'সঠিক তথ্য'টা জানানোর অনুরোধও করেন। মঙ্গলবার মমতা বলেন, 'গঙ্গাসাগর প্রতি বার হয়। কিন্তু মহাকুম্ভ ১২ বছর পর পর হয়। যেমন জগন্নাথদেবের পুরীর মন্দিরে যে নিমকাঠের ঠাকুর হয় তাদের অনেক নিয়মকানুন আছে। আমি যত দূর জানি, সম্ভবত ১২ বছর পর পর সেই নিমকাঠের মূর্তি পরিবর্তন করেন পুরীর সিস্টেম অনুযায়ী দয়িতাপতিরা।' মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, 'যাঁরা বলছেন ১৪৪ বছর পরে হচ্ছে, সম্ভবত ঠিক নয়। আমি যতটুকু শুনেছি, ২০১৪-তেও হয়েছে। আমার যদি ভ্রান্তি থাকে আমাকে সংশোধন করে দেবেন। ১৪৪ বছর পর কুম্ভ হচ্ছে, এটা ঠিক নয়। অনেক মানুষ দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছেন। আমি কুম্ভে যাঁরা স্নান করছেন তাঁদের কিছু বলছি না। তাঁদের প্রতি আমার সম্মান আছে। আমি কুম্ভস্নান নিয়ে একটি কথাও বলিনি। কে কোথায় যাবে, কোথায় কী করবে, সেটা তার নিজস্ব ব্যাপার। উৎসব সকলের। যে যেটা বিশ্বাস করে সে সেটা করবে।'

করোনা ভ্যাকসিন নিয়ে মৃত্যু, কেন্দ্রকে পরামর্শ সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ২৫ ফেব্রুয়ারি: কোভিড ভ্যাকসিন নেওয়ার ফলে যাঁদের মৃত্যু হয়েছে, তাঁদের পরিবারকে সাহায্য দেওয়া নিয়ে মুখ খুলল সুপ্রিম কোর্ট। মঙ্গলবার শীর্ষ আদালত মৌখিকভাবে কেন্দ্রকে জানিয়েছে, মৃতদের পরিবারকে কোনওভাবে সাহায্য করা যায় কিনা, সেই নিয়ে নতুন কোনও নীতি প্রণয়ন করা যেতে পারে। উল্লেখ্য, কোভিশিল্ড নেওয়ার পরে অনেকের মৃত্যু হয়েছিল বলে মামলা দায়ের হয় সুপ্রিম কোর্টে। যদিও ভ্যাকসিনের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নিয়ে দায়ের হওয়া মামলা খারিজ করে শীর্ষ আদালত।

কোভিড ভ্যাকসিন নেওয়ার ফলে মৃতদের পরিবারকে সাহায্য করার কোনও নীতি নেই বিপর্যয় মোকাবিলা আইনে। কিন্তু সাহায্য করা উচিত, এই মর্মে মামলা দায়ের হয় শীর্ষ আদালতে। বিচারপতি বিক্রম নাথ এবং সন্দীপ মেহতার এজলাসে শুনানি শুরু হয়। সেখানেই দুই বিচারপতির বেঞ্চ মৌখিকভাবে কেন্দ্রকে পরামর্শ দেওয়া হয়, ভ্যাকসিন নেওয়ার ফলে মৃতদের পরিবারকে আর্থিক সাহায্য করার নীতি তৈরি করা যায় কিনা সেটা ভেবে দেখা দরকার। প্রসঙ্গত, ২০২৩ সালে এই মর্মে কেরল হাইকোর্টে মামলা দায়ের হয়েছিল। কিন্তু কেন্দ্রের আবেদনের ভিত্তিতে উচ্চ আদালতের কার্যকলাপে স্থগিতাদেশ দেয় সুপ্রিম কোর্ট।

NARSINGHA

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

শুরু হল আমাদের ফিচার বিভাগ

তবে বর্তমানে আলাদা করে নয় একদিন পত্রিকার
শেষ পৃষ্ঠাটি সাতদিন বিভিন্ন বিষয়ে সেজে উঠবে

আপনারা ইউনিকোড হরফে লেখা পাঠান।
শীর্ষকে অবশ্যই "বিভাগ (যেমন গুঞ্জন)" কথাটি উল্লেখ করবেন।
আমাদের ইমেল আইডি : dailyekdin1@gmail.com।

মাথার উপর ঋণের বোঝা, মেয়ের মৃত্যুতে অসহায় মা

সুজিত ভট্টাচার্য ● কাঁকসা

পানাগড় কাণ্ডের পর পেরিয়ে গিয়েছে ২ দিন। একমাত্র সন্তানকে হারিয়ে শোকে পাথর মৃত সুতন্দ্রার মা তনুশ্রী চট্টোপাধ্যায়। সেই সঙ্গে মাথার উপর চেপে বসেছে ঋণের বোঝা। বাজারে প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা নাকি দেনা ছিল চট্টোপাধ্যায় পরিবারের। সেই ঋণ শোধ হবে কীভাবে? ভেবে কুলকিনারা পাচ্ছেন না কেউ।

জানা গিয়েছে, মৃত সুতন্দ্রা চট্টোপাধ্যায়ের বাবা সুকান্তবাবু পেশায় রেলের ঠিকাদার ছিলেন। তাঁদের চন্দননগরের নাড়ুয়ায় দোতলা বাড়ি ছাড়াও একটি দোকান আছে। কোনও কারণে বাজারে বিপুল টাকা দেনা হয়েছিল সুকান্তবাবুর। এক পর্যায়ে বাড়ি ও দোকানঘর বন্ধক দিয়েছিলেন। এরপর সুকান্তবাবুর ক্যানসার ধরা পড়ে। তাঁর চিকিৎসা করাতে গিয়ে আরও লোন হয়। প্রাথমিকভাবে জানা যাচ্ছে, সব মিলিয়ে বাজারে প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা দেনা ছিল চট্টোপাধ্যায় পরিবারের। একদিকে ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট অন্যদিকে নাচের অনুষ্ঠান করে ধীরে ধীরে ঋণ শোধ করছিলেন সুতন্দ্রা। গোটা পরিবার এক কথায় তাঁর উপরই নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল।

ঘটনাস্থল পরিদর্শনে সিআইডি টিম

মঙ্গলবার মৃতার চন্দননগরের বাড়িতে গিয়েছিলেন মহিলা কমিশনের সদস্যরা। কথা বলেন সুতন্দ্রার মায়ের সঙ্গে। সেখান থেকেই সুতন্দ্রার মা তনুশ্রী চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'রাস্তা দিয়ে গাড়ি নিয়ে মদ খেতে খেতে যাবে? এটা কী? কোথায় বাস করছি আমরা? আমার মেয়ে তো ফিরে আসবে না। কিন্তু আরও মেয়েরা রয়েছে। তাদেরও তো বাইরে কাজ করতে হচ্ছে। কেউ তো ঘরে বসে থাকবে না। মেয়ে মানেই এখন হয়ে গিয়েছে ভোগ্য বস্তু।'

তনুশ্রীদেবীর সন্দেহ এই ঘটনার পিছনে নিশ্চয় কোনও 'হেভিওয়েট' আছে। সাধারণ কেউ কি এই ধরনের কাজ করতে সাহস পাবে? তিনি বলেন, 'সাধারণ পাবলিক এই কাজ করবে না। পিছনের ব্যাক-গ্রাউন্ড নিশ্চয়ই শক্ত তাই এই কাজটা করতে পেরেছে। কোনও বেএলাকার লোক এসে এই কাজ করবে না। লোকাল লোকই করেছেন।' উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেছেন, 'চন্দননগরের লোক গিয়ে নিশ্চয়ই কলকাতায় এই ঘটনা ঘটাবে না। এলাকারই কেউ করেছেন।' এরপরই তিনি বলেন, 'আমি মুখ্যমন্ত্রীকে বলব একদম স্বচ্ছ বিচার দিন। কন্যাশ্রী,লদীশ্রী, যুবশ্রী, ঢ্যাঁকশ্রী আমাদের কিছুই দরকার নেই। আমরা চাই শুধু মেয়েদের নিরাপত্তা।'

রবিবার দুর্ঘটনার পর থেকেই এলাকা ছাড়া বাবলু ও গাড়িতে থাকা বাকিরা। বাবলু যাদব -সহ বাকিদের সন্ধানে মঙ্গলবার বাবলু যাদবের বাড়িতে যায় কাঁকসার এসিপি সুমন কুমার জয়সওয়াল। ঘটনার দুদিন কেটে গেলেও এখনো বাবলু যাদবকে গ্রেপ্তার না করায় ক্ষোভ বাড়ছে এলাকার বাসিন্দাদের। বাবলু যাদবের গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়েছেন সকলে। কেন এই বাবলুকে এখনো পর্যন্ত পুলিশ গ্রেপ্তার করতে পারছে না সেই নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন সকলে।

অন্যদিকে, এদিনই কাঁকসা থানায় ঘটনার তদন্তে নামে সিআইডি দলের আধিকারিকরা। আটক হওয়ার দুর্ঘটনাগ্রস্থ দুটি গাড়ি খতিয়ে

এরপর দুয়ের পাতায়

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ২৫/০২/২০২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৫১ নং এফিডেভিট বলে Uday Mal S/o. Saratchandra Mal ও Uday Ch Mal S/o. S. Ch. Mal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৪/০২/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ২৬৪২ নং এফিডেভিট বলে Shaik Samir Ali S/o. Shaik Amir Ali ও Shaik Ali S/o. S. K. Ali সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৪/০২/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ২৬৪৩ নং এফিডেভিট বলে Manindra Nath Dutta S/o. Debendra Nath Dutta ও Monindra Nath Dutta S/o. D. N. Dutta সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৯/০২/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ২৪৪৭ নং এফিডেভিট বলে আমি Milan Das ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Naren Das ও N. Das উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ২৪/০২/২০২৫ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ১৫১২ নং এফিডেভিট বলে আমি Raju Ghosh ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Gour Chandra Ghosh ও Gour Ghosh উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২৬ শে ফেব্রুয়ারি, আজ শিবরাত্রি।। ১৩ ই ফাল্গুন। বুধ বার। ত্রয়োদশী তিথি, সকাল ৯/৪২ র পর শিব চতুর্দশী তিথি মুহূর্ত। জন্মে মকর রাশি। অষ্টোত্তরী বৃহস্পতি র ও বিংশত্তরী চন্দ্র র মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে দিনটি কাটাতে হবে। ধৈর্য ধরে, বুদ্ধির দ্বারা, দিনটি অতিবাহিত করতে হবে। বৈবাহিক জীবনে খুব ছোট ঘটনাকে কেন্দ্র করে, পরিবারে কলহ বিবাদ বৃদ্ধি। অনাত্মীয় এক বন্ধুর দ্বারা, বিশেষ ক্ষতির সম্ভাবনা। অন্যের যুক্তিকে মানার আগে একবার নিজেও যুক্তি প্রয়োগ করুন শুভ হবে। দেবী তারার ১০৮ নাম বলুন শুভ হবে।

বৃষ রাশি : ব্যবসায় নতুন পথের সম্ভাবনা কর্মে শান্তির বাতাবরণ। যে কাজের জন্য এতদিন বসেছিলেন, সেই কাজের নতুন পথের সম্ভাবনা। বান্ধবের দ্বারা উপকার। অনাত্মীয় বন্ধু দ্বারা উপকার। প্রতিবেশী স্বজনের দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। পুরাতন এক বান্ধবীর ফোন কল ফ্যাক্স- ই-মেইল দ্বারা বিশেষভাবে উপকৃত হবেন।আজ ভগবান দেবদেব মহাদেবের চরণে ১০৮ বিল্বপত্র প্রদানে সুখবৃদ্ধী।

মিথুন রাশি : তৃতীয় ব্যক্তির গুপ্ত ষড়যন্ত্র থেকে সতর্ক থাকতে হবে। কর্মে অশুভ বাতাবরণ আছে। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আপনাকে যে দায়িত্ব দিয়েছেন তা প্রতিপালন করা দরকার। একসঙ্গে একসাথে অনেক কাজের দায়িত্ব চেপে আসলে মানসিক অসুস্থতা বোধ করবেন। ধৈর্য ধারে চলতে হবে, নিশ্চয়ই সম্মান বৃদ্ধি হবে মা দুর্গাদেবী চরণে ১০৮ রঙিন পুষ্প প্রদানে সুখবৃদ্ধি হবে।

কর্কট রাশি : বন্ধু বান্ধবের দ্বারা উপকার পাওয়া যাবে। যে কাজটি শেষ হলো তার সম্মান বৃদ্ধি যোগ। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্মে সম্মানিত করবেন। যারা প্রশাসনিক কর্মে আছেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। যারা শিক্ষকতা- অধ্যাপনা করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ ব্যবসায়ীদের অর্থ বৃদ্ধি যোগের প্রবল সম্ভবনা। গৃহ-বাস্তু বিষয় যে দুশ্চিন্তা ছিল তার অবসান হবে। ১০৮ দূর্বা ভগবান গণেশ চরণে প্রদান করুন সুভত্ত বৃদ্ধি হবে। সিংহ রাশি সতর্কতা আজ পরিবারের মধ্যে অশান্তির বাতাবরণ থাকবে।

সিংহ রাশি : শ্বশুরবাড়ির দুজন সদস্য দ্বারা দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। যে কাজের দায়িত্ব নিয়েছিলেন সেই কাজ পালন না করার জন্য তর্ক বিবাদে পরিণত হবে। প্রতিবেশীর দ্বারা শুভত্ত বৃদ্ধি হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু বিলম্ব হবে। ধৈর্য ধরলে শুভ ফলপ্রাপ্তি হবে। ভগবান গনেশজীর চরণে ১০৮ দুর্গা প্রদানে সুখ বৃদ্ধি হবে। কন্যা রাশি খুব উৎসাহ ব্যঞ্জক দিন। কর্মে শান্তির বাতাবরণ। আপনার উৎসাহ

কন্যা রাশি : আজকে নতুন পথ দেখাবে। ব্যবসায় নতুন ব্যবসা বৃদ্ধির পরিকল্পনা। এক স্বজনের দ্বারা পূর্ণ সহযোগিতা, সন্তানের দ্বারা সম্মান। প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। মন্দিরে প্রদীপ প্রদানে সর্বসুখ বৃদ্ধি। তুলা রাশি কোন পুরাতন বান্ধব দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। যাকে এতদিন ভরসা করেছিলেন তিনি বিশ্বাসের মর্যাদা রাখবেন।

তুলা রাশি : এক প্রতিবেশীর দারা শুভত্ত বৃদ্ধি হবে।ব্যবসা বৃদ্ধির নতুন পথ। তঅর্থ বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রবল। যারা অলংকার শিল্পে আছেন, যারা তরল পদার্থের ব্যবসা করেন। শ্বশুরবাড়ির একজন প্রবীন সদস্য দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। আজ মন্দিরে প্রদীপ প্রজ্জালনে সুখ-বৃদ্ধি নিশ্চিত।

বৃশ্চিক রাশি : একটু ধৈর্য ধরে অন্যের কথা শুনে, নিজের মতামত প্রকাশ করলে, শান্তির বাতাবরণ। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনে সুখ থাকলেও, অশান্তির কালো মেঘও থাকবে। পরিবারে সন্তানের কারণে সাময়িক দুশ্চিন্তা থাকবে। গৃহ শিক্ষকের কারণে সাময়িক চিন্তা থাকবে। এক অনাত্মীয় দ্বারা ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি হবে। ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা ছিল একটু বাধাগ্রস্থ হবে। ধৈর্য রাখলে শুভ হবে। দেবী মা বগলা ১০৮ হলুদ পুষ্প নিবেদনে সুখবৃদ্ধি নিশ্চিত।

ধনু রাশি : তর্ক-বিতর্কের সম্ভাবনা। যারা চিকিৎসক, যারা অধ্যাপনা করেন, আজকের দিনটি তারা সতর্ক থাকলে শুভত্ত বৃদ্ধি হবে। পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ থাকলেও সুখ প্রাপ্তি হবে। সন্তানের দ্বারা কিছু দুশ্চিন্তাবৃদ্ধি হবে, বিদ্যালয়ে এবং কোন ইনস্টিটিউশন এর প্রধানের সঙ্গে তর্কবিতর্ক সম্ভাবনা প্রবল। যানবাহন সাবধানে চালানো ভালো, ধৈর্য রেখে ঠান্ডা মাথায় রাস্তায় বের হওয়া ভালো। দেবী দুর্গার চরণে হলুদ পুষ্প প্রদানে বাধা কাটবে।

মকর রাশি : প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা উপকার হবে পরিবারে। সন্তানের সাথে শুভ সমঝোতা। শান্তির বাতাবরণ পরিবারে। এক অনাত্মীয় দ্বারা উপকার সাধিত হবে। পরিবারে যে পুজো দীর্ঘদিন হয়ে এসেছে, তা বন্ধ থাকার কারণে কিছু অশুভ যোগ আছে, সেই পুজোটিকে আবার শুভারম্ভ করতে হবে। দেবী দুর্গা চরণে ১০৮ বিশ্বপত্র প্রদানে শুভ।

কুম্ভ রাশি : দূরে থাকা নিকট আত্মীয় দ্বারা সুখবৃদ্ধি। ফোন কল, ফ্যাক্স, ইমেইল দ্বারা শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। আনন্দ বৃদ্ধি। পরিবারে যারা অসুস্থতায় হসপিটালে বা চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়েছিলেন, আজ সুস্থতার পূর্ণ লক্ষণ। যারা প্রশাসনিক কর্মে আছেন, তাদের শুভ। বাণিজ্যে নতুন পথের সুযোগ তৈরি হবে। কর্মে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির দিন। ১০৮ বিল্বপত্র মা দুর্গার চরণে দিলে শুভ প্রাপ্তি হবে।

মীন রাশি : পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। ছাত্রছাত্রী যারা উচ্চবিদ্যা যোগে অধ্যায়ন করেন, তাদের সুযোগ বৃদ্ধি, ছাত্র-ছাত্রী যারা নিম্নবিদ্যা যোগে পড়াশোনা করেন, তাদের গৃহ শিক্ষকের সহায়তা দ্বারা আজ বড় সাফল্য অপেক্ষা করছে। ব্যবসায়ীদের আজ একটি বড় চুক্তি হওয়ার সম্ভাবনা। জমি বাড়ি কৃষি জমি বিষয় শুভ। প্রবীন নাগরিকের বুদ্ধির দ্বারা কোন জটিল সমস্যা মুক্তির পথ দেখা যাবে। আজ মন্দিরে গিয়ে সাতটি প্রদীপ জ্বালান, আপনার নাম গোত্র বলে শুভ হবে।

(শ্রীশ্রী শিবরাত্রি শুভারম্ভ তিথি মুহূর্ত সকাল ৯/৪৩ মিনিট। শিবচতুর্দশী। নামকরন। গাত্রহরিদ্রা। দেবদেবী গঠন। শান্তি স্বস্ত্যায়ন। ক্রয় বানিজ্য। অব্যূড়ান্ন।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

NAME CHANGE

I, RAFIK ALI MONDAL, son of Soleman, residing at Hatiara Methopara, P.O. Hatiara, P.S. Newtown, District North 24 Parganas, Kolkata - 700157, West Bengal, hereby declare that my name and my father's name have been incorrectly recorded in some of my documents as RAFICK ALI and S. M. Ali, respectively. Additionally, my date of birth has been incorrectly mentioned as 01/02/1968 instead of 04/05/1973. My correct name is RAFIK ALI MONDAL, and my father's correct name is Soleman. I further affirm that RAFIK ALI MONDAL (S/o Soleman) and RAFICK ALI (S/o S. M. Ali) refer to one and the same person.

বিজ্ঞপ্তি

আমরা ১) রাম চন্দ্র ঘোষ, পিতা বনমালী ঘোষ ২) রবীন্দ্র প্রসাদ সেন, পিতা কৃষ্ণ প্রসাদ সেন ৩) সুদীপ্ত সেন, পিতা বিমল প্রসাদ সেন ৪) কৃষ্ণা সেন, স্বামী বিমল প্রসাদ সেন মহশয়গনের পক্ষে A.D.S.R Domkal রেজিষ্ট্রীকৃত ২০২২ সালের ১২০৫৯ এবং ১১৮৬১ নং আমমোক্তার জালালউদ্দিন মন্ডল পিতা সমিরুদ্দিন মন্ডল জেলা মুর্শিদাবাদ, থানা ডোমকল নিম্ন তপশীল বর্নিত সম্পত্তি ১) জুলেমা বিবি, স্বামী আলাউদ্দিন সর্দ্দার ২) মফিকুল ইসলাম, থানা ডোমকল, জেলা মুর্শিদাবাদ নিবাসি মহাশয়কে বিক্রয় কোবলা 12552 সাল 24/08/22 11227 সাল 09/08/24 দলিল বলে বিক্রয় করেন। উক্ত বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকলে ডোমকল B.L & L.R.O অফিসে 15 দিনের মধ্যে যোগাযোগ করুন। থানা ডোমকল, মৌজা J.L 46, 49, সাবেক খতিয়ান 573, 3841, 3840, হাল খতিয়ান 9045, L.R দাগ 1852, L.R দাগ 16,18 পরিমান .0525

Affidavit

I, Jhantu Bagdi, S/o- Sunil Bagdi, residing at Vill: Jashpur PO- Ghoratore ,P.S.- Dubrajpur, Dist.- Birbhum (WB). In the Ration Card my name is written as Prasenjit Bagdi, S/o- Sunil Bagdi. I declared in the court of Ld. Executive Magistrate, Suri, Birbhum Vide no 1542 ,Dt. 24.01.2025 that Jhantu Bagdi and Prasenjit Bagdi that both are same and identical person.

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

এতদ্বারা সকলের জ্ঞাতার্থে জানানো যাইতেছে যে আমার মক্কেল শ্রীমতী মানসী চৌধুরী, স্বামী- লাল মোহন চৌধুরী সাং ও পোঃ নোয়াপাড়া, থানা- সিঙ্গুর, জেলা- হুগলী গত ১৮/০৪/২০২৪ তারিখে ২৯ শতকের অন্দরে ১৪.৫ শতক সম্পত্তি জেলা- হুগলী, থানা সিঙ্গুর অর্ন্তগত বৈচিপোতা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা ভুক্ত জে এল নং ২৯ মৌজা- নোয়াপাড়া, এল আর ২২৭৭, ২২৭৯ নং ও ২২৮০ নং খতিয়ানে আর এস ও এল আর ২২৩৯ নং দাগে শালি জমি রেজিস্ট্রি মূলে খরিদ করেন যাহা ডি.এস. আর ১ চুঁচুড়া হুগলী অফিসে ১ নং বহির ৩৪৮৬/২০২৪ রেজিস্ট্রিকৃত সাফ বিক্রয় কোবালা লিপিবদ্ধ আছে।

সনাতন দাস পিতা প্রয়াত উপেন্দ্রনাথ দাস সাং বালিদ্বীপা পোঃ নোয়াপাড়া, থানা- সিঙ্গুর, জেলা হুগলী, উক্ত সম্পত্তি মালিকদের আমমোক্তার নামা দ্বারা ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়েন যাহা ১৮/০৩/২০২৪ তারিখে ডি. এস, আর ১ চুঁচুড়া হুগলী রেজিস্ট্রি অফিসে ১ নং বহির ২৪৬৪/২০২৪ লিপিবদ্ধ আছে তা আমমোক্তার হিসাবে বিক্রয় করেন। উক্ত সম্পত্তির আমমোক্তার দাতা মালিকরা হলেন, ১) শিবপ্রসাদ চৌধুরী, পিতা- প্রয়াত মানিক লাল চৌধুরী, ২) অনাথ চৌধুরী ও কৃষ্ণকান্ত চৌধুরী উভয়ের পিতা-প্রয়াত বিমল চৌধুরী,৩) দীপালি দাস মহাপাত্র স্বামী- মন্টুদাস মহাপাত্র, ৪) সঞ্জীব চৌধুরী, পিতা প্রয়াত প্রতাপ চৌধুরী, ৫) মৌসুমী ঘোষ, স্বামী- সুকুমার ঘোষ, ৬) মৌমিতা দাস, স্বামী- বৃন্দদেব দাস, ৭) টিঙ্কু দাস স্বামী-অসীম দাস,৮) তাপসী দাস স্বামী প্রদীপ দাস, ৯) বিশ্বজিত দাস পিতা- রবীন চন্দ্র দাস, ১০) দেবশ্রী দাস জালুই, স্বামী-অমিত জালুই ১১) রেবা চৌধুরী, স্বামী- প্রয়াত রতন চৌধুরী,১২) স্বপন চৌধুরী ও শ্যামাপদ চৌধুরী, উভয়ের পিতা-প্রয়াত রতন চৌধুরী, ১৩) পার্ব্বতী মণ্ডল, স্বামী-বিজয় মণ্ডল, ১৪) মালতী কোলে চৌধুরী, স্বামী- প্রহ্লাদ কোলে ১৫) কৃষ্ণেন্দু ঘোষ, পিতা- নির্মল ঘোষ,১৬) অরুপ মাইতি ও অর্পিতা মাইতি উভয়ের পিতা শঙ্কর মাইতি।

এক্ষনে উক্ত মক্কেল শ্রীমতী মানসী চৌধুরী, স্বামী- লালমোহন চৌধুরী উক্ত খরিদা কৃত সম্পত্তি বি, এল, আর এন্ড এল আর,ও সিঙ্গুর অফিসে তার নাম পত্তন করিবার জন্য আবেদন করিবেন, ও করিয়াছেন ইহাতে কাহারও কোন উক্ত তপশীল সম্বন্ধে কোনো বলার বা আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি জারির ১০ দিনের মধ্যে নিম্ন লিখিত ঠিকানায় লিখিত ভাবে জ্ঞাত করিবেন, অন্যথায় সকল প্রকার বক্তব্য আইনগত ভাবে গ্রাহ্য হইবে না।

অভিনাশ তিওয়ারি
এ্যাডভোকেট, চন্দননগর কোর্ট, হুগলী
Regn.-WB/F/164/523/2015

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল ১) দ্বিপায়ন মল্লিক, পিতা- দীপক মল্লিক ও শিল্পা দত্ত মল্লিক, স্বামী দ্বিপায়ণ মল্লিক, সাং মহিয়াড়ী রোড, পোঃ- জি.আই.পি. কলোনী, থানা- জগাছা, জেলা- হাওড়া- ৭১১১১২ গত ইংরাজী ১১/১২/২০২৪ তারিখে সাঁকরাইল ব্লকের অধীন মৌজা ঘোড়াঘাট, জে.এল. ৮, হাল ১৪৫০ ও ১৪৭৫ নং খতিয়ানে, হাল ৩৪৩ নং দাগে দুই কাঠা শালি জমি ডি.এস.আর.- ১, হাওড়া অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ০৫১০৬৮৮১ নং দলিল বলে সৌতন মন্ডল, পিতা রণজিৎ মন্ডল, এবং অনিমেষ মন্ডল, পিতা-প্রভাষ মন্ডল, এর সম্পত্তি খরিদ করেন। যাহাতে উনি ২০২১ সালে ৩৮৪১ নং আমমোক্তার নামা দলিল দ্বারা দীনেশ বেরা, পিতা গোপাল বেরাকে, আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ইহাতে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে ৩০ দিনের মধ্যে জানাইবেন।

Samit Basu, Advocate
Barrackpore, 24pgn (N) Kolkata- 700120,
Ph: 9231681723, 7890680121,
Mail ID: advsamit@gmail.com

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

শ্রীমতী গৌরী রানী ঘোষ, স্বামী শ্রী কুমারেশ ঘোষ, সাং- ফুলিয়া স্টেশনপাড়া, পোঃ বেলেমাঠ, থানা- শান্তিপুর, জেলা-নদীয়া এবং **শ্রীমতী মঞ্জু ঘোষ**, স্বামী শ্রী মন্টু ঘোষ, সাং-বুঁইচা (ঘোষপাড়া), পোঃ বুঁইচা, থানা-শান্তিপুর, জেলা-নদীয়া একত্রে গত ইংরাজী ২৪.০২.২০১২ তারিখে কৃষ্ণনগর DSR অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-49/2012 নং আমমোক্তার দলিলমূলে **শ্রী সুভাষ ঘোষ**, পিতা- ৺কালীপদ ঘোষ, সাং-পাটুলী, পোঃ বাদকুল্লা, থানা- তাহেরপুর, জেলা-নদীয়া মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা বলে উক্ত **সুভাষ ঘোষ** বিক্রয় করিয়াছেন। এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, উক্ত বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে, আগামী ১ মাসের মধ্যে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে B.L. & L.R.O. Hanskhali অফিসে আপত্তি দাখিল করিতে পারেন। তপশীল- জেলা-নদীয়া, থানা- তাহেরপুর, মৌজা- পাটুলী, J.L. ৪৩, LR খতিয়ান- ১০৬, RS ও LR ৪৮০ নং দাগে বাড়ী জমি, মোট ১৬.৯২৫ শতক আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে।

শম্ভু অধিকারী (এ্যাডভোকেট), রানাঘাট কোর্ট, নদীয়া।

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

শ্রী রামানন্দ দাস, পিতা ৺রামকৃষ্ণ দাস, সাং-পূর্ব বাদকুল্লা, পোঃ বাদকুল্লা, থানা-তাহেরপুর, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১১২১, গত ইংরাজী ০৮.০৭.২০১৬ তারিখে ADSR হাঁসখালী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-35/16 নং আমমোক্তার দলিলমূলে **শ্রী সমর বিশ্বাস**, পিতা-৺রঞ্জিত বিশ্বাস, সাং পূর্ব বাদকুল্লা, পোঃ বাদকুল্লা, থানা- তাহেরপুর, জেলা-নদীয়া, পিন-৭৪১১২১ মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা বলে উক্ত **সমর বিশ্বাস** বিক্রয় করিয়াছেন। এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, উক্ত বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে, আগামী ১ মাসের মধ্যে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে B.L & L.R.O. Hanskhali অফিসে আপত্তি দাখিল করিতে পারেন। তপশীল- জেলা-নদীয়া, থানা- তাহেরপুর, মৌজা- বাদকুল্লা, J.L. ৪৪, LR খতিয়ান- ১৫৬৪, RS দাগ ১০০৫, LR ২৫০৪ নং দাগে আউশ জমি, মোট ২৫ শতক আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে।

শম্ভু অধিকারী (এ্যাডভোকেট), রানাঘাট কোর্ট, নদীয়া।

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

শ্রী অমর কুমার দাস পিতা ৺বটকৃষ্ণ দাস সাকিম আহাম্মেদপুর, পাটুলীগ্রাম, বলাগড়, হুগলী-৭১২৫০১ মহাশয় বিগত ইং ২২/১২/২০১৭ তারিখে এ.ডি.এস. আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত IV-0365/2017 নং আমমোক্তারনামা দলিলমুলে **সেখ ইক্রামুল** পিতা মরহুম ফজু সেখ, সাকিম আয়দামুসলিম পাড়া, আয়দা কিস্মৎ, বলাগড়, হুগলী-৭১২৫১২ মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা বলে নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং ২০/০২/২০১৮ তারিখে ডি.এস.আর-I, চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-2169/2018 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে আমার মক্কেল **শ্রী গৌতম চট্টোপাধ্যায়** পিতা দীননাথ চট্টোপাধ্যায় সাকিম ঘোষপাড়া, গুপ্তিপাড়া, বলাগড়, হুগলী-৭১২৫১২ মহাশয়কে ৫১.২০ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করেন। প্রকাশ থাকে যে, বর্তমানে আমার মক্কেল **শ্রী গৌতম চট্টোপাধ্যায়** পিতা দীননাথ চট্টোপাধ্যায় তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি তাহার নিজ নামে নাম পত্তন না করিয়াই কোবালা দলিল মূলে বিক্রয় করিতেছেন/করিয়াছেন। তপশিল - জেলা হুগলী, থানা বলাগড়, মৌজা তামলিপাড়া, ১০৬ নং জে. এল. ভুক্ত, হাল এল.আর. ৩২৩ নং খতিয়ানে, ১)সাবেক তথা হাল এল.আর. ৩১ নং দাগে বাঁশবাগান জমি ষোল আনায় ০.১৬৬৭ অংশে ৩৭ শতক তন্মধ্যে ১৮.৫ শতক, ২)সাবেক তথা হাল এল.আর. ১২৪ নং দাগে বাঁশবাগান জমি ষোল আনায় ০.১৬৬৭ অংশে ০৬ শতক তন্মধ্যে ০৩ শতক, ৩)সাবেক তথা হাল এল.আর. ১২৫ নং দাগে বাঁশবাগান জমি ষোল আনায় ০.১৬৬৭ অংশে ০৩ শতক তন্মধ্যে ১.৫০ শতক, ৪)সাবেক তথা হাল এল.আর. ১২৬ নং দাগে বাঁশবাগান জমি ষোল আনায় ০.১৬৬৭ অংশে ০৩ শতক তন্মধ্যে ১.৫০ শতক, ৫)সাবেক তথা হাল এল.আর. ১২৭ নং দাগে বাগান জমি ষোল আনায় ০.৩৩৩৩ অংশে ০৭ শতক তন্মধ্যে ৩.৫০ শতক, ৬)সাবেক তথা হাল এল.আর. ১২৮ নং দাগে বাঁশবাগান জমি ষোল আনায় ০.২২২২ অংশে ০৪ শতক তন্মধ্যে ০২ শতক, ৭)সাবেক তথা হাল এল.আর. ১২৯ নং দাগে বাঁশবাগান জমি ষোল আনায় ০.১৬৬৭ অংশে ০.৪০ শতক তন্মধ্যে ০.২০ শতক, .৮)সাবেক তথা হাল এল.আর. ১৩০ নং দাগে বাঁশবাগান জমি ষোল আনায় ০.৩৩৩৩ অংশে ০৫ শতক তন্মধ্যে ২.৫০ শতক, ৯)সাবেক তথা হাল এল.আর. ১৩১ নং দাগে বাঁশবাগান জমি ষোল আনায় ০.১৬৬৬ অংশে ০২ শতক তন্মধ্যে ০১ শতক, ১০)সাবেক তথা হাল এল.আর. ১৩২ নং দাগে বাঁশবাগান জমি ষোল আনায় ০.১৬৬৭ অংশে ৩৮ শতক তন্মধ্যে ১৬ শতক, ১১)সাবেক তথা হাল এল.আর. ১৩২/১৭৩ নং দাগে বাঁশবাগান জমি ষোল আনায় ০.১৬৬৬ অংশে ০৩ শতক তন্মধ্যে ১.৫০ শতক সম্পত্তি, একুনে এগারোটি দাগে মোট ৫১.২০ শতক সম্পত্তি অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, আমার মক্কেল শ্রী গৌতম চট্টোপাধ্যায় পিতা দীননাথ চট্টোপাধ্যায় তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি বিক্রয়ের পর বর্তমান ক্রেতাগণ তাহাদের খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও বলাগড় ব্লক অফিসে আবেদন করিতে পারিবেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- **সনৎ কুমার শীল (উকিলবাবু)**, জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

সেখ ইক্রামুল পিতা মরহুম ফজু সেখ, সাকিম আয়দামুসলিম পাড়া, আয়দা কিস্মৎ, বলাগড়, হুগলী-৭১২৫১২, মহাশয় বিগত ইং ২০/০২/২০১৮ তারিখে ডি.এস.আর-I, চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-2170/2018 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **সেখ সাল্লাম মন্ডল** পিতা মরহুম সেখ বকু মন্ডল, মহাশয়ের নিকট হইতে 54 শতক সম্পত্তি বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে প্রাপ্ত হইয়া এবং উক্ত সম্পত্তি নিজ নামে নামপত্তন না করিয়াই, বিগত ইং ২৩/০৩/২০১৮ তারিখে ডি.এস.আর.-I, চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত IV-163/2018 নং আমমোক্তারনামা দলিলমুলে আমার মক্কেল **শ্রী গৌতম চট্টোপাধ্যায়** পিতা দীননাথ চট্টোপাধ্যায় সাকিম ঘোষপাড়া, গুপ্তিপাড়া, বলাগড়, হুগলী-৭১২৫০১ মহাশয়কে উক্ত ৫৪ শতক সম্পত্তির ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। অতঃপর আমার মক্কেল **শ্রী গৌতম চট্টোপাধ্যায়** উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা বলে প্রাপ্ত ৫৪ শতক কোবালা দলিল মূলে বিক্রয় করিতেছেন/করিয়াছেন। তপশিল - জেলা হুগলী, থানা বলাগড়, মৌজা তামলীপাড়া, ১০৬ নং জে. এল. ভুক্ত, হাল এল.আর. ৩২৪ নং খতিয়ানে, ১)সাবেক তথা হাল এল.আর. ৩১ নং দাগে বাঁশবাগান জমি ষোল আনায় ০.১৬৬৭ অংশে ৩৮ শতক তন্মধ্যে ১৯ শতক, ২)সাবেক তথা হাল এল.আর. ১২৪ নং দাগে বাঁশবাগান জমি ষোল আনায় ০.১৬৬৬ অংশে ০৬ শতক তন্মধ্যে ০৩ শতক, ৩)সাবেক তথা হাল এল.আর. ১২৫ নং দাগে বাঁশবাগান জমি ষোল আনায় ০.১৬৬৭ অংশে ০২ শতক তন্মধ্যে ০১ শতক, ৪)সাবেক তথা হাল এল.আর. ১২৬ নং দাগে বাঁশবাগান জমি ষোল আনায় ০.১৬৬৭ অংশে ০২ শতক তন্মধ্যে ০১ শতক, ৫)সাবেক তথা হাল এল.আর. ১২৭ নং দাগে বাগান জমি ষোল আনায় ০.৩৩৩৩ অংশে ০৮ শতক তন্মধ্যে ০৪ শতক, ৬)সাবেক তথা হাল এল.আর. ১২৮ নং দাগে বাঁশবাগান জমি ষোল আনায় ০.২০০০ অংশে ০৩ শতক তন্মধ্যে ১.৫০ শতক, ৭)সাবেক তথা হাল এল.আর. ১২৯ নং দাগে বাঁশবাগান জমি ষোল আনায় ০.১৬৬৭ অংশে ০২ শতক তন্মধ্যে ০১ শতক, ৮)সাবেক তথা হাল এল.আর. ১৩০ নং দাগে বাঁশবাগান জমি ষোল আনায় ০.৩৩৩৩ অংশে ০৪ শতক তন্মধ্যে ০২ শতক, ৯)সাবেক তথা হাল এল.আর. ১৩১ নং দাগে বাঁশবাগান জমি ষোল আনায় ০.১৬৬৬ অংশে ০২ শতক তন্মধ্যে ০১ শতক, ১০)সাবেক তথা হাল এল.আর. ১৩২ নং দাগে বাঁশবাগান জমি ষোল আনায় ০.১৬৬৭ অংশে ৩৮ শতক তন্মধ্যে ১৯ শতক, ১১)সাবেক তথা হাল এল.আর. ১৩২/১৭৩ নং দাগে বাঁশবাগান জমি ষোল আনায় ০.১৬৬৬ অংশে ০৩ শতক তন্মধ্যে ১.৫০ শতক সম্পত্তি, একুনে এগারোটি দাগে মোট ৫৪ শতক সম্পত্তি অত্র দলিলে আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, আমার মক্কেল **শ্রী গৌতম চট্টোপাধ্যায়** পিতা দীননাথ চট্টোপাধ্যায় উক্ত আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি বিক্রয়ের পর বর্তমান ক্রেতাগণ তাহাদের খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও বলাগড় ব্লক অফিসে আবেদন করিতে পারিবেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- **সনৎ কুমার শীল (উকিলবাবু)**, জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্ব্ব সাধারনের জ্ঞাতার্থে জানানো জাইতেছে যে, আমার মক্কেল উষা কিরণ সাউ, স্বামী সঞ্জয় কুমার সাউ, ভদ্রেশ্বর থানার অন্তর্গত ৩০/১, পি বি এম বাই লেন, বৈদ্যবাটী গ্রামের স্থায়ী বাসিন্দা। শ্রীরামপুর-উত্তরপাড়া ব্লক মধ্যস্থ দীর্ঘাঙ্গ (জে.এল. নম্বর-৪) মৌজায় অবস্থিত হাল এল. আর. ১০৪৩ নম্বর দাগে কমবেশী ১৩.২২ শতক শালি জমি যাহা হাল এল. আর. ২৬০৭ নং খতিয়ানে ললিত মোহন ঘোষ, পিতা অবর চন্দ্র ঘোষ এর নাম বরাবর রেকর্ড ভুক্ত থাকা অবস্থায় তাহার নিজ অংশ গত ইংরাজী ০৩/০৪/২০১৩ তারিখে চন্দননগর সাব রেজিষ্ট্রি অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত, যাহার বুক নং-৪, ভলুম নং-১, ১৫৪৮ হইতে ১৫৫৭ নং পৃষ্ঠা সমূহে লিপিবদ্ধ ০০১২৩ নম্বর পাওয়ার অফ এ্যাটর্নী মুলে সেখ আবুল হোসেনে এর পুত্র সেখ আলতাব হোসেন কে ক্ষমতা প্রদান করিবার পর আম-মোক্তার প্রাপ্ত অংশ গত ইংরাজী ১৭/০৪/২০১৩ তারিখে শ্রীরামপুর সাব রেজিষ্ট্রি অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত ১ নম্বর বহির ৫ নং ভলুমের ১৬৯২ হইতে ১৭০২ পৃষ্ঠা সমূহে লিপিবদ্ধ ২৭২৮ নম্বর বিক্রয় কোবালা দলিল মুলে আমার মক্কেল উষা কিরন সাউ কে হস্তান্তর করেন, উক্ত দাগের সম্পত্তি সম্বন্ধে কাহারো কোন দাবী দাওয়া বা আপত্তি থাকিলে, অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ হইতে ১ মাসের মধ্যে অত্র বি. এল. এ্যান্ড এল. আর. অফিসে আসিয়া আপত্তি জানাইতে পারেন, অন্যথায় একতরফা শুনানী হইবে।

দরখাস্তকারীর পক্ষে
দ্বীপ চক্রবর্ত্তী
এ্যাডভোকেট।
শ্রীরামপুর কোর্ট,
মোঃ- ৯১ ৯০৮৮৫৬৬৫২৪

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্ব্ব সাধারনের জ্ঞাতার্থে জানানো জাইতেছে যে, আমার মক্কেল তপতী রায় ব্যানার্জ্জী, স্বামী বলাই রায় ব্যানার্জ্জী, শ্রীরামপুর থানার অন্তর্গত ২৫৪ (৬০), মীরপাড়া, বৈদ্যবাটী গ্রামের স্থায়ী বাসিন্দা। শ্রীরামপুর-উত্তরপাড়া ব্লক মধ্যস্থ দীর্ঘাঙ্গ (জে.এল. নম্বর-৪) মৌজায় অবস্থিত হাল এল. আর. ৪৯৪২ নম্বর দাগে কমবেশী ১ কাঠা ১৩ ছটাক ৩৫ বর্গফুট ভিটি জমি যাহা হাল এল, আর, ১৪০০ নং খতিয়ানে নীলিমা চৌধুরী, স্বামী স্বর্গীয় জ্যোতিরিন্দ্র নাথ চৌধুরী এর নাম বরাবর রেকর্ড ভুক্ত থাকা অবস্থায় পরলোক গমন করিলে পর তাহার দুই পুত্র স্বপন চৌধুরী ও মোহন লাল ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী উত্তরাধিকারী হন এবং উক্ত স্বপন চৌধুরী তাহার নিজ অংশ গত ইংরাজী ৩০/১১/১৯৭৭ তারিখে শ্রীরামপুর সাব রেজিষ্ট্রী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত, যাহার বুক নং-৪, ভল্যুম নং-৬, ১৩০ হইতে ১৩২ নং পৃষ্ঠা সমুহে লিপিবদ্ধ ২৫৪ নম্বর পাওয়ার অফ এ্যাটর্নি মুলে তাহার ভ্রাতা মোহন লাল ইন্দ্রজিৎ চৌধুরীকে ক্ষমতা প্রদান করিবার পর আম-মোক্তার প্রাপ্ত অংশ ও নিজ অংশ গত ইংরাজী ২৬/১১/২০০১ তারিখে শ্রীরামপুর সাব রেজিষ্ট্রী অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত ১ নম্বর বহির ১৩০৬ নম্বর বিক্রয় কোবালা দলিল মুলে আমার তপতী রায় ব্যানার্জ্জীকে হস্তান্তর করেন, উক্ত দাগের সম্পত্তি সম্বন্ধে কাহারো কোন দাবী দাওয়া বা আপত্তি থাকিলে, অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ হইতে ১ মাসের মধ্যে অত্র বি. এল. এ্যান্ড এল. আর. অফিসে আসিয়া আপত্তি জানাইতে পারেন, অন্যথায় একতরফা শুনানী হইবে।

দরখাস্তকারীর পক্ষে
Debashis Basak
এ্যাডভোকেট,
শ্রীরামপুর কোর্ট।
F/3241/2022

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩০২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

২০০টি সিএনজি বাস কিনছে রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণে রেখে যাত্রি পরিষেবা আরও মসৃণ করতে রাজ্য সরকার ২০০টি নতুন সিএনজি বাস কিনতে চলেছে। ইতিমধ্যেই এই বাস কেনার জন্য আর্থিক অনুমোদন মিলেছে। আগামী দুর্গাপুজোর আগেই মিডি, সেমি এবং ডিলাক্স এই তিন ধরনের বাস নামানো হবে বলে রাজ্য পরিবহণ দফতর সূত্রে জানা গেছে। ১২০টি সেমি ডিলাক্স বাস, ৩০টি মিডি বাস এবং ৫০টি ১২ মিটারের মাপের ডিলাক্স বাস কেনা হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। নতুন বাস কেনার জন্য ১২৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী জেলা, বিশেষ করে দক্ষিণবঙ্গের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ রুটে এই বাসগুলি চলবে। পাশাপাশি, কিছু বাস উত্তরবঙ্গের শহরগুলিতেও পাঠানো হতে পারে বলে পরিবহণ দপ্তর সূত্রে খবর। গত বছর অগাস্টে ১১৮০টি বিদ্যুৎচালিত বাস সরবরাহের জন্য টাটা মোটর্সের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিল রাজ্য সরকার। সেই চুক্তি অনুসারে চলতি বছর মার্চের মধ্যে ৫৫০টি বাস পাওয়ার কথা ছিল। কলকাতায় সমস্ত ডিজেলচালিত বাস বাদ দিয়ে সেখানে বিদ্যুৎচালিত বাস নামোনোর পরিকল্পনা ছিল সরকারের। , আদালতে মামলা হওয়ায় এখনো পর্যন্ত সেই বাস হাতে পাওয়া যায়নি। ওদিকে ব্যবহারযোগ্য না থাকায় নিয়মিত বসে যাচ্ছে একের পর এক সরকারি বাস। এদিকে, দূরপাল্লার বাসের মতো শহরের বাসেও যাতে অনলাইনে টিকিট কাটা যায় তার ব্যবস্থা হচ্ছে। নতুন বাসে সেই প্রযুক্তি লাগানো হবে। এই প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু হলে কনডাক্টরের ওপর নির্ভরশীলতা কমবে।

বরানগরে বসন্ত উৎসবে হাজির গায়িকা পৌশালী বন্দ্যোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পৌরমাতা সুমিত্রা বিশ্বাস-ও।

মাথার উপর ঋণের বোঝা, মেয়ের মৃত্যুতে অসহায় মা

প্রথম পাতার পর

দেখার পাশাপাশি গাড়ি দু'টির ছবি ও নমুনা সংগ্রহ করেন সিআইডি আধিকারিকরা। পাশাপাশি পানাগড়ের রাইস মিল মোড়ে দুর্ঘটনাস্থল খতিয়ে দেখেন তাঁরা। কাঁকসা থানার পুলিশ আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে গিয়ে গোটা এলাকা ব্যারিকেড করে দেয়। ঘটনাস্থলে মোতায়েন করা হয় দুই সিভিক ভলান্টিয়ার। যদিও এদিন পুলিশের পক্ষ থেকে সিআইডির হাতে অফিশিয়ালি কোনও তদন্তভার তুলে দেওয়া হয়নি বলে তারা জানিয়েছেন। অন্যদিকে, মঙ্গলবার বিকেলে কাঁকসা থানায় আসেন আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের ডিসিপি ইস্ট অভিষেক গুপ্তা। এদিন তিনি দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়ি দুটি খতিয়ে দেখেন। সাংবাদিকরা ডিসিপিকে ঘটনার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে গেলে সাংবাদিকদের উপর ক্ষুব্ধ হন ডিসিপি অভিষেক গুপ্তা।

তিনি সাংবাদিকদের উদ্দেশে ক্ষিপ্ত হয়ে বলেন, যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে তাদেরকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়নি শুধুমাত্র মিডিয়া সন্ত্রাসের কারণে। মিডিয়ায় খবর দেখে সকলে গা ঢাকা দিয়েছে। তাঁর দাবি, সংবাদ মাধ্যমে সোমবার সকাল থেকে যে খবর দেখানো হয়েছে তা সত্য নয়। সোমবার আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের সিপি দাবি করেন, কোনওরকম ইভটিজিংয়ের মতো ঘটনা ঘটেনি। রেষারেষির কারণেই দুর্ঘটনা ঘটে। সেই কথা মঙ্গলবার বিকেলে কাঁকসা থানায় এসে ফের দাবি করেন ডিসিপি। পুলিশ জানিয়েছে, ১০৫ ও ৩০৪ ধারায় মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

অকাল বৃষ্টি, ডভিসির ছাড়া জলে ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ দেবে রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: সাম্প্রতিক অকাল বৃষ্টি এবং ডিভিসির ছাড়া জলে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের পাশে দাঁড়াতে রাজ্য সরকার তাদের ক্ষতিপূরণ দেবে। বাংলা শস্য বীমা যোজনা প্রকল্পের আওতায় তাদের মোট ৩২১ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে বলে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন। সাম্প্রতিক বৃষ্টিতে বেশ কিছু জেলায় আলু ও ধান চাষের ক্ষতি হয়েছে। বাঁকুড়া, পূর্ব বর্ধমান জেলায় ডিভিসির ছাড়া জলেও আলু নষ্ট হয়ে গেছে। নবান্নে এদিন রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, ওই ভিজে যাওয়া আলু কিনে নেওয়া হচ্ছে। সুফল বাংলার মাধ্যমে সেগুলি বিক্রি করে দেওয়া হবে। এছাড়াও রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে আজ আলুর সহায়ক মূল্যও প্রতি কুইন্টাল ৯০০ টাকা ধার্য করা হয়েছে বলে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন। তিনি বলেন, এর ফলে আলু চাষীদের আয় বাড়বে। অভাবি বিক্রি বন্ধ হবে।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার অনিল কুমার মিশ্র মঙ্গলবার কলকাতায় জোনাল রেলওয়ে ব্যবহারকারীদের পরামর্শদাতা কমিটির সদস্যদের সঙ্গে বৈঠক করেন।

ইউকো ব্যাঙ্কের 'এমএসএমই কৃষি-রিসোর্সেস কার্নিভাল'

নিজস্ব প্রতিবেদন: ইউকো ব্যাঙ্ক জোনাল অফিস আয়োজিত হল কলকাতা পরিচালিত 'এমএসএমই কৃষি-সম্পদ কলকাতা কার্নিভাল'। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অবিনাশ শুক্লা, জিএম ডিজিটাল ব্যাঙ্কিং এইচও, ধর্মেন্দ্র বেউরিয়া, ডিজিএম, নাবার্ড, আর এন বিশ্বাস, জিএম ডিআইসি কলকাতা, অরিন্দম বিশ্বাস, ম্যানেজার ডিআইসি কলকাতা, দেবদত্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, আঞ্চলিক সম্পাদক, ফেডারেশন অ্যাসোসিয়েশন অফ স্মল ইন্ডাস্ট্রিজ অফ ইন্ডিয়া, অমিত রাজ, ডিজিএম এবং জোনাল কলকাতার প্রধান, রবি যোগেশ, এজিএম এবং এসএমই প্রধান, কলকাতা এবং অন্যান্য আধিকারিকরা। ইউকো ব্যাঙ্কের কলকাতা জোনাল অফিসের শাখাগুলি থেকে কার্নিভালে উপস্থিত ছিলেন বিপুল সংখ্যক গ্রাহকরা। এইদিন ব্যাঙ্কের বিভিন্ন প্রকল্পের অধীনে অনুমোদনপত্র হস্তান্তর করা হয়েছে।

শ্রীগুরু সংঘের ৫৩ তম বার্ষিক সম্মেলনে হাজির সমাজের বিশিষ্টজনেরা।

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, ১৩ ফাল্গুন, বুধবার

ট্যাংরাকাণ্ডে তৃতীয় কোনও ব্যক্তি জড়িত নন, জানালেন নগরপাল

নিজস্ব প্রতিবেদন: ট্যাংরাকাণ্ডে দে বাড়ির তিন মহিলা সদস্যকে খুন করেছে দুই ভাই প্রণয় এবং প্রসূন দে। এই ঘটনায় তৃতীয় কেউ জড়িত নয়। মঙ্গলবার এমনটাই দাবি করেন কলকাতা পুলিশের নগরপাল মনোজ ভার্মা। একইসঙ্গে তিনি এও জানান, দুই ভাই সম্ভবত ব্যবসা সংক্রান্ত কোনও কারণেই এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটিয়েছেন।

গত বুধবার, ১৯ ফেব্রুয়ারি ট্যাংরার অতুল শূর রোডের দে বাড়ি থেকে উদ্ধার হয় দুই মহিলা এবং এক কিশোরীর দেহ। যাঁদের দেহ উদ্ধার হয়েছিল তাঁরা হলেন, প্রণয় দে'র স্ত্রী সুদেষ্ণা এবং প্রসূন দে'র স্ত্রী রোমি ও কন্যা প্রিয়ম্বদার দেহ। প্রাথমিক ভাবে এই ঘটনাকে আত্মহত্যা বলেই দাবি করেছিলেন বাড়ির দুই ছেলে প্রণয় এবং প্রসূন দে। এদিকে প্রণয়, প্রণয়ের ছেলে এবং প্রসূনকে ই এম বাইপাসের উপরে একটি দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়ি থেকে উদ্ধার করে পুলিশ। তারপরই এই ঘটনা সামনে আসে। প্রাথমিকভাবে প্রণয় এবং প্রসূন দে'র দাবি ছিল, তাঁরা সপরিবারে

আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। সেই জন্য পায়েসের সঙ্গে মিশিয়ে ঘুম এবং রক্তচাপের ওষুধ খান বাড়ির সবাই। তার পরেও মৃত্যু না হওয়ায় নিজেদের স্ত্রীর হাতের শিরা কেটে এবং ১২ বছরের কিশোরীকে শ্বাসরোধ করে খুন করেন দুই ভাই। জিজ্ঞাসাবাদে অবশ্য প্রসূন এবং তাঁর ছেলে দাবি করেছেন, সবার হাতের শিরা কেটেছিলেন প্রসূনই।

এই প্রসঙ্গে এদিন ট্যাংরার ঘটনা নিয়ে বলতে গিয়ে নগরপাল মনোজ ভার্মা বলেন, 'ওনারা আমাদের যা যা বলেছেন আমরা সবটাই যাচাই করে দেখছি তা সঠিক কি না। এই মুহূর্তে আমরা কিছু বলার মতো অবস্থায় নেই। তবে দুই ভাই মিলেই যে গোটা ঘটনা ঘটিয়েছেন, অন্য কেউ ছিল না, এ বিষয়ে আমরা নিশ্চিত। সম্ভবত ব্যবসা সংক্রান্ত কোনও উদ্দেশ্য থেকেই এটা করা হয়েছে। অপরাধ হয়েছে, তাতে যাঁরা জড়ি তাঁদের বিরুদ্ধে সব ধরনের আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' এদিকে সূত্রে খবর, এই মুহূর্তে এখনও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন প্রণয় এবং প্রসূন দে এবং দে বাড়ির ওই কিশোর। যদিও দুই ভাইকে জিজ্ঞাসাবাদের সময় তাঁদের কথায় বেঁচে না থাকার ইচ্ছে প্রকাশ পেয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। ফলে হাসপাতালেও তাঁদের কড়া নজরদারিতে রাখা হচ্ছে।

নবান্নের নিরাপত্তা জোনের বাইরে হস্তক্ষেপে আদালতের প্রশ্নে পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: নবান্নের ১০০ মিটারের বাইরে নির্মাণকাজ আটকে দিয়েছিল পুলিশ। বিষয়টিকে চ্যালেঞ্জ করে আদালতের দ্বারস্থ হন এক ব্যক্তি। এরপরই নির্মাণকাজে পুলিশি হস্তক্ষেপ নিয়ে আদালতে প্রশ্নের মুখে রাজ্য সরকার। আদালতের থেকে স্পষ্ট প্রশ্ন, নবান্নর নিরাপত্তা জোনের বাইরেও পুলিশি হস্তক্ষেপ কেন তা নিয়ে। বিষয়টি নিয়ে কলকাতা পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মার রিপোর্টও তলব করেন বিচারপতি কৌশিক চন্দ। একইসঙ্গে একাধিক প্রশ্নের মুখে পড়তে হয় রাজ্যকে।

নিরাপত্তার স্বার্থে নবান্নের ১০০ মিটারের বাইরে একটি বিল্ডিংয়ের নির্মাণ কাজ আটকে দেয় পুলিশ। সেই নির্মাণ কাজের অনুমতি পেতে হাইকোর্টে মামলা হয়। এই মামলায় মামলাকারীর প্রশ্ন ছিল, 'মানুষ কি পুলিশ রাজ্যে বাস করছে?' এরপরই বিচারপতি কৌশিক চন্দের নির্দেশ, 'শাসনিক কার্যালয় নবান্ন ভবন ছাড়া আর কোন এলাকা সিকিউরিটি জোনের মধ্যে পড়ে তার নোটিফিকেশন দেখান। এটা দেখতে পেলে খুশি হব।' এর পাশাপাশি বিচারপতি এদিন এও জানতে চান, রাজ্যের প্রধান প্রশাসনিক কার্যালয় নবান্নের নিরাপত্তা নিয়ে হাইকোর্ট সচেতন হলেও রাজ্য নিজে সচেতন কি না তা নিয়েও। কারণ, নবান্নর নিরাপত্তা জোনের মধ্যে যে এলাকা নেই সেখানে পুলিশের পদক্ষেপ গ্রহণে এমন প্রশ্ন উঠেছে।

ভবিষ্যতে লন্ডনের থেকেও উন্নত হবে কলকাতা, আশাবাদী ফিরহাদ

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভবিষ্যতে কলকাতা লন্ডনের চেয়েও উন্নত হবে, মঙ্গলবার কলকাতা পুরসভার বাজেট অধিবেশনে এমনটাই দাবি করতে শোনা গেল কলকাতা পুরসভার মেয়র ফিরহাদ হাকিমকে। বাজেট অধিবেশনের শেষ দিনে তিনি তাঁর জবাবি ভাষণে বলেন, 'যাদবপুর থেকে টালিগঞ্জ জলের প্রকল্পের জন্য ৭০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।'

এর পাশাপাশি প্লাস্টিক রোড নিয়ে মেয়র বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গই প্রথম প্লাস্টিক রোড নির্মাণ শুরু করে, যা পরে অন্যান্য পুরসভাগুলিও গ্রহণ করেছে।' তাঁর কথায় উঠে আসে সাম্প্রতিক সময়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বেআইনি নির্মাণ। বাঘাযতীন-সহ শহরের নানা বাড়ি নিয়ে যখন উত্তাল পরিস্থিতি তখন মেয়রের দাবি, 'বেআইনি নির্মাণের ক্ষেত্রে পুরসভা কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। আজহাদ মোল্লা বাগানের ঘটনার পর এই বিষয়ে আরও সচেতন হওয়া হয়েছে। বর্তমানে ৫ হাজার নির্মাণ কাজের ওপর স্থগিতাদেশ জারি করা হয়েছে। ৫০০টিরও বেশি এফআইআর দায়ের করা হয়েছে এবং ১৫০টিরও বেশি বেআইনি নির্মাণ ভেঙে ফেলা হয়েছে।' এই প্রসঙ্গে ফিরহাদ এও জানান, ২০ হাজার আনঅ্যাসেস প্রপার্টিকে অ্যাসেসমেন্টের আওতায় আনার হচ্ছে বলে জানালেন। কলকাতার অভ্যন্তরে আলাদা কর আরোপ করা হবে না। অ্যাডেড এরিয়ার জন্যও একই কর ব্যবস্থা চালু থাকবে, যেখানে এতদিন নাগরিকদের দু'টি কর দিতে হত। এই নতুন কর ব্যবস্থার প্রস্তাব ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকারের কাছে পাঠানো হয়েছে। রাস্তা, জল ও শহরের পরিকাঠামোর পর উন্নত শহরের অন্যতম মূল ভিত্তি স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় রাজ্য সরকার কতোটা এগিয়ে সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন ফিরহাদ হাকিম। বলেন, 'কোভিড পরিস্থিতিতে যখন বেসরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রায় অচল হয়ে পড়েছিল, তখন একমাত্র কলকাতা পুরসভা ২৪ ঘণ্টা নাগরিকদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করেছে।'

টানা ঘেরাওয়ের পর মুক্ত যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: টানা ঘেরাওয়ের পর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের করা হল উপাচার্য-সহ অধ্যাপকদের। পড়ুয়াদের দাবির ভিত্তিতে মঙ্গলবার বিশ্ববিদ্যালয় এক্সামিনেশন কমিটির বৈঠক বসে। বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, যদি এরকম মার্কশিট ট্যাম্পারিং-এর অভিযোগ থাকে তাহলে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের তদন্ত করে দেখবে।

এদিকে ছাত্রদের তরফে দাবি ছিল যাতে স্কলারশিপ চালু থাকে। স্কলারশিপ চালু রাখার ব্যাপারে অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কিছু করণীয় নেই। একইসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে এও জানানো হয়, মার্কশিট নম্বর জাল করার মত ঘটনা থাকলে তা বিশ্ববিদ্যালয় এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল সিদ্ধান্ত নেবে। অর্থাৎ, বিশ্ববিদ্যালয়ের এই সিদ্ধান্ত থেকে এটা স্পষ্ট যে, এই বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় তার অনড় মনোভাবই বজায় রাখল। অভিযোগ, সরকারি স্কলারশিপ পাওয়ার জন্য দুর্নীতির আশ্রয় নিয়েছেন ইঞ্জিনিয়ারিং এর একাংশের পড়ুয়া! এমনই অভিযোগ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে। সোমবার সন্ধ্যার পর থেকেই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় অস্থায়ী উপাচার্যকে ঘেরাও করা হয়। ঘেরাও কর্মসূচিতে নামেন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ৪০ জনেরও বেশি পড়ুয়া। এদের বিরুদ্ধে গ্রেড কার্ড ট্যাম্পারিং-এর অভিযোগ উঠেছে।

মেট্রো রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার পি. উদয় কুমার রেড্ডি মঙ্গলবার অরেঞ্জ লাইনের নির্মাণাধীন জয় হিন্দ বিমানবন্দর স্টেশন পরিদর্শন করলেন। প্যাসেঞ্জার ইন্টারচেঞ্জিং পয়েন্ট, প্ল্যাটফর্ম লেভেল, কনকোর্স লেভেল এবং ওয়াক্যালেটর, টানেল ভেন্টিলেশন সিস্টেম-সহ এনভায়রনমেন্টাল কন্ট্রোল সিস্টেম ইত্যাদি পরিদর্শন করেন তিনি। এই পরিদর্শনে তাঁর সঙ্গে ছিলেন মেট্রো রেলের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারাও।

ঢাকুরিয়ার ছিনতাইয়ের ঘটনায় ধৃত ৩

নিজস্ব প্রতিবেদন: ঢাকুরিয়ায় প্রকাশ্যে ছিনতাইয়ের ঘটনায় তিন দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করল লালবাজার গোয়েন্দা শাখার পুলিশ। শনিবার বিকেলে ঝিল রোডের বাসিন্দা, ৬০ বছরের পিয়ালী দে রায় এক আত্মীয়ের বাড়ি থেকে হেঁটে নিজের বাড়িতে ফিরছিলেন, সেই সময় তিন দুষ্কৃতী বাইকে করে এসে তাঁর সামনে দাঁড়ায়। পিয়ালীর সঙ্গে কথা বলতে বলতে একটি ফ্ল্যাটের দিকে আঙুল দেখিয়ে কিছু জানতে চাওয়ার অছিলায় ছিনতাইকারীরা তাঁর গলা থেকে সোনার হার টান মারে। তাতেও কাজ না হওয়ায় দুষ্কৃতীদের একজন বাইক থেকে নেমে এসে ওই সোনার হার ছিনতাই করে পালিয়ে যায়।

অভিযোগ, যাওয়ার আগে তারা পিয়ালীকে শাসিয়ে যায় যে, ঘটনা নিয়ে হইচই করলে ফল ভাল হবে না। ভরা বিকেলে শহরের রাস্তায় এই ধরনের দুষ্কৃতী দৌরাত্ম্যে স্থানীয়দের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি হয়। আতঙ্কিত পিয়ালী এবং তাঁর স্বামী জানান, এই শহরে যেহেতু কোনও সুরক্ষা নেই, তাই বেঙ্গালুরুবাসী ছেলের কাছেই চলে যাওয়ার ভাবনাচিন্তা শুরু করেছেন তাঁরা। দুষ্কৃতীদের ধরতে প্রথমে অভিযোগ জানাতে না চাইলেও পরে গড়ফা থানায় অভিযোগ জানান তাঁরা। সেই মতো তদন্ত শুরু করে পুলিশ। অবশেষে পাকড়াও তিন দুষ্কৃতী। বস্তুত, চলতি মাসেই চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউয়ের একটি বাড়িতে ঢুকে শয্যাশায়ী গৃহকর্ত্রীকে অস্ত্র দেখিয়ে টাকা এবং সোনার গয়না লুট করার ঘটনা ঘটে। তার পরপরই দমদমে জানলার গ্রিল কেটে বাড়িতে ঢুকে বৃদ্ধা গৃহকর্ত্রীর মুখ চেপে অস্ত্র দেখিয়ে গয়না-টাকা লুট করে পালানোর অভিযোগ দায়ের হয়। সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ থেকে দমদম, ঢাকুরিয়ার মতো একের পর এক ঘটনায় যখন শহরবাসীর আতঙ্ক সপ্তমে, সেই আবহেই ঢাকুরিয়ায় ঝিল রোডে এই ছিনতাইয়ের ঘটনায় পুলিশের সাফল্যে সামান্য হলেও স্বস্তিতে কলকাতাবাসী।

বিয়ের রাতেই মৃত্যু, সারা রাত স্বামীর দেহ আগলে রইলেন স্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিয়ের রাতেই স্ত্রীর সঙ্গে বচসা। তারপর অস্বাভাবিক মৃত্যু স্বামীর। সারা রাত স্বামীর মৃতদেহ আগলে বসে রইলেন স্ত্রী। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে ঘোলা থানার নবপল্লি এলাকায়। জানা গিয়েছে, অনেকদিন ধরেই ঘোলার মহিষপোতার বাসিন্দা যুবক অভি দাসের সঙ্গে প্রণয়ের সম্পর্ক ছিল বিউটি রায়ের। জানা গিয়েছে, সোমবার বাড়ি থেকে পালিয়ে পরিবারের অমতে বিবাহ করেন অভি দাস ও বিউটি রায়। ওইদিন রাতে ঘোলার নবপল্লী এলাকায় এক বন্ধুর বাড়িতে বাড়ি ভাড়া নেয় নবদম্পতি। স্থানীয়দের বয়ান

অনুযায়ী, বিউটি নিজের বাড়িতে ফিরে যেতে চাইলে, তাতে আপত্তি জানায় অভি। তা নিয়ে নবদম্পতির মধ্যে গণ্ডগোল বাধে। এরপরই মৃত্যু হয় অভির। সংসার করার সমস্ত স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে যায় নববধূর। সারা রাত স্বামীর দেহ আগলে বসেছিলেন বিউটি। এমনকী সকালেও কাউকে কিছু জানাননি ওই নববধূ। মঙ্গলবার সকালে বাড়ির মালিক দেখেন ঘরের মধ্যে পড়ে রয়েছে অভির দেহ। আর দেহের পাশে এক কপাল সিঁদুর নিয়ে বসে রয়েছেন বনবধূ বিউটি। ঘটনার খবর চাউর হতেই ওই বাড়ির সামনে এলাকার মানুষজন জমায়েত হন। খ বর পেয়ে ঘোলা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠায়। সেইসঙ্গে পুলিশ নববধূ বিউটি রায়কে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। যদিও যুবকের মৃত্যুর কারণ নিয়ে ধোঁয়াশার সৃষ্টি হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলে ওই যুবকের মৃত্যুর কারণ জানা যাবে।

নৈহাটিতে ছাত্রকে বেদম প্রহার, অভিযুক্ত প্রধান শিক্ষক

নিজস্ব প্রতিবেদন: চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রকে বেদম প্রহার করার অভিযোগ উঠল স্কুলের প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে। নৈহাটির কৈবর্ত পাড়া রোডের গরিফার শিবনাথ স্মৃতি বিদ্যাপীঠের ঘটনা। আক্রান্ত পড়ুয়ার দাদা সঞ্জীব পাল জানান, কয়েকদিন আগে ভাই টিফিনের সময় দরজা বন্ধ করে খেলছিল। তাঁর অভিযোগ, ভাই দরজা না খোলায় প্রধান শিক্ষক ভাইকে এলোপাথাড়ি চড়, ঘুষি , লাথি মারার পাশাপাশি জুতো দিয়েও মারেন। শিক্ষকের মারে ভাইয়ের পিঠে রক্ত জমাট বেঁধে গিয়েছে। প্রধান শিক্ষকের শাস্তির দাবিতে আক্রান্ত পড়ুয়ার পরিবার নৈহাটি থানায় অভিযোগও দায়ের করেন। ঘটনাটি জানাজানি হতেই মঙ্গলবার একরাশ ক্ষোভ উগরে দিলেন অন্যান্য অভিভাবকরা। অভিভাবিকা অর্চনা মন্ডল ও স্মৃতিকণা দাস জানান, তাঁদের সন্তানরা এই স্কুলের ছাত্র। কিন্তু যেভাবে চতুর্থ শ্রেণীর এক ছাত্রকে পিটিয়েছেন প্রধান শিক্ষক। তা মেনে নেওয়া যায় না। এখন ভয়ে অন্যান্য বাচ্চারাও স্কুলে আসতে চাইছে না। তাই প্রধান শিক্ষককে অন্যত্র বদলি করা হোক। যদিও প্রধান শিক্ষক শ্রীপতি মন্ডল মারের কথা স্বীকার করে নিয়ে বলেন, এই ধরনের ঘটনায় তিনি নিজেকে লজ্জিত মনে করছেন এবং তিনি ক্ষমাপ্রার্থী।

হোটেলে উদ্ধার যুবকের দেহ, বেপাত্তা বান্ধবী

নিজস্ব প্রতিবেদন: ঘোলা থানার সোদপুর মুড়াগাছার কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ের ধারে একটি হোটেলের ঘর থেকে এক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। সোমবার বেলার দিকে ওই হোটেলের দ্বিতলের ৩০৪ নম্বর রুম থেকে মোহনপুর থানার ব্যারাকপুর চককাঠালিয়ার বাসিন্দা ৩৫ বছরের বাবলু মন্ডলের মৃতদেহ পুলিশ উদ্ধার করেছে। এমনকি যুবকের মৃতদেহের পাশ থেকে বেশ কিছু আপত্তিকর জিনিস পুলিশ উদ্ধার করেছে। যদিও মৃতের সঙ্গী তিতলি দে নামে এক তরুণী এখনও বেপাত্তা। হোটেল সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার বিকেল ৩-৪০ মিনিট নাগাদ হোটেলের ৩০৪ নম্বর রুমে বান্ধবীকে নিয়ে ঢোকে মৃত ওই যুবক। সন্ধের পর হোটেল ছেড়ে তাঁর বান্ধবী বেরিয়ে যায়। কিছুক্ষন বাদে তিনি ফিরে আসবেন বলেছিলেন। কিন্তু ওই বান্ধবী আর ফিরে আসেন নি। কিন্তু পরদিন সোমবার বেলায় রুম চেক করতে

গিয়ে দেখা যায় ওই যুবক অচৈতন্য অবস্থায় ওই যুবক লুটিয়ে পড়ে রয়েছে। তৎক্ষনাৎ তাঁকে পানিহাটি স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করে। মৃতের ছোট ভাই সীমান্ত মন্ডল জানান, টিটাগড়ের তালপুকুরে যাচ্ছি বলে রবিবার বিকেল তিনটে নাগাদ দাদা বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল। ওইদিন রাতে দাদা বাড়ি ফেরেনি। ফোন করলে দেখা যায় দাদার ফোন সুইচ অফ। সোমবার বেলার দিকে ফোন করলে ঘোলা থানার পুলিশ জানায়, হোটেল থেকে তাঁর দাদার মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। কিন্তু দাদার সঙ্গী তরুণীর কোনও খোঁজ নেই। তাঁরা নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি করছেন। অপরদিকে মৃতের বাবা সুকুমার মন্ডল জানান, পাড়ার ওই মেয়েটার সঙ্গে তাঁর ছেলের সম্পর্কের বিষয়ে তাঁরা কিছুই জানতেন না। এমনকি মেয়েটার বাড়ি এখন তালা বন্ধ। এখানে ওই মেয়েটি থাকতো না। গত কয়েকমাস ধরে মেয়েটি ওর মামার বাড়ি বেলঘড়িয়াতে থাকতো। সুকুমার বাবু ছেলের মৃত্যুর সুবিচার চান। যদিও ওই যুবকের মৃত্যুর কারণ নিয়ে ধোঁয়াশার সৃষ্টি হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলেই ওই যুবকের মৃত্যুর কারন জানা যাবে। তাছাড়া মৃত যুবকের বান্ধবীর খোঁজ চলছে।

সিপিআইএম রাজ্য কমিটির সম্পাদক পদে মহম্মদ সেলিম, ২৬'র লড়াইয়ের ডাক

নিজস্ব প্রতিবেদন: ডানকুনিতে হয়ে গেল সিপিএমে রাজ্য সম্মেলন। আলোচনা হল, দলের ভোট কৌশল, আলোচনা হল সংগঠনের পুনরুদ্ধার নিয়ে। সেই আলোচনার শেষ দিনেই হল নির্বাচন পর্ব। রাজ্য সম্মেলন থেকেই বাছাই করা হল রাজ্য সম্পাদকের মুখ। পাশাপাশি, গঠন হয়েছে ৮০ জন সদস্যের রাজ্য কমিটি। তাতে রয়েছেন অনেকেই, তবে বাদ পড়েছেন কেউ কেউ। কারণ, সিপিএমের অন্দরে বয়সজনীত সীমা নিয়ে বারংবার উঠেছে প্রশ্ন। জ্যোতি থেকে বুদ্ধ, শাসনকালের ৩৪ বছরে রাজ্য কমিটিতে বেশির ভাগ সময়ই দেখা গিয়েছে প্রৌঢ়দেরই। আর এখানেই বড় এক প্রশ্ন চিহ্ন তৈরি হয়েছে বয়স্কদের সব সময় ক্ষমতা তুলে দেওয়া নিয়ে। ২৭তম রাজ্য সম্মেলন থেকে সেই সমস্যার সমাধান হয়েছে এমনটা নয়। ফলে বয়সজনীত কারণে বাদ পড়েছেন কয়েকজন। তবে তরুণ প্রজন্মে নতুন অন্তর্ভুক্তি সেই হিসাবে নেই। যা ছিল তাই রয়েছে। এরই মাঝে সিপিআই(এম) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক নির্বাচিত হলেন মহম্মদ সেলিম। সিপিআই(এম)'র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ২৭তম সম্মেলন থেকে ৮০ জনের নতুন রাজ্য কমিটি সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিতও করা হয়। মঙ্গলবার রাজ্যে কমিটির প্রথম সভায় সভাপতিত্ব করেন সূর্য মিশ্র। ৮০ জনের কমিটিতে ১১ জন নতুন। মহিলা ১৪ জন। বিমান বসু, সূর্য মিশ্র, অমিয় পাত্র, রবীন দেব, জীবেশ সরকার এই পাঁচ প্রবীণ নেতা বিশেষ আমন্ত্রিত সদস্য। এদিনের এই তালিকায় যাঁকে নিয়ে জল্পনা ছিল সব থেকে বেশি, সেই সুশান্ত ঘোষের নাম খুঁজে পাওয়া গেল না সিপিএমের রাজ্য কমিটির সদস্য তালিকায়। কমিটি থেকে বাদ পড়লেন বাঁকুড়ার প্রবীণ নেতা অমিয় পাত্র। বয়সজনীত কারণে সরিয়ে দেওয়া হল রাজ্যসভা সাংসদ বিকাশ ভট্টাচার্যকেও। একই ভাবে বাদ পড়েছেন অমিয় পাত্র ও সুখেন্দু পানিগ্রাহী। উল্লেখ্য, আরজি কর-কাণ্ড পরবর্তী পরিস্থিতিতে কলতান দাশগুপ্তের 'কণ্ঠ' ঘিরে তৈরি হয়েছিল বিতর্ক। সেই বিতর্কেরই জের। গুঞ্জন থাকা সত্ত্বেও রাজ্য কমিটিতে জায়গা পেলেন না কলতান।

এদিন সম্মেলন মঞ্চ থেকে সব সর্বসম্মতিক্রমে পার্টি কংগ্রেসে ১৬০ জন প্রতিনিধি নির্বাচিত হন। বয়স, মহিলা, সামাজিক বিন্যাস, এলাকাগত বিন্যাস ইত্যাদি বিবেচনায় রেখে নতুন রাজ্য কমিটি গঠিত হয়েছে। এবারের রাজ্য কমিটিতে নতুন সদস্যের সংখ্যা ১১ জন। নতুন রাজ্য কমিটির সদস্যরা হলেন, মহম্মদ সেলিম, রামচন্দ্র ডোম, শ্রীদীপ ভট্টাচার্য, সুজন চক্রবর্তী, আভাস রায় চৌধুরি, সুমিত দে, শমীক লাহিড়ী, দেবলীনা হেমব্রম, অনাদি সাহু, কল্লোল মজুমদার, পলাশ দাশ, দেবব্রত ঘোষ, জিয়াউল আলম, দেবাশিস চক্রবর্তী, রমা বিশ্বাস, অম্বর মিত্র, সায়নদীপ মিত্র, পুলিন বিহারী বাস্কে, তাপস সিনহা, অতনু সাহা, সলিল আচার্য, নিরঞ্জন সিহি, অজিত পতি, সমন পাঠক, সোমনাথ ভট্টাচার্য, মৃণাল চক্রবর্তী, রুপা বাগচী, গৌরাঙ্গ চট্টোপাধ্যায়, দিলীপ ঘোষ, গার্গী চট্টোপাধ্যায়, মেঘলাল শেখ, রাহুল ঘোষ, অনন্ত রায়, আনোয়ার উল হক, নন্দলাল হাজরা, জামিল ফিরদৌস, তুষার ঘোষ, জামির মোল্লা, হিমাংশু দাস, অভয় মুখে াপাধ্যায়, প্রদীপ কুমার রায়, বিলাসীবালা সহিস, কণীনিকা ঘোষ, মধুজা সেনরায়, গৌতম ঘোষ, শ্যামলী প্রধান, সৈয়দ হোসেন, অলকেশ দাশ, পরেশ পাল, সর্বাণী প্রসাদ সাঁতরা, ময়ূখ বিশ্বাস, মীনাক্ষী মুখার্জি, সৃজন ভট্টাচার্য, প্রতীক উর রহমান, কিশোর দাস, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোদীপ ঘোষ, পার্থ মুখোপাধ্যায়, প্রদীপ কুমার সরকার, শেখ ইব্রাহিম আলি, আত্রেয়ী গুহ, ধ্রুবজ্যোতি সাহা, গীতা হাঁসদা, সুদীপ সেনগুপ্ত, নিরাপদ সর্দার, শেখ হাসিনা, উত্তম পাল, শতরূপ ঘোষ, ফৈয়াদ আহমেদ খান, সোমনাথ সিংহারায়, জাহানারা খান, ইন্দ্রজিৎ ঘোষ, রতন বাগচি, বিজয় পাল, পীযূষ মিশ্র, তীর্থঙ্কর রায়, শুকুল সিকদার, কেনিজ রবিউল ফতিমা(আলেয়া), গৌতম ঘোষ (দার্জিলিং), শান্তনু দে।

প্রকাশ্য সমাবেশ থেকে ২৬-এর লড়াইয়ের ডাক দেন সেলিম। মঙ্গলবার সিপিআই(এম)'র ২৭তম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্মেলনের প্রতিনিধি অধিবেশনের সমাপ্তির পর ডানকুনি ফুটবল ময়দানে প্রকাশ্য সমাবেশে বক্তব্য রাখতে দেখা গেল বাম নেতা মহম্মদ সেলিমকে। এদিনের মঞ্চ থেকে তিনি জানান, 'এই সমাবেশ প্রমাণ করছে সিপিআইএম ছিল আছে থাকবে। কিছু এনজিও, মিডিয়া ভেবেছিল আমাদের মুছে দেওয়া যাবে, কিন্তু না। শহিদের কলজের রক্ত দিয়ে লাল ঝান্ডা তৈরি হয়েছে। কৃষক, সংখ্যালঘু, সবার জন্য লড়াই করে সিপিআইএম তৈরি হয়েছে। আমরা মানুষকে নিয়ে লড়াই করি, তাদের থেকে রসদ জোগাড় করি। আমরা ইলেক্টোরাল বন্ড নিই না। মানুষের টাকায় পার্টি চালাই। ওরা বিভিন্ন সংস্থার থেকে টাকা নিয়েছে ভোটের সময় আর আমাদের তার ট্যাক্স দিতে হচ্ছে। আমরা মামলা করেছিলাম। অন্যদিকে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য চেয়েছিলেন রাজ্যের মানুষের মেধা দিয়ে রাজ্য গড়তে। বামফ্রন্টের সময় স্কুল হয়েছে, তৃণমূল স্কুল তুলে দিচ্ছে। বিজেপি বলছে বিকাশ, মোদি বলছে উন্নয়ন, একই কথা কিন্তু সাইন বোর্ড আলাদা।' এরপরই সিপিএমের রাজ্য কমিটির সম্পাদক তোলেন আরজি কর প্রসঙ্গও। বলেন, 'আরজি কর কাণ্ড দেখিয়ে দিয়েছে কলকাতা পুলিশ আর সিবিআইয়ের আসল চেহারা। দিল্লি থেকে কলকাতা প্রকৃত সত্য প্রকাশ করতে চায় না। আমরা বলছি সব প্রকাশ করতে হবে। চন্দননগরে একজন নারীর মৃত্যু হয়েছে। এই প্রসঙ্গে মুখ ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কিছু বলছে না।' সমাবেশ থেকে সিপিআইএম রাজ্য কমিটির সম্পাদক জানান, আগামী ২০ এপ্রিল ব্রিগেড সমাবেশ, গরিব মানুষের সমাবেশ হবে।

পানিহাটিতে যুবক খুনে অভিযুক্ত তৃণমূল কাউন্সিলরকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: চোর সন্দেহে যুবক পিটিয়ে খুনের ঘটনায় অভিযুক্ত তৃণমূল কাউন্সিলর-সহ পাঁচজনকে মঙ্গলবার যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দিল ব্যারাকপুর আদালত। প্রসঙ্গত, গত ২১ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার আদালতে হাজিরা দিতে আসতেই বিচারক তৃণমূল কাউন্সিলর তারক গুহ-সহ পাঁচজনকে গ্রেপ্তারের নির্দেশ দিয়েছিলেন। ওইদিন ধৃত পাঁচজনকে দোষী সাব্যস্ত করেছিল ব্যারাকপুর আদালতের বিচারক। এদিন পাঁচজনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দেন বিচারক। পাশাপাশি দশ হাজার টাকা করে জরিমানা অনাদায়ে আরও ছয় মাস কারাবাসের আদেশ দিয়েছে আদালত। আদালতের রায় ঘোষণার পর পশ্চিম পানিহাটি শহর তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি প্রবীর ভট্টাচার্য বলেন, আইন আইনের পথে চলবে। তৃণমূল কাউন্সিলর এবং তাঁর পরিবারের পাশে তারা আছেন। তাছাড়া আদালতের রায়ের কপি হাতে পাবার পর তাঁরা পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেবেন। প্রসঙ্গত, পানিহাটি পুরসভার ১১ নম্বর ওয়ার্ডের গান্ধীনগর এলাকায় ২০১৪ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর দুর্গা পুজোর সময় মন্দির থেকে দশ হাজার টাকা খোয়া গিয়েছিল। চোর সন্দেহে স্থানীয় যুবক মাছ ব্যবসায়ী শম্ভু চক্রবর্তীকে পিটিয়ে খুন করার অভিযোগ উঠেছিল স্থানীয় কাউন্সিলর তারক গুহ এবং তাঁর ভাই নেপাল গুহ-সহ বেশ কয়েকজনের বিরুদ্ধে। গত শুক্রবার তৃণমূল কাউন্সিলর-সহ পাঁচজনকে দোষী সাব্যস্ত করে ব্যারাকপুর আদালতের বিচারক। মঙ্গলবার অভিযুক্ত পাঁচজনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দেন ব্যারাকপুর আদালতের বিচারক। এই রায় নিয়ে খুশি নন আসামীদের পক্ষের আইনজীবী রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, এটা সঠিক রায় নয়। এই রায়ের বিরুদ্ধে তাঁরা উচ্চ আদালতে যাবেন।

সম্পাদকীয়

কুক্ষিগত রাখার নীতির জন্যই সমস্যা গভীর

রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবার বেহাল দশা আজ বহুচর্চিত। এটি সর্বজনবিদিত যে আর জি করের নৃশংস হত্যাকাণ্ড এবং জাল স্যালাইন কাণ্ডে প্রসূতির মৃত্যুর জন্য দায়ী স্বাস্থ্য দফতরের দুর্নীতি। এই অবাঞ্ছিত ঘটনা, এক জন দক্ষ স্বাধীন স্থায়ী মন্ত্রী থাকলে হয়তো ঘটত না। এই দফতরের নানা দুর্নীতি, মুখ্যমন্ত্রীর অজানা থাকার কথা নয়। আর জি করের জনৈক ডাক্তার এই দফতরের স্তরে স্তরে কী ভাবে দুর্নীতি হচ্ছে, কারা যুক্ত, লিখিত ভাবে মুখ্যমন্ত্রী-সহ সংশ্লিষ্ট দফতরগুলিতে জানিয়েছিলেন বলে শোনা যায়। কিন্তু কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি। পরিণতিতে তাঁকে দূরে বদলি করা হয়েছিল। অভিযুক্ত সন্দীপ ঘোষ ইস্তফা দিতে চেয়েছিলেন, মুখ্যমন্ত্রীই তাঁকে অন্যত্র পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এখন তিনি জেলে। অভিযুক্ত স্বাস্থ্য সচিবকে বসিয়ে রাখার পিছনে কোন স্বার্থ থাকতে পারে? মুখ্যমন্ত্রী নিজে বলেন, কাটমানি তোলাবাজি চলবে না, আর কত কত তোমরা খাবে? অথচ, অভিযোগ শুনতে তিনি পছন্দ করেন না। যে ভাবে তিনি সভা সমিতিতে চমকান-ধমকান, তাতে ইচ্ছা থাকলেও কেউ এগিয়ে আসেন না। যে ক'জন আছেন তাঁরা নেত্রীর গুণগান করে সমস্যা আড়াল করতে সিদ্ধহস্ত। বামফ্রন্ট শঙ্কর সেনের হাতে দায়িত্ব তুলে দিয়ে কী ভাবে বিদ্যুৎ সঙ্কট সমাধান করেছিল। ওই সময়ে পঞ্চায়েত পরিচালনায় ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের উদ্যোগ ছিল একটা ইতিহাস। কিন্তু তৃণমূল দলের এক জনই সব। এই কুক্ষিগত রাখার নীতির জন্যই সমস্যা গভীর হতে বাধ্য।

শব্দবাণ-২০৩

■	■	১			২	■
৩			■	■		■
	■		■	৪		৫
	■	■	■	■	■	
৬	৭		■	৮	■	
■		■	■	৯		
■	১০				■	■

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. কবিগানের কবিতারচনাকারী ৩. খাদ্যদ্রব্য ৪. বিখ্যাত সংস্কৃত ব্যাকরণবিশেষ ৬. উপযুক্ততা ৯. অব্দ, সন ১০. অত্যন্ত চঞ্চল।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. দিঘি, হ্রদ ২. স্ফূর্তিবাজ ৩. ডাকবাংলোর ভৃত্য ৫. লেখ ৭. রদ,বাতিল ৮. দু'গুনো।

সমাধান: শব্দবাণ-২০২

পাশাপাশি: ২. চন্দ্রমল্লিকা ৫. নই ৬. শের ৭. বেদে ৮. লেখ ১০. রবিতনয়া।

উপর-নীচ: ১. বল্লি ২. চন্দ্রশেখর ৩. মর্ষ ৪. কানদেওয়া ৯. ভাত ১১. বি ই।

জন্মদিন

আজকের দিন

লীলা মজুমদার

১৯০৮ বিশিষ্ট শিশু সাহিত্যিক লীলা মজুমদারের জন্মদিন।
১৯২২ বিশ্বের চলচ্চিত্রাভিনেতা মনমোহন কৃষ্ণার জন্মদিন।
১৯৯৪ বিশিষ্ট কুস্তিগীর বজরং পুনিয়ার জন্মদিন।

শিবরাত্রি মোটেও মেয়েলি ব্রত নয়

সিদ্ধার্থ সিংহ

পার্বতী একবার মহাদেবকে বলেছিলেন, প্রভু, এমন এক সহজ*ব্রত*বলে দিন, যা সকলেই পালন করে পাপমুক্ত হতে পারে। মহাদেব বললেন, 'ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী তিথিতে যে ভয়ানক অন্ধকার রাত্রি হয়, সেটাই*শিবরাত্রি। এই*শিবরাত্রিতে যে উপবাস করে, আমি তার উপর খুব সন্তুষ্ট হই।*শিবরাত্রিতে চার প্রহরে চারটি গঙ্গামাটির শিব গড়ে পুজো করলে... ওই দিন রাত্রি জাগলে...' পুজোর উপকরণও আহামরি কিছু*নয়, বেলপাতা আর গঙ্গাজলই যথেষ্ট। জটিল মন্ত্রতন্ত্রও কিছু নেই, দীর্ঘ প্রস্তুতিরও প্রয়োজন নেই। এটা করতে পারলেই... খুব সহজেই সবাই পাপমুক্ত হবে।

ব্রতকথা অনুযায়ী, শিবরাত্রি ব্রতের ব্যাখ্যা এ ভাবেই করেছিলেন মহাদেব স্বয়ং। এই*ব্রত*পালন করলে নাকি মেয়েদের সব কামনা বাসনা পূর্ণ হয়। মানে মেয়েরা যা চায়, যেমন; ভাল স্বামী, সুন্দর পুত্র, বৈধব্য খণ্ডন ও সাংসারিক মঙ্গল।

মধ্যযুগের যে সমাজে এই*ব্রতের প্রচলন হয়, সেখানে মেয়েদের; তা সে কুমারী, সধবা বা বিধবা যাই হোক না কেন, সব ধরনের এবং সব বয়সের মহিলারাই এই পুজো করতেন।

অনেকেই মনে করেন শিবরাত্রি শুধু মেয়েদের জন্য। আদতে*মোটেও*তা*নয়। ছেলেরাও*শিবরাত্রি*করতে পারেন। করেনও। আসলে হিসাব মতো প্রথম শিবরাত্রি কিন্তু একজন পুরুষই করেছিলেন। সে গল্পও শুনিয়েছেন স্বয়ং শিবই।

শিবমহাপুরাণ অনুসারে, অতি প্রাচীনকালে বারাণসী তথা কাশীধামে এক নিষ্ঠুর ব্যাধ বাস করতেন। যাঁর ধর্মকর্মের কোনও বালাই ছিল না। পশুহত্যাই ছিল তাঁর টিকে থাকার একমাত্র অবলম্বন। একদিন শিকারে বেরিয়ে জঙ্গলে পথ হারিয়ে ফেলেন তিনি। সন্ধ্যা নেমে আসে। তখন তিনি হিংস্র জন্তু-জানোয়ারের কবলে পড়ার ভয়ে একটি গাছের উপরে আশ্রয় নেন।

সে দিন খাওয়ার মতো কোনও শিকার না পেয়ে প্রচণ্ড হতাশ হয়ে অতশত না ভেবেই আনমনে গাছ থেকে একটা একটা করে পাতা ছিঁড়ে তিনি নীচে ফেলতে থাকেন। সেই গাছটি ছিল বেলগাছ। আর সেই বেলগাছের নীচেই ছিল একটি শিবলিঙ্গ। সে দিন ছিল শিবচতুর্দশী অর্থাৎ মহাশিবরাত্রি। আর ব্যাধও ছিল উপবাসী। তাঁর ফেলা বেলপাতাগুলো টুপটাপ করে শিবলিঙ্গের মাথায় পড়েছিল।

পর দিন ব্যাধ বাড়ি ফিরে এসে দেখেন তাঁর বাড়িতে এক অতিথি এসেছেন। তখন তিনি নিজে না খেয়ে তাঁর খাবারটা তিনি অতিথিকে দিয়ে দেন। ফলে মন্ত্রোচারণ না করলেও, ব্রত পালনটা কিন্তু না জেনেই তিনি ঠিকঠাক মতোই সম্পন্ন করেছিলেন। পরে ব্যাধ মারা যাওয়ার পর শিবদূত আর যমদূতদের মধ্যে তাঁকে নিয়ে যাওয়ার জন্য ধুন্ধুমার কাণ্ড শুরু হয়ে যায়।

শেষে শিবের দূতেরাই জয়ী হন। আর হেরে গিয়ে যমরাজও স্বীকার করে নেন যে, এর পর থেকে কেউ শিবচতুর্দশী পালন করলে তাঁর উপরে যমের আর কোনও অধিকার থাকবে না। এই কথা জানাজানি হওয়ার পরেই মর্ত্যলোকে শিবচতুর্দশী*ব্রত*পালন করার ধুম পড়ে যায়। কিন্তু কবে থেকে শুরু হল শিবের এই রমরমা? ইতিহাস ঘাটলে দেখা যাবে, বাংলা যেহেতু বৈদিক-ব্রাহ্মণ্য পরিমণ্ডলের বাইরের দেশ ছিল। ফলে পালযুগের বাংলায় বৌদ্ধদের রমরমা, এমনকী বৌদ্ধ তন্ত্রেরও পীঠস্থান হয়ে উঠেছিল এই পূর্ব ভারত।

তবে এরই মধ্যে পাল আমলের শেষ দিক থেকে সেন আমল জুড়ে ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীদের জন্য রাজা এবং অভিজাতদের বিপুল পৃষ্ঠপোষকতাও নজরে পড়ে। পরে সুলতানি শাসনের ধাক্কায় অনেক দিনের নিস্তব্ধতা।

মধ্যযুগের শেষ পর্ব থেকে এক দিকে চৈতন্য-প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্ম, অন্য দিকে আধা-ব্রাহ্মণ্য আধা-লৌকিক শৈবধর্ম যে ভাবে সারা বাংলা জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে, তাতে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, এ জমি 'অন্য' মতবাদের জন্য কতটা ঊর্বর ছিল!

এ ব্যাপারে অন্য সব দেবদেবীকে দারুণ ভাবে টেক্কা দিয়েছেন শিব। তিনি তো বৈদিক দেবতা নন, ঋগ্বেদে 'রুদ্র' ভয়ংকর দেবতা, কিন্তু শিবের কোনও উল্লেখ নেই, বরং সেখানে 'লিঙ্গপূজক' বিরোধী মনোভাবই নজরে পড়ে।

ক্রমে শ্মশানবাসী শিব হিন্দু ধর্মের তিন প্রধান দেবতার অন্যতম হয়ে উঠলেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু,*মহেশ্বরকে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের দেবতা বলে সাধারণ ভাবে চিহ্নিত করা হলেও, শিবভক্তরা কিন্তু শিবকেই সব কিছুর স্রষ্টা ও সংহার কর্তা বলে প্রচার করতে শুরু করলেন।

তাই পৌরাণিক নানা কাহিনিতে ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর থেকে শিবের শ্রেষ্ঠত্ব বারবার প্রমাণ করা হয়েছে। সব থেকে বেশি পরিচিত বোধহয় সেই স্তম্ভরূপী শিবের গল্প, যেখানে হাঁসের রূপ নিয়ে ব্রহ্মা সেই স্তম্ভের শীর্ষ, মানে শিবের মাথার জটা আর বরাহের রূপ নিয়ে বিষ্ণু তার তলদেশ, মানে পায়ের পাতা নির্ণয়ের আপ্রাণ চেষ্টা করে বিফল হয়েও ব্রহ্মা নিজেকে জাহির করার জন্য মিথ্যে করে বলেন, তিনি শীর্ষদেশ দেখতে পেয়েছেন। শিব তখন তাঁর চালাকি ধরতে পেরে তাঁকে অভিশাপ দেন; এই মিথ্যে বলার জন্য ভারতবর্ষে আর কখনও ব্রহ্মার পুজো হবে না। তখন নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে অভিশাপের হাত থেকে বাঁচার জন্য ব্রহ্মা এবং বিষ্ণু দুজনেই শিবকে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা হিসেবে মেনে নেন।

শিবের লিঙ্গ পুজো প্রচলনের গল্প আছে 'কূর্মপুরাণ'-এ। দেবদারু বনে তপস্যা করতে থাকা মুনিঋষিরা ছদ্মবেশী শিব আর বিষ্ণুকে চিনতে পারেননি। নানা ঘটনার পর প্রকৃত রূপ দেখে তাঁরা দুই দেবতার বন্দনা শুরু করেন এবং সে দিন থেকেই লিঙ্গপূজার প্রচলন হয়। ব্রাহ্মণ্য পরিমণ্ডলে নিজের জায়গা করে নিতে ভূতপ্রেত নিয়ে দক্ষযজ্ঞ পণ্ড করতে হয়েছিল শিবকে, নাচতে হয়েছিল প্রলয়নাচন। কিন্তু সব কিছু সত্ত্বেও শিবের মধ্যে সেই দ্বৈত সত্তাই থেকে গিয়েছে; এক দিকে তিনি শ্মশানের দেবতা, ভূতপ্রেত তাঁর অনুচর, কাপালিকরা তাঁর সাধক; অন্য দিকে তিনি কৈলাসে পার্বতী কার্তিক গণেশকে নিয়ে ঘোর সংসারী। আর এই সংসারী, সহজে সন্তুষ্ট, আলাভোলা শিবকে কাছের করে নিতে মধ্যযুগের বাঙালির কোনও অসুবিধেই হয়নি।

শিবকে ঘরের লোক বানিয়ে নেওয়ার খুব প্রয়োজন ছিল, জমিও তৈরি ছিল। শেষ দিকের পালরাজাদের লিপি থেকে বেশ কিছু শিবমন্দির তৈরির কথা জানা যায়। প্রাচীন পাশুপত সম্প্রদায়ের শৈবদের জন্য রাজানুগ্রহের কথাও আছে সেখানে। সুন্দরবনে জটার দেউল, বর্ধমানের রাঢ়েশ্বর, বাঁকুড়ার এক্তেশ্বর ষাঁড়েশ্বর শৈলেশ্বর-এর মতো আটশো-হাজার বছরের শিবমন্দির টিকে আছে এখনও।

পাল-সেন যুগের বাংলায় শিবের যে সব মূর্তির সন্ধান পাওয়া গিয়েছে, তার মধ্যে লিঙ্গমূর্তি বাদ দিলে শিব-পার্বতীর মূর্তি, বিশেষত উমা-মহেশ্বরের সংখ্যা খুবই বেশি। অর্থাৎ বাঙালি মননে একক শিব নয়, হরগৌরীর কল্পনাই প্রাধান্য পেয়েছে বেশি।

শিব ও শক্তির এই সব যুগ্মমূর্তির পিছনে সে কালের তন্ত্রচর্চার প্রভাব দেখেছেন কেউ কেউ। সে যাই হোক, শিব ও পার্বতীর পারিবারিক রূপ যে ভাবে পরে বাঙালির সমাজ সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে উঠল, তার সূত্র কিছুটা হলেও যে এর মধ্যে থেকে গিয়েছে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

তেরো শতক থেকে পরিস্থিতি আমূল বদলে গেল। মুসলিম শাসন কায়েম হওয়ার পরে প্রথম কয়েক শতক বিশাল মন্দির তৈরি তো দূরের কথা, বড় আকারের পাথরের মূর্তি তৈরির কথাও কেউ কল্পনা করতে পারতেন না। বরং আক্রমণের ভয়ে পুকুরে ফেলে দেওয়া হল আশপাশের যাবতীয় দেবদেবীর মূর্তি। কিছু পুঁতে ফেলা হল মাটির নীচে। পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হওয়ার পরে সমাজকে আবার ব্রাহ্মণ্য ভাবধারায় ফিরিয়ে আনার চেষ্টা শুরু হল। দেখা গেল, দিনকাল বদলে গিয়েছে। যে বিষ্ণু বা সূর্যের মূর্তি এক সময় বাংলার সর্বত্র দেখা যেত এবং মহা ধুমধাম করে পূজিত হত, সেই দেবতাদের পুজো কমতে কমতে একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে।

মুঘল আমলে এক দিকে চৈতন্যের বৈষ্ণবধর্ম যেমন বিষ্ণুপুরের মল্লরাজাদের আনুকূল্য নিয়ে সবাইকে টানল, তেমনই শিবের মাহাত্ম্য সবার মন জয় করে নিল। বাংলার প্রতি গ্রামে গড়ে উঠল ছোটবড় নানান মাপের কারুকার্যখচিত চোখ-ধাঁধানো শিবমন্দির। ঘটা করে পুজো হতে লাগল লিঙ্গমূর্তিতেও। দ্বাদশ শিব, ১০৮ শিবমন্দির তৈরি করে অভিজাতরাও পুণ্যের ভাগ নিতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

যখন রাজা-উজির এবং সমাজের উচ্চবিত্ত অভিজাত সম্প্রদায় এবং বিশিষ্টজনেরা কোনও পুজো নিয়ে মেতে ওঠেন তখন সেই পুজো হতদরিদ্রদের ঘরেও শুরু হয়ে যায়।

এই মহাশিবরাত্রি*ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণ পক্ষের চতুর্দশী তিথিতে পালিত হয়। এটা হল হিন্দুধর্মের সর্বোচ্চ আরাধ্য দেবাদিদেব মহাদেব 'শিবের মহা রাত্রি'। এটি হিন্দু শৈব সম্প্রদায়ের কাছে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান। অন্ধকার আর অজ্ঞতা দূর করার জন্য এই*ব্রত*পালন করা হয়। অগণিত ভক্ত এই দিন শিবলিঙ্গে গঙ্গাজল, দুধ, বেলপাতা, ফুল দিয়ে পুজো করেন।*

সব*ব্রতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হল এই মহাশিবরাত্রি।*ব্রতের আগের দিন ভক্তগণ নিরামিষ খাবার খান। রাতে বিছানায় না শুয়ে মাটিতে শোন।*ব্রতের দিন তাঁরা উপবাসী থাকেন। তার পর রাত্রিবেলা চার প্রহরে শিবলিঙ্গকে দুধ, দই, ঘি, মধু ও গঙ্গাজল দিয়ে স্নান করান।

বেলপাতা, নীলকণ্ঠ ফুল, ধুতুরা, আকন্দ, অপরাজিতার মতো ফুল দিয়ে এই পুজো করা হয়। আর জপ করা হয় মহামন্ত্র--- 'ওঁ নমঃ শিবায়'। সে দিন রাত্রে ভক্তেরা না ঘুমিয়ে শিবের*ব্রতকথা পাঠ করেন এবং মন্ত্র আরাধণা করেন।

মহাশিবরাত্রি*অনুষ্ঠানে ভারতবর্ষের বারোটি জ্যোতির্লিঙ্গ তথা সোমনাথ, মল্লিকার্জুন, মহাকালেশ্বর, ওঁকারেশ্বর, কেদারনাথ, ভীমশঙ্কর, বিশ্বেশ্বর, ত্র্যয়ম্বকেশ্বর, বৈদ্যনাথ, নাগেশ্বর, রামেশ্বর ও ঘুশ্মেশ্বরে বহু মানুষের সমাগম ঘটে এবং সবার হাতে এই জ্যোতির্লিঙ্গের পুজো ও পবিত্র স্পর্শলাভ ঘটে।

এ দিন তান্ত্রিকেরাও সিদ্ধিলাভের জন্য বিশেষ সাধনা করেন। মহাশিবরাত্রি*সাধারণত ইংরাজি মাসের ফেব্রুয়ারি বা মার্চে হয়।

হিন্দু মহাপুরাণ তথা শিবমহাপুরাণ অনুসারে এই রাত্রেই শিব সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের মহা তাণ্ডব নৃত্য করেছিলেন। আবার এই রাত্রেই শিব ও পার্বতীর বিয়ে হয়েছিল। এর নিগূঢ় অর্থ হল, শিব ও শক্তি তথা পুরুষ ও আদিশক্তি বা পরাপ্রকৃতির মিলন। এই মহাশিবরাত্রিতে শিব তার প্রতীক লিঙ্গ তথা শিবলিঙ্গ রূপে প্রকাশিত হয়ে জীবের পাপনাশ ও মুক্তির পথ দেখিয়েছিলেন।

শিবপুজোর অন্যতম অঙ্গ শিবলিঙ্গকে স্নান করানোর জন্য মূলত গঙ্গাজল বা গঙ্গাজল মেশানো জল ব্যবহার করা হয়। আর শিবলিঙ্গের মাথায় দেওয়া হয় তিনটি পাতাযুক্ত যৌগিক বেলপাতা। তবে শিবের পুজোয় বেলপাতার প্রতিটি যৌগিক পত্রের নীচের বৃন্ত বা বোঁটার কাছের মোটা অংশটি অবশ্যই ভেঙে বাদ দিয়ে তবেই সেই বেলপাতা অর্পণ করা উচিত।

অত্যন্ত সহজে এবং খুবই সামান্য উপাচারে এই শিবরাত্রি*এবং *ব্রতকথার মাধ্যমে শিব খুব সহজেই চলে এলেন সাধারণ, অতি সাধারণ মানুষের ঘরের ভিতরে। কৃষিজীবী সমাজের প্রাত্যহিক যাপনেও মিশে গেল শিবের উৎসব; সারা বাংলা জুড়ে আজও চৈত্র-বৈশাখে 'গাজন' হয়, এই 'গাজন' নামটা নাকি এসেছে শিবের বিয়ের সেই লৌকিক উৎসবে আসা মানুষের গর্জন থেকে।

রাঢ় বাংলার সব থেকে বড় লোক-উৎসব গাজন, উত্তরবঙ্গে আবার এই গাজন উৎসবের নামই গম্ভীরা। গাজনের গানে লৌকিক শিবের কত না কীর্তিকলাপ; তার মধ্যে চাষবাস শুরুর গল্প বোধহয় সব থেকে বেশি আগ্রহ জাগায়। 'শিবায়ন' কাব্যেও আছে এমন গল্প। সেখানে উল্লেখ আছে, পার্বতীর পরামর্শে শিব চাষে মন দিলেন। কিন্তু জমি কই? তাই ইন্দ্রের কাছে শিব জমি চাইলেন। ইন্দ্র আদিগন্ত পতিত জমি দিলেন চাষের জন্য। যম দিলেন তাঁর মহিষ, শিবের ষাঁড় আর যমের মহিষ হাল চষবে। বিশ্বকর্মা চাষের যন্ত্রপাতির জোগান দিলেন, বীজ দিলেন কুবের। হাল চষার জন্য এলেন ভীম, দশমনি কাস্তে দিয়ে ফসলও কাটলেন। কিন্তু ধান হল মাত্র দু'হাল।

শিব রেগে গিয়ে বললেন, ধান পুড়িয়ে দাও। ভীম ধানে আগুন দিয়ে ফুঁ দিলেন; ধান পুড়তে লাগল, পুড়তেই লাগল। সেই পোড়া ধান থেকেই তৈরি হল নানা রঙের ধান। অর্থাৎ শিবরাত্রিতে শিবের মাথায় জল ঢেলে শুধু ভাল বর চাওয়াই নয়, শিবের কাছে মধ্যযুগ থেকে আজ পর্যন্ত শিবভক্তরা চেয়ে এসেছেন আরও অনেক কিছু। গবেষকদের মতে, বাংলায় এই শিবের সন্ধান পাওয়া যায় আরও অতীতে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের শিক্ষক রজত সান্যাল দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, চন্দ্রকেতুগড়, তিলপি, তমলুক, তিলদা, মঙ্গলকোট; বাংলার বিভিন্ন জায়গায় প্রাচীন প্রত্নস্থলে পাওয়া লিঙ্গবেষ্টনকারী বিচিত্র নারীমূর্তির ভাস্কর্যের দিকে। তাঁর কথায়, এখনও এগুলোর উপযুক্ত ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি। ব্যাখ্যা না পাওয়া গেলেও শৈব কাল্টের সঙ্গে এর যোগ কিন্তু অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই। এ নিয়ে নতুন করে ভাবার সময় হয়েছে।

মহা শিবরাত্রিতে শিব সাধনা

রূপম চক্রবর্ত্তী

শিব এক পরমসত্তা। তিনি মহাজাগতিক চৈতন্য বা পরা চৈতন্যের প্রতিভূ। শিবলিঙ্গের অবয়ব সে সত্তা-কে স্মরণ করে। যা সৃষ্টিরকাশে এক পরমপূজ্য মূর্তভাব-কে তুলে ধরে। শঙ্কর বা শিবের মূর্তিকল্পে যে যে বিষয়গুলির উপরে নজর দিতে হয় সেগুলি হল অর্ধচন্দ্র, যা মাথার জটার মধ্যে থাকে। এর অর্থ হল জ্ঞানের প্রতীক। হাতে থাকে ডমরু। এর অর্থ হল অদ্বৈত। গলায় থাকে সাপের কুন্ডল। এর মানে এটি হল কুলকুন্ডলিনীর প্রতীক। ত্রিশূল কখনও ত্রিগুণ, কখনও ত্রিকাল, কখনও বা সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের যে তিন তত্ত্ব আছে তাকে ব্যাখ্যা করে। গঙ্গা বিশুদ্ধতার প্রতীক। যা বিশুদ্ধ জ্ঞানকে সংযোগ করে। তৃতীয় নয়ন মানে হল ত্রিকাল দর্শন।

বৈদিক যুগে প্রকৃতির শান্ত স্বরূপ থেকে কল্যাণময় যে চিন্তার জন্ম, সেই চিন্তা থেকেই মঙ্গলময় চেতনার প্রতীক শিবের জন্ম। সংহারের দেবতা রুদ্র ও মঙ্গলময় শিব মিলেমিশে রয়েছেন মানুষের ধর্মবিশ্বাসে একীভূত হয়ে। পৌরাণিক আমল থেকেই শিবের মূর্তির পাশাপাশি তাঁর প্রতীক লিঙ্গের উপাসনাও শুরু হয়।

শিবচতুর্দশী তিথির মাহাত্ম্য বিষয়ক জনপ্রিয় একটা কাহিনী আমরা কম বেশি জানি। একদা সর্বগুণযুক্ত বারাণসী পুরীতে ভয়ঙ্কর এক ব্যাধ বাস করতেন। বেঁটে-খাটো ছিল তার চেহারা, আর তার গায়ের রং ছিল কালো। চোখ আর চুলের রং ছিল কটা। নিষ্ঠুর ছিল তার আচরণ। ফাঁদ জাল, দড়ির ফাঁস এবং প্রাণী হত্যার নানা রকম হাতিয়ারে পরিপূর্ণ ছিল তার বাড়ি। একদিন তিনি বনে গিয়ে অনেক পশু হত্যা করলেন। তারপর নিহত পশুদের মাংসভার নিয়ে নিজের বাড়ির দিকে রওনা হলেন। পথে শ্রান্ত হয়ে তিনি বনের মধ্যে বিশ্রামের জন্য একটি বৃক্ষমূলে শয়ন করলেন এবং একটু পরেই নিদ্রিত হলেন। সূর্য অস্ত গেল। এল ভয়ঙ্কর রাত্রি। ব্যাধ জেগে উঠলেন। ঘোর অন্ধকারে কোন কিছুই কারও দৃষ্টিগোচর হল না। অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে তিনি একটি শ্রীফলবৃক্ষ অর্থাৎ বিল্ববৃক্ষ পেল। সেই বিল্ববৃক্ষে সে লতা দিয়ে তার মাংসভার বেঁধে রাখল। বৃক্ষতলে হিংস্র জন্তুর ভয় আছে। এই ভেবে তিনি নিজেও ঐ বিল্ববৃক্ষে উঠে পড়লেন। শীতে ও ক্ষুধায় তার শরীর কাপঁতে লাগল। এভাবে তিনি শিশিরে ভিজেই জেগে কাটালেন সারা রাত। দৈববশত সেই বিল্ববৃক্ষমূলে ছিল শিবের এতটি প্রতীক। তিথিটি ছিল শিবচতুর্দশী। আর ব্যাধও সেই রাত্রি কাটিয়েছিলেন উপবাসে। তার শরীর থেকে শিব প্রতীকের ওপর হিম বা শিশির ঝরে পড়েছিল। তার শরীরের ঝাঁকুনিতে বিল্বপত্র পড়েছিল সেই প্রতীকের ওপর। এভাবে উপবাসে বিল্বপত্র প্রদানে এবং শিশিরস্নানে নিজের অজান্তেই ব্যাধ শিবরাত্রিব্রত করে ফেললেন। পরদিন উজ্জল প্রভাতে ব্যাধ নিজের বাড়িতে চলে গেলেন।

কালক্রমে ব্যাধের আয়ু শেষ হল। যমদূত তার আত্মাকে নিতে এসে তাকে যথারীতি যমপাশে বেঁধে ফেলতে উদ্যত হলেন। অন্যদিকে শিবের প্রেরিত দূত ব্যাধকে শিবলোকে নিয়ে এলেন। আর দূতের দ্বারা আহত হয়ে যমদূত যমরাজকে নিয়ে শিবলোকে উপস্থিত হলেন। দ্বারে শিবের অনুচর নন্দীকে দেখে যম তাকে সব ঘটনা বললেন। যম জানালেন এই ব্যাধ সারা জীবন ধরে কুকর্ম করেছেন। তাঁর কথা শুনে নন্দী বললেন, ধর্মরাজ, এতে কোন সন্দেহই নেই যে ঐ ব্যাধ দুরাত্মা। সে সারা জীবন অবশ্যই পাপ করেছে। কিন্তু শিবরাত্রি ব্রতের কারণে ব্যাধ পাপমুক্ত হয়েছে এবং সর্বেশ্বর শিবের কৃপা লাভ করে শিবলোকে এসেছে। নন্দীর কথা শুনে বিস্মিত হলেন ধর্মরাজ। তিনি শিবের মাহাত্ম্যর কথা ভাবতে ভাবতে যমপুরীতে চলে গেলেন।

মহাশিবরাত্রি হল সেই মহারাত্রি যা শিব উপাসনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। এই উৎসব শিবের দৈব অবতারের একটি শুভ উৎসব। নিরাকার থেকে আকারে তাঁর অবতারের রাতকে বলা হয় মহাশিবরাত্রি। তিনি আমাদেরকে কাম, ক্রোধ, লোভ, আসক্তি, হিংসা ইত্যাদি থেকে মুক্ত করেন এবং পরম সুখ, শান্তি ও ঐশ্বর্য দান করেন। সিদ্ধি, ধুতরো, আকন্দ, দুধ, দই, মধু, গঙ্গাজল নিবেদন করে শিব পুজো করা হয়ে থাকে। শাস্ত্র মতে এই তিথিতে ৪ প্রহরে শিব পুজোর বিশেষ মাহাত্ম্য রয়েছে। শাস্ত্র মতে চার প্রহরে শিব পুজো করলে ব্যক্তি সমস্ত পাপ থেকে মুক্তি পায়। এই মহাশিবরাত্রিতে শিব তার প্রতীক লিঙ্গ তথা শিবলিঙ্গ রূপে প্রকাশিত হয়ে জীবের পাপনাশ ও মুক্তির পথ দেখিয়েছিলেন। এই দিনে, ভক্তরা একটি দিনব্যাপী উপবাস পালন করে এবং বিশ্বজুড়ে শিব মন্দিরগুলিতে পূজা করা হয়। ভক্তরা সাধারণত শিবলিঙ্গে দুধ নিবেদন করে এবং মোক্ষ প্রার্থনা করেন।

যেদিন শিবরাত্রি সেদিন পৃথিবীর কোটি কোটি সনাতনী সম্প্রদায়ের ভক্ত সজ্জন শিব লিঙ্গে স্নান করিয়ে, সারাদিন নির্জলা উপবাস থেকে প্রার্থনা করবেন। যে শিব লিঙ্গ স্নান করাব তাঁর সম্পর্কে একটু জানা প্রয়োজন। লিঙ্গ শব্দের আমরা শুধু একটি অর্থ জানি তা হলো জননেন্দ্রিয় এবং ব্যকরণগত অর্থ হলো পুংস্তত্ব বা স্ত্রীত্ব জ্ঞাপক অর্থ। লিঙ্গ; শব্দের অর্থ হলো ক্ষ্মপ্রতীকক্ষ্ম বা চিহ্ন। লিঙ্গ শব্দের যে আরো অর্থ হতে পারে তার কোন চিন্তা আমরা করি না। লিঙ্গ শব্দের প্রকৃত অর্থ কি? সংস্কৃত , লিঙ্গ; শব্দের অর্থ হলো ক্ষ্মপ্রতীকক্ষ্ম বা চিহ্ন। লিঙ্গ অর্থে অনেকে ভুল করে পুরুষের জনেন্দ্রিয় বুঝিয়ে থাকেন। ছোট বেলায় আমরা বাংলা ব্যাকরণে পড়েছিলাম পুং লিঙ্গ ও স্ত্রী লিঙ্গ এর কি হবে। আসলে যে চিহ্ন দ্বারা পুরুষ ও স্ত্রী রুপে সনাক্ত করা যায় তাই লিঙ্গ। যেহেতু হিন্দুধর্মের মতে, জগতের সৃষ্টি, রক্ষা ও ধ্বংস একই ঈশ্বরের দ্বারা সম্পন্ন হয়, সেই হেতু শিবলিঙ্গ স্বয়ং ঈশ্বরের প্রতীক রূপে পরিগণিত হয়। শিবলিঙ্গ শিবের আদি-অন্তহীন সত্ত্বার প্রতীক এক আদি ও অন্তহীন স্তম্ভের রূপবিশেষ। শিবলিঙ্গ ৩টি অংশ নিয়ে গঠিত, সবার নিচের অংশকে বলা হয় ব্রহ্ম পিঠ, মাঝখানের অংশ বিষ্ণুপিঠ এবং সবার উপরের অংশ শিব পিঠ। লিঙ্গপুরাণ মতে, ত্তলিঙ্গের বিভিন্ন ভাগ রয়েছে। লিঙ্গের মূলে বাস করেন ব্রহ্মা, মধ্যে বিষ্ণু ও উপরে ওঙ্কাররূপী মহাদেব রুদ্র। ত্রিগুণাত্মিকা মহাদেবী হলেন লিঙ্গবেদি। যে ব্যক্তি বেদি সমেত লিঙ্গ পূজা করে, তার সর্ব দেবদেবীর পূজা ফল লাভ হয়।

শিবলিঙ্গ ৩টি অংশ নিয়ে গঠিত, সবার নিচের অংশকে বলা হয় ব্রহ্ম পিঠ, মাঝখানের অংশ বিষ্ণুপিঠ এবং সবার উপরের অংশ শিব পিঠ। নৃতত্ত্বারোপিত মূর্তি ব্যতিরেকেও শিবলিঙ্গ আকারে শিবের পূজাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়। শিব শব্দের অর্থ মঙ্গলময় এবং লিঙ্গ শব্দের অর্থ প্রতীক; এই কারণে শিবলিঙ্গ শব্দটির অর্থ সর্বমঙ্গলময় বিশ্ববিধাতার প্রতীক। লিঙ্গ শব্দের আরেকটি অর্থ হলো সূক্ষ দেহ। এই দেহটিতে যুক্ত আছে পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়,৫টি কর্মেন্দ্রিয় এবং ৫ টি প্রাণ অপান বায়ু ,মন ও বুদ্ধি-মোট ১৭ টি অবয়ব যুক্ত দেহ। সকল সৃষ্টিরই সূক্ষ শরীর আছে। আমাদের যখন মৃত্যু হয় তখন জীবাত্মা সূক্ষ শরীরে বিচরণ করেন এবং পুনরায় দেহ ধারণ করেন।

১৯০০ সালে প্যারিস ধর্মীয় ইতিহাস কংগ্রেসে রামকৃষ্ণ পরমহংসের শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ বলেন, শিবলিঙ্গ ধারণাটি এসেছে অথর্ববেদ সংহিতা গ্রন্থে যূপস্তম্ভ বা স্কম্ভ নামে একপ্রকার বলিদান স্তম্ভের স্তোত্র থেকে, কারণ এখানেই প্রথম শিব-লিঙ্গ পূজার কথা জানা যায়। শিব, রুদ্র ও মহাদেব এই তিনটি নামই আমাদের মধ্যে বেশি পরিচিত। যে সূক্ষ শরীরকে আমরা লিঙ্গ বলে পূজা করি তা সৃষ্টির সূক্ষ শরীর প্রকৃতিতে বীজ বপনরূপ সূক্ষ বিষয়টিকে দেখানো হয়েছে। বিশেষভাবে লক্ষ্য করলে তা অনুধাবন করা যায়। আমাদের প্রচলিত ধারনায় যা আসে তাকে আমরা সহজে ভুলতে পারি না। যে সূক্ষ শরীরে ১৭ টি গুণ নিয়ে অবস্থা করছেন তার পুনরায় স্থুল দেহ ধারণ অন্যদিকে প্রকৃতিতে অর্থাৎ মাটিতে বীজ বপণ কারণে বীজের সেই সূক্ষ এবং সুপ্ত শক্তিই অংকুরিত হয়ে বৃক্ষাদি শস্যাদি রূপ ফল আমাদের দেন। প্রত্যেক দেব-দেবীর বা সৃষ্টির এরূপ সূক্ষ দেহ আছে, সেই দেহের আহবান করি ঘটে, পটে (ছবিতে), মূর্তিতে।

ঘটনার পিছনে নিশ্চয় 'হেভিওয়েট' আছে, সন্দেহ সুতন্দ্রার মায়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, চন্দননগর: মৃত তরুণীর মায়ের দাবি, জাতীয় সড়কের ওপর দুর্ঘটনা ঘটল। কোনও পুলিশ ছিল না? মহিলাদের নিরাপত্তা কোথায়? মৃতার মা এও বলেছেন, এই ঘটনা কোনও সাধারণ মানুষ করার সাহস পেতেন না। পুলিশ আগেই বলেছে 'ইভটিজিং হয়নি। সুতন্দ্রা চট্টোপাধ্যায়ের গাড়িই ফলো করছিল যুবকদের গাড়িকে' তবে তা মানতে নারাজ সুতন্দ্রার পরিবার। সুতন্দ্রার মায়ের সন্দেহ, নিশ্চয়ই এর পিছনে বড় কেউ আছে। শুধু তাই নয়, একটি সূত্রও বলে দিলেন তিনি। মৃতার মায়ের অনুমান, এই ঘটনা ঘটিয়েছে স্থানীয় লোকজনই। কারণ, বাইরে

থেকে এসে কারও সাহস হবে না এই কাজ করার। এই সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্দেশেও বার্তা দিয়েছেন তিনি।

মঙ্গলবার মৃতার চন্দননগরের বাড়িতে গিয়েছিলেন মহিলা কমিশনের সদস্যরা। কথা বলেন সুতন্দ্রার মায়ের সঙ্গে। সেখান থেকেই সুতন্দ্রার মা তনুশ্রী চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'রাস্তা দিয়ে গাড়ি নিয়ে মদ খেতে খেতে যাবে, এটা কী? কোথায় বাস করছি আমরা? আমার মেয়ে তো ফিরে আসবে না। কিন্তু আরও মেয়েরা রয়েছে। তাদেরও তো বাইরে কাজ করতে হচ্ছে। কেউ তো ঘরে বসে থাকবে না। মেয়ে মানেই এখন হয়ে গিয়েছে ভোগ্য বস্তু।'

তনুশ্রীদেবীর সন্দেহ এই ঘটনার পিছনে নিশ্চয় কোনও 'হেভিওয়েট' আছে। সাধারণ কেউ কি এই ধরনের কাজ করতে সাহস পাবে? তিনি বলেন, 'সাধারণ পাবলিক এই কাজ করবে না। পিছনের ব্যাক-গ্রাউন্ড নিশ্চয়ই শক্ত তাই এই কাজটা করতে পেরেছে। কোনও বেওয়ারিশ লোক এসে এই কাজ করবে না। লোকাল লোকই করেছেন।' উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেছেন, 'চন্দননগরের লোক গিয়ে নিশ্চয়ই কলকাতায় এই ঘটনা ঘটাবে না। এলাকারই কেউ করেছেন।' এরপরই তিনি বলেন, 'আমি মুখ্যমন্ত্রীকে বলব একদম স্বচ্ছ বিচার দিন। কন্যাশ্রী, লক্ষ্মীশ্রী, যুবশ্রী, চ্যাঁকশ্রী আমাদের কিছুই দরকার নেই। আমরা চাই শুধু মেয়েদের নিরাপত্তা।'

সমবায়ের নির্বাচন মেদিনীপুরে উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: মঙ্গলবার মেদিনীপুর পিপলস কো-অপারেটিভ ব্যাংকের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে মেদিনীপুর শহরে চরম উত্তেজনা ছড়িয়েছে। নির্বাচনের মনোনয়নপত্র জমা দেওয়াকে কেন্দ্র করে সিপিএম ও তৃণমূল কর্মী সমর্থকদের মধ্যে ব্যাপক ধস্তাধস্তি ও হাতাহাতির ঘটনা ঘটেছে। মঙ্গলবার পিপলস কো-অপারেটিভ ব্যাংকের মনোনয়নপত্র জমা দেবার দ্বিতীয় দিনে ৫১টি আসনের জন্য ৫১ জন সিপিএম প্রার্থী দলের স্থানীয় নেতৃত্বদের সঙ্গে নিয়ে মনোনয়নপত্র জমা দিতে যাবার পথে তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা তাদের মাঝ পথে আটকে দেয়। এরপরে ফিরে যাওয়ার হুমকি দিয়ে সিপিএম প্রার্থী ও নেতাকর্মীদের লাথি মারা হয় বলে তৃণমূল কর্মী সমর্থকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে। ঘটনায় দু'পক্ষের দু'জন আহত হয়। ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন, জেলা সিপিএম নেতৃত্ব।

জেলা তৃণমূল নেতৃত্বের পালটা অভিযোগ, এলাকায় শান্তিতে ভোট প্রক্রিয়া চলছিল। কিন্তু অশান্তি করার জন্য সিপিআইএম নেতাকর্মীরা সেখানে আসছিল বলে তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা তাদের বাধা দিয়েছেন ।

ফের কয়লার ডিও লোডিং নিয়ে বিতর্ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুড়িয়া: ইসিএলের কুনুস্তোড়িয়া এরিয়ার বেলবাদ সাইডিং থেকে ডিও (কয়লা) লোডিং নিয়ে যে বিবাদ শেষ হওয়ার কোনও নাম নিচ্ছে না। প্রায় ৩০০০ টন কয়লা লোডিং করার প্রথম দিন থেকেই আবারও শুরু হয়েছে দ্বন্দ্ব।

গত সোমবার, সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছিল, যা স্থানীয় তৃণমূল অঞ্চল সভাপতির সঙ্গে কিছু স্থানীয় লোকেদের মধ্যে তীব্র বিতর্কের সৃষ্টি হয়। যদিও এই ভিডিও সত্যতা যাচাই করেনি একদিন পত্রিকা। ভাইরাল ভিডিও দেখা যাচ্ছে, জামুড়িয়া ব্লক ২ এর পরাসিয়া অঞ্চলের তৃনমূল কংগ্রেসের অঞ্চল সভাপতির সঙ্গে ম্যানুয়াল লোডিং নিয়ে বিতর্কিত হচ্ছে বেশ কিছু স্থানীয় মানুষদের। কিছু দিন আগে ম্যানুয়াল লোডিংয়ের দাবিতে তৃণমূল কংগ্রেসের পতাকা নিয়ে বিক্ষোভ করতে দেখা গিয়েছিল স্থানীয় মানুষদের। সোমবার ভাইরাল ভিডিওতে, উভয়পক্ষই একে অপরকে সিন্ডিকেটের সঙ্গে সহযোগিতা করার অভিযোগ করতে দেখা গিয়েছে।

এ বিষয়ে জামুড়িয়া মণ্ডল ২ এর বিজেপির মণ্ডল সভাপতি রমেশ ঘোষ জানান, এটা নতুন কোনও বিষয় নয়। ভিডিওতে প্রকাশ্যে দেখা যাচ্ছে তৃণমূল নেতাকে টানা হিচড়া ও ঝগড়া করতে। এটা তৃণমূলের এই দুই গোষ্ঠীর ভাগাভাগির লড়াই। কার দখলে থাকবে ডিওর লোডিংয়ের কাজ সেই নিয়েই দ্বন্দ্ব। যদিও এই বিষয়ে তৃণমূলের রাজ্য সম্পাদক ভি শিব দাসন দাশু বলেন, ডিওর কয়লা লোডিং নিয়ে যে গন্ডগোল এই বিষয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের কোনও ব্যক্তি জড়িত নয়। এটা সম্পূর্ণ ইসিএল এর ব্যাপার। ইসিএল ঠিক করবে ম্যানুয়াল লোডিং হবে নাকি মেশিন দিয়ে লোডিং হবে এই বিষয়ে তৃণমূল কোনও রকম মাথা ঘামাতে চাই না।

অন্যদিকে সিপিএম নেতা মনোজ দত্ত বলেন, যে ভাবে কঙ্ক্ষা মোড়ে ইসিএলে বেসরকারিকরণ শুরু হয়েছে তাতে ভাগাভাগি নিয়ে ঝামেলা তো হবেই। পাশাপাশি তিনি কটাক্ষ করে বলেন আর তৃণমূল মানেই ধান্দাবাজের দল তাই কার ধান্দা সঠিক ভাবে চলবে সেটা নিয়েই গণ্ডগোল। জানা যায়, এই বিরোধীতা নতুন নয়। এর আগে ৮ ফেব্রুয়ারি, ডিও লোডিংয়ে নিয়ে তিনটি ট্রাককে ভাঙচুর করার ঘটনা সামনে এসেছিল।

স্থানীয় লোকেরা জানান, এই পুরো বিষয়টি ডিওর টাকা ভাগাভাগি নিয়ে। যেখানে কোনও পক্ষই পিছু হটতে রাজি নয়। যা নিয়ে আজও সরগরম থাকে ঐ অঞ্চলের রাজ্য রাজনীতি। তবে ডিওর কয়লা লোডিং নিয়ে যে ভাবে বিবাদ তৈরি হয়েছে তাতে ভবিষ্যতে বড় কোনও দুর্ঘটনার আশঙ্কার মেঘ দেখছে বিরোধীরা।

জটিল লিভার টিউমারের সফল অস্ত্রোপচার আসানসোল হাসপাতালে

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: আসানসোল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের ডাক্তারদের দ্বারা সফল জটিল অস্ত্রোপচার।

পেটে ব্যথা নিয়ে বীরভূমের বীরভূমের নাগরাসোতার গৃহবধূ ৩২ বছরের ববিতা সাউ মণ্ডল আসানসোল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে আসেন চিকিৎসার জন্য। চিকিৎসকরা বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পর বুঝতে পারেন পেটের মধ্যে কোনও মাংসপিণ্ড রয়েছে। পরে তা জানা যায় লিভার থেকে একটি টিউমার সৃষ্টি হয়েছে। হাসপাতালের বিশেষজ্ঞর দল এরপর সিদ্ধান্ত নেন অস্ত্রপচার করার। বর্তমানে ওই রোগী সুস্থ।

এই হাসপাতালের শল্য চিকিৎসক ডাক্তার অমিত গুপ্ত বলেন, পেটের অসুবিধাজনিত কারণে মাস দুয়েক আগে হাসপাতালের বিভাগে তার কাছে দেখাতে আসেন ববিতা। তাঁর সিটি স্ক্যান করার পর দেখা যায় রোগীর খাদ্য থলি-লিভার এবং প্লিহার মধ্যে ১৪ সেন্টিমিটার এর মত টিউমার রয়েছে। তারপরে এই রিপোর্ট অনকোলজি বিভাগের ডাক্তার অমিত মুখোপাধ্যায়ের কাছে কাছে পাঠানো হয়। পরে সেই রিপোর্ট টিউমার বোর্ডে পাঠানো হয়। এরপর চিকিৎসক এবং বিশেষজ্ঞ দল সিদ্ধান্ত নেন অস্ত্রোপচার করার। টিউমারের কারণে রোগীর শরীরে হিমোগ্লোবিন কমে যাওয়ায় তিন বোতল রক্ত দেওয়া হয়।

ফেব্রুয়ারি মাসের ১৫ তারিখ অস্ত্রোপচার করতে গিয়ে দেখা যায় লিভার থেকে টিউমারের সৃষ্টি হয়েছে। লিভারে যেকোনো অস্ত্রোপচার খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। কিন্তু অস্ত্রোপচারের জন্য যে অংশ কাটা হয়েছে তা পুনরায় সেলাই করে অন্য কোথাও রেফার করলে তা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। এমনকি রোগী ও তাঁর পরিবার আর্থিক কারণে বেসরকারি হাসপাতালে নাও যেতে পারেন। তাই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এখানেই অস্ত্রোপচার করা হবে। দু'ঘন্টা সফল অস্ত্রপচারের ওই টিউমার পাঠানো হয় প্যাথলজি বিভাগে ভবিষ্যতে ক্যান্সার বা ক্যান্সার সংক্রান্ত কোনও ঝুঁকি বা অস্ত্রোপচার করতে হলে।

ডাক্তার গুপ্ত বলেন, হাসপাতাল সুপার নিখিল চন্দ্র দাস তাঁদের যে ভাবে সাহস দিয়েছেন তাতেই এই ঝুঁকিপূর্ণ অস্ত্রোপচার সফল করা সম্ভব হয়েছে। হাসপাতাল সুপার নিখিল চন্দ্র দাস বলেন, শারীরিক অসুস্থতা নিয়ে চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসের ৭ তারিখ আসানসোল জেলা হাসপাতালে আসেন চিকিৎসা করাবার জন্য। পরে চিকিৎসকরা বুঝতে

পারেন খাদ থলি - লিভার এবং প্লীহার মধ্যে টিউমার রয়েছে। বিশেষজ্ঞদের বিশেষ বোর্ড গঠন করে অস্ত্রোপচারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কিন্তু অস্ত্রোপচারের সময় দেখা যায় টিউমার লিভার থেকে সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু জেলা হাসপাতালে যা পরিকাঠামো আছে তাতেই চিকিৎসকের বিশেষজ্ঞের দল অস্ত্রোপচার করার সিদ্ধান্ত নেন এবং তাঁরা সফল হন।

তিনি বলেন, এর আগেও অনেক জটিল অস্ত্রপচার হয়েছে এই হাসপাতালে কিন্তু এই ধরনের জটিল অস্ত্রোপচার এই প্রথম এবং তিনি এই অস্ত্রোপচারে নিযুক্ত সমস্ত বিশেষজ্ঞদের সাধুবাদ জানান। ববিতা সাউ মণ্ডল বলেন, কয়েক মাস আগে থেকে তাঁর পেটে যন্ত্রণা শুরু হয়। চোখ সাদা হয়ে আসে এবং গায়ের রঙ ফ্যাকাশে হয়ে যায়। স্থানীয় ডাক্তারকে দেখালে তাঁরা প্রথমে বলে শরীরে রক্ত কমজনিত কারণে এই সমস্যা হচ্ছে। সমস্যা সমাধান না হওয়ায় একাধিক ডাক্তার দেখানোর পর তাঁর মামা ঝাড়খণ্ডের নরসার সাধন মণ্ডলের সঙ্গে এই সমস্যার বিষয়ে কথা বলেন। তিনি আসানসোল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিৎসার পরামর্শ দেন।

রোগীর মামা সাধন মণ্ডল বলেন, ঝাড়খণ্ড থেকে বহু রোগী আসানসোল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিৎসা করে সুস্থ হয়েছেন। শুধু তাই নয় হাসপাতালে সরকারি পরিষেবা দেওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে পরিকাঠামো তৈরি করেছেন তা তিনি ভালো করেই অনুভব করেছেন। যেখানে একাধিক চিকিৎসা কেন্দ্রে এই অস্ত্রোপচার করতে সাহস পাইনি সেখানে আসানসোলের এই হাসপাতাল সত্যি করেই আশার আলো দেখাল। এবং তার জন্য তিনি এই হাসপাতাল ও রাজ্য সরকারের প্রতি চির কৃতজ্ঞবদ্ধ থাকবেন।

দশভূজার আরাধনা নিষিদ্ধ, শিব-দুর্গাপুজোয় মশগুল দেউলি গ্রাম

নিজস্ব প্রতিবেদন, শ্যামপুর: হাওড়া জেলার প্রান্তিক এলাকা শ্যামপুরের কমলপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের দেউলি গ্রাম। বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজো এখানে নিষিদ্ধ। ফলে বাঙালি শ্রেষ্ঠ উৎসবের সময় এই গ্রামে কয়েক হাজার মানুষ দুর্গাপুজোর আনন্দ থেকে বঞ্চিত থাকে। কারণ এই গ্রামের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বানেশ্বরী ৩ বছর দুর্গারূপে পূজিত হন। গ্রামের মানুষের ভালোমন্দের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছেন দেবী বানেশ্বরী। ফলে দুর্গাপুজার সময় এই গ্রামের মানুষজনকে যেতে হয় অন্যত্র। পুজো আনন্দ তেমন ভাবে হয়ে ওঠে না। আর গ্রামবাসীরা এই আনন্দের খামতি চেটেপুটে উপভোগ করেন কয়েক মাস পর। শিবরাত্রির দিন।

জানা গিয়েছে, এই এলাকার দেউলি ফুটবল মাঠে মিলন তীর্থ ক্লাবের এবারের থিম জগন্নাথ ধামে শিব দুর্গা। দেউলি যুবক সংঘের মণ্ডপ ও শোভা পাবে বিশালাকার শিব দুর্গার প্রতিমা। তবে সকলের নজর কাটছে দেউলি মিলন তীর্থ ক্লাবের পূজা মণ্ডপ। জগন্নাথ দেবের সঙ্গে বিভিন্ন দেবদেবীর মিশ্রণের রূপকল্পে তৈরি হরেক রকমের প্রতিমা দেখতে ইতিমধ্যেই ভিড় জমিয়েছে সকলে। আগামী কয়েক দিন ধরে দেউলিবাসী মেতে থাকবে এই পুজোকে কেন্দ্র করে। মিলন তীর্থ ক্লাবের সম্পাদক দুলাল পাত্র জানিয়েছেন, '৪৪তম বর্ষের এই পুজোয় বিভিন্ন দিনে বিভিন্ন সমাজসেবা মূলক কর্মসূচি এবং সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতামূলক কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। থাকবে ১২ দিন ব্যাপী মেলাও।'

বধূর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার, ধৃত যুবক

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: বসিরহাট মহকুমার দন্ডিরহাট এলাকা থেকে মরিয়ম খাতুন নামে এক গৃহবধূর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করে সোমবার রাতে বসিরহাট থানা পুলিশ। তাঁর পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেপ্তার হয় বেসরকারি নার্সিং ট্রেনিং সেন্টারের কর্মী আসাউদ্দিন মোল্লা। মরিয়ম ওই নার্সিং সেন্টারে ছাত্রী ছিলেন। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, দীর্ঘদিন ধরে মরিয়মের সঙ্গে ওই যুবকের সম্পর্ক ছিল। বিষয়টি গোপন রাখার জন্য মরিয়ম কে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে দিয়েছে। ইতিমধ্যে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে পুরো বিষয়টা। মঙ্গলবার সকালে দন্ডিরহাট এলাকা থেকে ওই যুবককে গ্রেপ্তার করে এদিনই বসিরহাট মহাকুমা আদালতে পেশ করলে বসিরহাট থানার পুলিশ।

একসঙ্গে চার কন্যার জন্ম ১৮-র বধূর

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: প্রসব যন্ত্রণা নিয়ে ভর্তির পর একসঙ্গে চারটি কন্যা সন্তানের জন্ম দিলেন ১৮ বছর বয়সী এক গৃহবধূ। যদিও জন্মের পর ওই চারটি সদ্যোজাতের ওজন কম হওয়ায় অপুষ্টি এবং শারীরিক গত সমস্যা দেখা দিয়েছে বলে জানিয়েছে মালদা মেডিক্যাল কলেজের কর্তব্যরত চিকিৎসকেরা। চারটি সদ্যোজাতকে মাতৃমা বিভাগের আইসিইউতে ভর্তি রেখে চিকিৎসা পরিষেবা দিচ্ছেন কর্তব্যরত চিকিৎসকেরা।

মালদা মেডিক্যাল কলেজ সূত্রে জানা গিয়েছে, গাজোল ব্লকের বাচাহার এলাকার গৃহবধূ রেহেনা খ াতুন। তার স্বামী রেজাউল হোসেন, পেশায় ভিন রাজ্যের শ্রমিক। স্ত্রী গর্ভবতী হওয়ার পর গত এক মাস আগেই রেজাউল হোসেন দিল্লি থেকে কাজ সেড়ে গাজোলের গ্রামের বাড়িতে ফিরে আসেন। গত সপ্তাহের শুক্রবার প্রসব যন্ত্রনা নিয়ে মালদা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয় গৃহবধূর রেহেনা খাতুন। সোমবার রাতে ওই গৃহবধূ একসঙ্গে পরপর চারটি কন্যা সন্তানের জন্ম দেয়। স্বাভাবিক ভাবেই প্রসবের মাধ্যমেই এই কন্যা

সন্তানগুলি জন্ম দিয়েছেন ওই গৃহবধূ বলে জানিয়েছে মালদা মেডিকেল কলেজের কর্তব্যরত চিকিৎসকেরা। কিন্তু জন্মের পর চারটি সদ্যোজাতের মধ্যে তিনটির ওজন হয়েছে ১ কিলো ৫০০ গ্রাম। আরেকটির ওজন হয়েছে এক কিলো। ওজন কম হওয়ার কারণেই পুষ্টিজনিত সমস্যা দেখা দিয়েছে ওই চার সদ্যোজাতের।

মেডিক্যাল কলেজ সূত্রে জানা গিয়েছে, আধার কার্ডের জন্ম পরিচয় অনুযায়ী ওই গর্ভবতী গৃহবধূ রেহেনা পারভিনের বয়স ১৮ বছর। তার স্বামী রেজাউল হোসেন জানিয়েছেন , সাড়ে ১৬ বছর বয়স থাকার সময় রেহেনাকে বিয়ে করেছিল সে। এত অল্প বয়সে বিয়ে, তার ওপর সন্তান ধারণ। এক্ষেত্রে বাল্যবিবাহের প্রতিরোধ বিষয়টিও সামনে উঠে এসেছে।

মালদা মেডিক্যাল কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল ডাঃ প্রসেনজিৎ বর জানিয়েছেন, এটা একটি বিক্ষিপ্ত ঘটনা। একজন গৃহবধূ একসঙ্গে চারটি কন্যা সন্তান জন্ম দিয়েছেন। তবে ওই সন্তানগুলি অপুষ্টিতজনিত কারণে সমস্যা দেখা দিয়েছে। মেডিক্যাল কলেজের চিকিৎসকেরা ওই গৃহবধূ ও তার চার কন্যা সন্তানের চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়ার ব্যবস্থা চালিয়ে যাচ্ছে।

জেলায় বাল্যবিবাহ প্রতিরোধের ক্ষেত্রে মালদার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ সুদীপ্ত ভাদুড়ি জানিয়েছেন, 'কিছু ক্ষেত্রে বাল্যবিবাহের ঘটনা ঘটছে। দুর্গম এলাকাগুলিতেই বেশ কিছু পরিবারের সদস্যরা অল্প বয়সে তাদের বাড়ির মেয়েদের বিয়ে দিচ্ছে। দুর্গম গ্রাম হওয়ার কারণেই সহজেই সেইসব খবর আমরা জানতে পারছি না। তবে স্বাস্থ্য দপ্তর প্রশাসনের পক্ষ থেকে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধের ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে সচেতনতামূলক প্রচার চালানো হচ্ছে। গত এক দশকের ব্যবধানে মালদা জেলায় ৪৪ শতাংশ থেকে বাল্যবিবাহ ১৬ শতাংশতে নামিয়ে আনা হয়েছে। বাল্যবিবাহ প্রতিরোধের ক্ষেত্রেও মানুষকেও সচেতন হতে হবে। তবে দুর্গম গ্রাম গুলিতে আরও যাতে বেশি করে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধের ক্ষেত্রে প্রচার চালিয়ে মানুষকে সচেতন করা যায়, সেব্যাপারে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।'

ফর্ম নং আইএনসি-২৬
[২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ সংস্থান অধীনে]
কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে স্থানান্তরের নিমিত্ত সংবাদপত্রে প্রজ্ঞাপন
কেন্দ্রীয় সরকার, রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কলকাতা সমীপে
২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারার (৪) উপধারা এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ এর সাব-রুল (৫) এর ক্লজ (এ) সম্পর্কিত
এবং
এসবিজি ইঞ্জিনিয়ারিং প্রা. লি. (CIN : U74210WB1996PTC076473) , রেজিস্টার্ড অফিস ১৫৯, রবীন্দ্র সরণি, ৫ম তল, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত ৭০০০০৭ সম্পর্কিত
....দরখাস্তকারী/আবেদনকারী কোম্পানি
এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, **২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৫** তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে **"পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য"** থেকে **"গুজরাত রাজ্যে"** কোম্পানির রোজস্টার্ড অফিস স্থানান্তর নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারাধীনে কেন্দ্রীয় সরকার (রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন) সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করেছে।
যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in) বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের চৌদ্দদিনের মধ্যে **রিজিওনাল ডিরেক্টর (ইস্টার্ন রিজিওন) রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, নিজাম প্যালেস, II এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ২৩৪/৪ এ জে সি বোস রোড, কলকাতা- ৭০০০২০** ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি অবেদনকারী কোম্পানির নিম্নোক্ত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে :
১৫৯, রবীন্দ্র সরণি, ৫ম তল, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত ৭০০০০৭
এসবিজি ইঞ্জিনিয়ারিং প্রা. লি.-এর পক্ষে
পঙ্কজ ছন্দক
তারিখ : ২৬.০২.২০২৫ ডিরেক্টর
স্থান : কলকাতা ডিন-০৬৯৭৮৮৬৮

পাবলিক নোটিশ
এতদ্বারা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, **M/s সপ্তপদী রেস্টুরেন্ট**, যা ভারতীয় পার্টনারশিপ আইন, ১৯৩২ এর অধীনে একটি পার্টনারশিপ প্রতিষ্ঠান এবং যার নিবন্ধিত অফিস **৪৮, মহানির্মাণ রোড, বালিগঞ্জ টেরেস, কলকাতা-৭০০০২৯**-এ অবস্থিত, সেটি কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩ এর অধীনে একটি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তরিত হওয়ার অভিপ্রায় প্রকাশ করেছে।
উক্ত ফার্মটি **মিনিস্ট্রি অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স (MCA)** থেকে **সপ্তপদী রেস্টুরেন্ট প্রাইভেট লিমিটেড** নামে কোম্পানি গঠনের জন্য নাম অনুমোদন পেয়েছে। সফল সংস্থাপন সম্পন্ন হলে, **M/s সপ্তপদী রেস্টুরেন্ট**-এর সমস্ত সম্পদ, দায়-দায়িত্ব ও ব্যবসায়িক কার্যক্রম **সপ্তপদী রেস্টুরেন্ট প্রাইভেট লিমিটেড-**এর অধীনে স্থানান্তরিত হবে এবং পরিচালিত হবে।
এই রূপান্তর সংক্রান্ত কোনো আপত্তি থাকলে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের **এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ২১ (একুশ) দিনের মধ্যে** লিখিতভাবে নিবন্ধিত অফিস ঠিকানায় যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।
M/s সপ্তপদী রেস্টুরেন্ট-এর পক্ষে,
তারিখ:২৬.০২.২০২৫ **রঞ্জন বিশ্বাস**
স্থান: কলকাতা **অংশীদার**

কেন্দ্রীয় সরকার
রেজিস্ট্রার অব কোম্পানিজ,
পশ্চিমবঙ্গ সমীপে
সংশ্লিষ্ট ২০০৮ সালের লিমিটেড লায়াবিলিটি পার্টনারশিপ আইনের ধারা ১৩ এর উপ ধারা (৩) এবং ২০০৯ সালের লিমিটেড লায়াবিলিটি পার্টনারশিপ রুলসের লুর ১৭ অধীনে, ২০০৮ সালের লিমিটেড লায়াবিলিটি পার্টনারশিপ আইনের ধারা ১৩(৩) অধীনে বিষয় সম্পর্কিত এবং **মা সিদ্ধি দাত্রী ইনফ্রা প্রোজেক্টস এলএলপি**, রেজিস্টার্ড অফিস - রুম নং ৪০৯, ৫ম তল, পিএসআইএক্সএল, আটঘড়া, চিনার পার্ক, রাজারহাট, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০১৩৬ সম্পর্কিত।
...আবেদনকারী
এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, ২০০৮ সালের লিমিটেড লায়াবিলিটি পার্টনারশিপ আইনের ১৩(৩) ধারা অধীনে এলএলপি কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস **"পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য"** থেকে **"বিহার রাজ্যে"** স্থানান্তর নিমিত্ত কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করেছে।
যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট এলএলপি-র রেজিস্টার্ড অফিস পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে কোম্পানি রেজিস্ট্রার, পশ্চিমবঙ্গ সমীপে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ২১ (একুশ) দিনের মধ্যে স্বার্থের ধরন এবং আপত্তির কারণ সমূহ হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে কোম্পানি রেজিস্ট্রার, পশ্চিমবঙ্গ ঠিকানায় মূল নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি অবেদনকারী কোম্পানির উপরে উল্লিখিত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে।
মা সিদ্ধি দাত্রী ইনফ্রা প্রোজেক্টস এলএলপি-এর পক্ষে
স্বা/-
আশিস শিকারিয়া
ঠিকানা : রুম নং ৪০৯, ৫ম তল, পিএসআইএক্সএল, আটঘড়া, চিনার পার্ক, রাজারহাট, উত্তর ২৪ পরগনা পশ্চিমবঙ্গ, ৭০০১৩৬
তারিখ : ২৫.০২.২০২৫ স্থান : কলকাতা

ফর্ম নং ৬
(দ্রষ্টব্য রেগুলেশন ১৩(১)(ডি)
ডেটস রিকভারি ট্রাইবুনাল শিলিগুড়ি
৩য় তল, পিসিএস টাওয়ার, সেবক রোড, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ (পশ্চিমবঙ্গ)
ডাইরি নং ২০৩/২০২৪(এমএ)
Exh. No. : 6
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক
(ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া)
বনাম
মহ হোসেন
প্রতি
১) মহ হোসেন
পিতা লাল মহম্মদ, সাকিন গ্রাম : মহব্বতপুর, পো : ভাসাইপাইকার, থানা : সামসেরগঞ্জ, জেলা : মুর্শিদাবাদ, পিন : ৭৪২২০২, পশ্চিমবঙ্গ।
নোটিশ
যেহেতু এই ট্রাইবুনালে আবেদন দাখিল হয়েছে, আপনাদের নোটিশ দেওয়া হচ্ছে, যে নিস্পত্তির জন্য আবেদন করা হয়েছে তা কেন মঞ্জুর হবে না। অবগত হোন যে, উক্ত আবেদন ট্রাইবুনাল সমীপে শুনানির জন্য গৃহীত হবে সকাল ১০.৩০ টায় ট্রাইবুনালের সুবিধা মতো **১২/০৩/২০২৫** তারিখে।
২. আপনাকে ব্যক্তিগতভাবে বা যথাযথভাবে নির্দেশিত মতে আইনজীবী/ অ্যাডভোকেট মারফত উক্ত সময়ে এবং তারিখে আপনার উত্তর দানের জন্য, যদি কিছু থাকে।
৩. অবগত হোন যে আপনি সংশ্লিষ্ট দিনে সংশ্লিষ্ট সমীপে হাজির হতে ব্যর্থ হলে মামলার শুনানি হবে এবং আপনার অনুপস্থিতিতেই সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে।
আমার স্বহস্তে ট্রাইবুনালের সিল মোহর প্রদত্ত ২৫/০২/২০২৫ তারিখে।
ট্রাইবুনালের আদেশক্রমে
স্বা/-
অ্যাসিস্ট্যান্ট রেজিস্ট্রার
ডেটস রিকভারি ট্রাইবুনাল শিলিগুড়ি

ভোতড়-ভাস্তাড়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ
গ্রাম+পোঃ- ভাস্তাড়া, জেলা- হুগলী
নিবন্ধন সংখ্যা (Registration No) - 28 H. G., তারিখ: ১২/০৪/১৯৭৭
পরিচালকমণ্ডলীর নির্বাচন সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি
এই সমিতির সকল সদস্য/সদস্যাগনকে জানানো যাইতেছে যে, সমিতির পরিচালনমন্ডলীর নির্বাচন আগামী **০৬/০৪/২০২৫(বাং-২৩শে চৈত্র ১৪৩২) রবিবার** সমিতির গোডাউন প্রাঙ্গনে সকাল ১১.০০ থেকে ৩ টে পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত নির্বাচন সম্পর্কিত বিশদ বিবরন ও নির্বাচনী নির্ঘন্ট কোনো সদস্য/ভোটার জানতে চাইলে তাকে সমিতির আফিসে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হইতেছে। সমিতির সকল সদস্যগনকে এই নির্বাচনে অংশগ্রহনের জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে।
স্বা/- চঞ্চল রায়
২৫/০২/২০২৫ **সহকারী রিটানিং অফিসার**
ভোতড়-ভাস্তাড়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
৩য় এবং ৪র্থ তল, ১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলকাতা-৭০০০০১
পরিশিষ্ট - ৪ রুল ৮(১)
দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
যেহেতু :
নিম্নস্বাক্ষরকারী অনুমোদিত অফিসার ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে **২০.১১.২০২৪** তারিখে ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতা **শ্রী অর্ঘ্য চ্যাটার্জি, ধর্মতলা শাখা** নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **৩,৩০,৩৩৮.৪১ টাকা (তিন লাখ তিরিশ হাজার তিনশ আটত্রিশ টাকা এবং একচল্লিশ পয়সা)** নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে।**
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক নিকট বকেয়া **৩,০২,৯৯৮.০০ টাকা (তিন লাখ দুই হাজার নশো আটানব্বই টাকা) ২১.০২.২০২৫ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ সহ।
"এতদ্বারা জানানো হচ্ছে সারফেসি আইনের ১৩(৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।"
স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ নিম্নোক্ত সম্পত্তির জন্য :

সম্পত্তির বিস্তারিত	সীমানা
সম্পত্তির তপশিল সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ৪ , দোতলায় পিছনের অংশে (পূর্ব মুখী), পরিমাণ ৭৩৫ বর্গফুট মৌজা : মন্ডলপাড়া, জেএল নং ৬, তৌজি নং ৮০, দাগ নং ৫২৪, প্লট নং ৩৫, প্রেমিসেস নং ৪১৭, রাজা রাম মোহন রায় রোড, ওয়ার্ড নং ১২১, কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন, থানা : বেহালা, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা। **সম্পত্তি শ্রী অর্ঘ্য চ্যাটার্জির নামে।**	**উত্তরে** : নির্মল কুমার মজুমদারের জমি এবং ভবন ; **দক্ষিণে** : গীতানন্দ চ্যাটার্জির জমি এবং ভবন **পূর্বে** : জমি দাগ নং ৫২১; **পশ্চিমে** : ১৪ ফুট চওড়া সড়ক নিকাশি সহ।

তারিখ : ২১.০২.২০২৫ স্বা/-
স্থান : কলকাতা অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
রিচি রোড শাখা নং ১৭/২, রিচি রোড
বালিগঞ্জ, কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০১৯
পরিশিষ্ট IV { রুল ৮(১)}
দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
যেহেতু
নিম্নস্বাক্ষরকারী **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক রিচি রোড শাখা,** কলকাতা অনুমোদিত অফিসার হিসেবে সংশ্লিষ্ট সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে **১০.১২.২০২৪** তারিখে ঋণগ্রহীতা শ্রীমতী ইলিন প্রামানিক স্বামী বিশ্বজিৎ প্রামানিক এবং শ্রী বিশ্বজিৎ প্রামানিক পিতা সত্যজিৎ প্রামানিক ঠিকানা নং ৭৬, বিবেকানন্দ পার্ক মহাত্মা গান্ধি রোড হরিদেবপুর কেএমসি কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০৮২ **(অ্যাকাউন্ট নং - ৫০৪৯৩২৭৯৪১৯)** ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক রিচি রোড শাখা, কলকাতা নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **১৪,৭১,২০৭ টাকা** (চোদ্দ লাখ একাত্তর হাজার দুশো সাত টাকা) নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে।**
ঋণগ্রহীতকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক নিকট বকেয়া **১৪,৪৯,৯২৮ টাকা (চোদ্দ লাখ উনপঞ্চাশ হাজার নশো আঠাশ টাকা) ১৯.০২.২০২৫ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ এবং অন্যান্য ব্যয় সহ। এতদ্বারা জানানো হচ্ছে সারফেসি আইনের ১৩(৮) ধারা সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাবতীয় বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।
স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
বন্ধকদত্ত সম্পদ :
সেরসাই অ্যাসেট আইডি : ২০০০৩৬৬৮০১৬০: সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইডি : ৪০০০৩৬৭৪৪৬১৬
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট নং জি-বি, ৫৫০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া (অবস্থিত ৩ তলা ভবনে) আরএস দাগ নং ৭৮২ এবং খতিয়ান নং ৩৪, এবং মৌজা সিরিটি, জেএল নং ১১, তৌজি নং ৮, অবস্থিত থানা পূর্বতন ঠাকুরপুকুর, বর্তমান হরিদেবপুর, কলকাতা ৭০০০৮২, কেএমসি ওয়ার্ড নং ১১৫, কেএমসি প্রেমিসেস নং ৪৬৫, মহাত্মা গান্ধি রোড (৭৬ বিবেকানন্দ পার্ক), পো এবং থানা : হরিদেবপুর, কলকাতা ৭০০০৮২, দক্ষিণ ২৪ পরগনা। **চৌহদ্দি : উত্তরে :** নগেন্দ্র নাথ দাসের সম্পত্তি; **দক্ষিণে :** ১২ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ; **পূর্বে :** জমি দাগ নং ৭৮২ (ভূপেন দাসের সম্পত্তি) **পশ্চিমে :** অন্যান্যর সম্পত্তি (লাল মোহন মজুমদারের জমি)। **ফ্ল্যাটের চৌহদ্দি : উত্তরে :** অন্যান্যর ফ্ল্যাট **দক্ষিণে :** খোলা জায়গা **পূর্বে :** খোলা জায়গা; **পশ্চিমে :** খোলা জায়গা।
সম্পত্তি শ্রীমতি ইলিনা প্রামাণিক এবং বিশ্বজিৎ প্রামাণিক এর নামে।
তারিখ : ১৯.০২.২০২৫, স্থান : কলকাতা **স্বা/-অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**

ফর্ম জি
এম আর নির্মাণ প্রাইভেট লিমিটেড-এর জন্য
আগ্রহ প্রকাশক ডাক আহ্বান
কলকাতায় সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এবং পাইলিং নির্মাণ কাজে নিযুক্ত
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সেনস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩৬এ(১) অধীনে)

	সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত	
১.	প্যান/সিন/এলএলপি নং সহ কর্পোরেট ডেটরের নাম	**এম আর নির্মাণ প্রাইভেট লিমিটেড** (U45400WB2007PTC115406) PAN : AAFCM0641P
২.	রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা	২৮৭/৩, পূর্ব সিঁথি রোড, কলকাতা - ৭০০০৩০, পশ্চিমবঙ্গ
৩.	ওয়েবসাইটের ইউআরএল	ওয়েবসাইট নেই
৪.	যেখানে অধিকাংশ স্থায়ী সম্পদ অবস্থিত	পূর্বের ম্যানেজমেন্টের কাছ থেকে কোনও বিস্তারিত পাওয়া যায়নি
৫.	প্রধান পণ্য/পরিষেবা উৎপাদন ক্ষমতা	পূর্বের ম্যানেজমেন্টের কাছ থেকে কোনও বিস্তারিত পাওয়া যায়নি
৬.	বিগত আর্থিক বর্ষে প্রধান পণ্য/পরিষেবা বিক্রির পরিমাণ এবং মূল্য	কোম্পানি চালু সংস্থা নয়। ২০২৩-২৪ আর্থিক বর্ষ অনুযায়ী - পরিমাণ - প্রযোজ্য নয়, মূল্য : মোট রাজস্ব - ৩৯,৬৫,৯০০ টাকা
৭.	কর্মী/কাজের লোকের সংখ্যা	সংশ্লিষ্ট ফর্ম প্রকাশের তারিখ থেকে কোম্পানি চালু নয়
৮.	বিগত দুই বছরের, বিনিয়োগকারীগণের তালিকা, প্রক্রিয়াগত সংশ্লিষ্ট ঘটনা (শিডিউলড সহ) প্রাপ্ত আর্থিক প্রতিবেদন সহ পরবর্তী	বিস্তারিত পাওয়া যাবে ইমেল পাঠিয়ে : mrnirman24.cirp@gmail.com
৯.	প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের যোগ্যতার বিষয় পাওয়া যাবে সংশ্লিষ্ট কোডের ধারা ২৫(২)(এইচ) অধীনে	বিস্তারিত পাওয়া যাবে ইমেল পাঠিয়ে : mrnirman24.cirp@gmail.com
১০.	আগ্রহ প্রকাশক আহ্বান গ্রহণের শেষ তারিখ	১৩ মার্চ ২০২৫
১১.	সম্ভাব্য প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের সাময়িক তালিকা ইস্যুর তারিখ	২৩ মার্চ ২০২৫
১২.	সাময়িক তালিকার বিষয়ে আপত্তি দাখিলের শেষ তারিখ	২৮ মার্চ ২০২৫
১৩.	সম্ভাব্য প্রস্তাব আবেদনকারীগণের চূড়ান্ত তালিকা ইস্যুর তারিখ	৭ এপ্রিল ২০২৫
১৪.	মেমোর‍্যান্ডাম, মূল্যায়ণ ম্যাট্রিক্স এবং প্রস্তাব পরিকল্পনা অনুরোধ ইস্যুর তারিখ	১২ এপ্রিল ২০২৫
১৫.	রেজোলিউশন প্ল্যান জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	১২ মে ২০২৫
১৬.	ইওআই দাখিলের প্রক্রিয়া ইমেল আইডি	mrnirman24.cirp@gmail.com

দ্রষ্টব্য : ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে ৫ম সিওসি সভায় সিওসি সদস্যগণের দ্বারা অনুমোদিত ৯০ দিনের সিআরআইপির উক্ত মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়টি মহামান্য এনসিএলটি, কলকাতা বেঞ্চ এর নির্দেশ সাপেক্ষ। পূর্বতন ব্যবস্থাপনা বিভাগ সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট সমুদয় তথ্য/নথি/ডেটা/ নথিপত্র হস্তান্তর করেনি-যা মহামান্য এনসিএলটি, কলকাতা সমীপে যেকারণে মামলাটি এখনও চলছে।
আশিস গিরিয়া
প্রস্তাব পেশাদার, এম আর নির্মাণ প্রাইভেট লিমিটেড
রেজি. নং IBBI/IPA-001/IP-P01193/2018-19/11918
এএফএ নং AA1/11918/02/300625/107216, বৈধ ৩০.০৬.২০২৫ পর্যন্ত
১৮, রবীন্দ্র সরণি, পোদ্দার কোর্ট, গেট নং ১
স্থান : কলকাতা ৬ষ্ঠ তল, রুম নং ৫২৯বি, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০০১
তারিখ : ২৬.০২.২০২৫ যোগাযোগের জন্য **ইমেল আইডি :** mrnirman24.cirp@gmail.com

SOMA TEXTILES & INDUSTRIES LIMITED
CIN: L51909WB1940PLC010070
Registered Office: 2, Red Cross Place, Kolkata - 700 001;
Phone No.: 033-22487406/07
Share Dept.: Rakhial Road, Ahmedabad - 380 023,
Phone: 079-22743285-8
Email: investors@somatextiles.com,
Website: www.somatextiles.com
NOTICE OF POSTAL BALLOT FOR ATTENTION OF THE MEMBERS OF THE COMPANY
Notice is hereby given to the Members that pursuant to and in compliance with the provisions of Section 110 read with Section 108 of the Companies Act, 2013 ("Act"), Rule 22 and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, and any other applicable provisions of the Act, relevant Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars"), Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") and Secretarial Standards on General Meetings (SS-2) issued by the Institute of Company Secretaries of India (ICSI), and other applicable laws and regulations, as amended from time to time (including any statutory modification(s) or re-enactment thereof for the time being in force, the Company seeks the approval of the Members for the Special Business by way of Special Resolution, as set out in the postal ballot notice dated February 07, 2025 along with explanatory statement (the "Notice"), by way of electronic means (i.e. remote e-Voting) only for the matter mentioned below :

Item No.	Type of Resolution	Description
1.	Special Resolution	Appointment of Shri Amit Nand kishore Shah (DIN: 00915449),as an Independent Director

Members are hereby informed that :
(a) In compliance with the above mentioned provisions and MCA Circulars, the Company has completed dispatch of the aforesaid Notice on Monday, February 25, 2025, through electronic mode to all those Members of the Company whose e-mail addresses are registered with the Company / Depositories as on Friday, February 21,2025 ("Cut-off Date").
(b) The e-Voting period commences on Thursday, February 27, 2025 at 9:00 a.m. (IST).
(c) The e-Voting period ends on Friday, March 28, 2025 at 5:00 p.m. (IST). The e-voting module shall be disabled for voting thereafter.
(d) The e-Voting rights shall be reckoned on the paid-up value of the Sharesonly to those Members whose names are recorded in the Register of Members of the Company or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depository Participant(s) as on the Cut-off date i.e., February 21, 2025. Any person who is not shareholder of the Company as on the Cut-off date shall treat the Postal Ballot Notice for information only.
(e) Detailed instructions for remote e-Voting are provided in the notes of the Notice.
(f) The Board of Directors of the Company has appointed Mr. Pravin Kumar Drolia, Practicing Company Secretary (Membership No.: F2366, CP No. 1362) as the Scrutinizer to scrutinize the remote e-Voting process and casting vote through e-voting system in a fair and transparent manner.
(g) In accordance with the MCA Circulars, requirement of sending physical copies of the Notice, postal ballot forms and pre-paid business reply envelopes has been dispensed with and Members can vote only through remote e-Voting. The Company has engaged the services of Central Depository Services (India) Limited **("CDSL")** as the authorised agency for the purpose of providing e-Voting facility to all its Members.
(h) Members who have not received Notice may write to ahmedabad@linkintime.co.in the same over email or download the same from the website of the Company i.e. www.somatextiles.com.com or from the website of CDSL i.e. www.evotingindia.com.
(i) For all grievances connected with the facility for e-Voting, Members may address the same to Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, CDSL, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai-400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call on 022-23058542/43. All grievances/queries related to this Postal Ballot may be addressed to RTA of the Company at ahmedabad@linkintime.co.in
(j) The results of Postal Ballot shall be declared on or before March 30, 2025 and along with the Scrutinizer's report, be communicated to the stock exchanges, and will also be displayed on the Company's website www.somatextiles.com and on the website of CDSL.
By order of the Board
For **Soma Textiles & Industries Limited**
Sd/-
(Reena Prasad)
Place: Kolkata Company Secretary
Date: 25th February, 2025 Membership No.: ACS 53284

পিসিশাশুড়িকে খুনে অভিযুক্ত মা-মেয়ে

অভিযুক্তকে এনে ঘটনার পুনর্নির্মাণ ও নমুনা সংগ্রহ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মধ্যমগ্রাম: পিসিশাশুড়িকে পরিকল্পনা করে খুন করে দেহ লোপাটের চেষ্টার অভিযোগ মা ও মেয়ের বিরুদ্ধে। নৃশংস ঘটনাটি ঘটেছে মধ্যমগ্রাম ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের বীরেশপল্লি এলাকায়। পুলিশ ইতিমধ্যেই বীরেশপল্লির ভাড়াবাড়িটি সিল করে দিয়েছে। ফাল্গুনীকে মধ্যমগ্রামে এনে ঘটনার পুনর্নির্মাণ ও নমুনা সংগ্রহ করা হল। রাত সাড়ে আটটার সময় কলকাতা পুলিশ ও ফরেনসিক টিম মহকুমার মধ্যমগ্রামের বাড়িতে আনে হয়। ঘরের তালা খুলে বাড়িতে ঢোকেন তদন্তকারীরা।

অনুমান করা হচ্ছে, এই বাড়িতেই ডেকে এনে পিসিশাশুড়িকে খুন করা হয়েছে। খুন করে দেহটি ট্রলিবন্দি করে কলকাতার কুমারটুলি ঘাটে ফেলতে গিয়ে স্থানীয়দের হাতে ধরা পড়ে যায় মা ও মেয়ে। অভিযুক্ত দু'জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। উদ্ধার করেছে বাক্সবন্দি টুকরো করা দেহ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে মধ্যমগ্রামে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মৃত পিসিশাশুড়ি ১১ ফেব্রুয়ারি মধ্যমগ্রামে এসে ছিলেন। সোমবার বিকেল থেকে ফাল্গুনীর সঙ্গে বিবাদ শুরু হয় সুনীতা দেবীর। সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ তাঁকে খুন করা হয়। এরপর বাক্স এনে তাতে দেহ ঢুকাতে গিয়ে শরীর খণ্ডবিখণ্ড করা হয় বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত পিসিশাশুড়ির নাম সুনিতা ঘোষ। তিনি নবদ্বীপের নাদানঘাটা এলাকার বাসিন্দা। অভিযুক্ত মেয়ে ফাল্গুনী ঘোষ ও মা আরতি ঘোষ। ফাল্গুনীর পিসিশাশুড়ি সুনিতা দেবী। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে দেড়-দু' বছর আগে বীরেশপল্লির বাড়িতে ভাড়া আসেন ওই মা ও মেয়ে। মা আরতি ঘোষ আয়ার কাজ করতেন। মেয়ে ফাল্গুনী বিবাহবিচ্ছেদের মামলা চলছে। স্থানীয়দের দাবি, ফাল্গুনী অসংলগ্ন জীবনযাপন করতেন। মাঝেমধ্যে গভীর রাতে মদ্যপ অবস্থায় বাড়ি ফিরতে দেখা যেত। বিষয়টি নিয়ে এলাকার মানুষ একাধিকবার পুরপিতা ও বাড়ির মালিককে অভিযোগ করেছিলেন বলে দাবি এলাকাবাসীর।

সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, পারিবারিক বিবাদের জেরে পরিকল্পনা মাফিক পিসিশাশুড়িকে ডেকে এনে খুন করা হয়েছে। প্রথমে মাথায় আঘাত করে খুন করে দেহ টুকরো করে ট্রলি ব্যাগের মধ্যে ভরা হয়। সোমবার রাত্রে খুনের পর মঙ্গলবার সকালে বাক্সবন্দি দেহ বাড়ি থেকে নিয়ে বড় রাস্তা, সেখান থেকে ভ্যানে করে মধ্যমগ্রাম চৌমাথা হয়ে দোলতলায়, সেখান থেকে ক্যাবে করে কাজিপাড়া রেল স্টেশন। এরপর ৬৪৫ মিনিটের হাসনাবাদ-মাঝেরহাট লোকালে কুমারটুলির উদ্দেশ্যে রওনা দেন।

পঞ্চায়েত প্রধানের পদ বাতিল চাঁচল মহকুমা প্রশাসনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: হরিশ্চন্দ্রপুর ১ ব্লকের রশিদাবাদ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের পদ বাতিল করল চাঁচল মহকুমা প্রশাসন। কয়েক মাস আগে সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল দলের প্রধানের বিরুদ্ধে বাংলাদেশি নাগরিক হওয়া এবং ওবিসির জাল শংসাপত্র তৈরি করে অভিযোগ উঠেছিল সংশ্লিষ্ট ওই গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান লাভলি খাতুনের বিরুদ্ধে। হাইকোর্টে এবিষয়ে মামলায় দায়ের হয়। এরপরই হাইকোর্টের পক্ষ থেকে চাঁচল মহকুমা প্রশাসনকে বিষয়টি নিয়ে তদন্ত করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়। সেইমতো প্রধানের বিরুদ্ধে তদন্ত করেই এই নির্দেশ দিয়েছেন চাঁচল মহকুমাশাসক সৌভিক মুখার্জি। পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান একরামুল হককে আপাতত প্রধানের দায়িত্ব সামলানোর নির্দেশ দিয়েছে মহকুমা প্রশাসন। মঙ্গলবার বিষয়টি জানাজানি হতেই তৃণমূলের উপপ্রধান একরামুল হককে মিষ্টিমুখ করান দলের একাংশ কর্মী ও সমর্থকরা।

মহাকুমা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, হরিশ্চন্দ্রপুর ১ ব্লকের তৃণমূল পরিচালিত রশিদাবাদ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান লাভলি খাতুনের প্রধান পদ বাতিল করা হয়েছে। প্রশাসনের নির্দেশে সেই জায়গায় দায়িত্ব দেওয়া হয় উপপ্রধান একরামুল হক। লাভলি খাতুন বিগত পঞ্চায়েত ভোটে কংগ্রেসের প্রতীকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জয়লাভ করেছিলেন। প্রধান আসন সংরক্ষিত থাকায় সুযোগ বুঝে তৃণমূলে যোগদান করে প্রধান হয়ে যান লাভলি খাতুন। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থী লাভলি খাতুনের কাছে পরাজিত হয়েছিলেন তৃণমূল প্রার্থী রাহেনা সুলতানা। তিনি কলকাতা হাইকোর্টে অভিযোগ করেন বলেন লাভলি খাতুন বাংলাদেশের নাগরিক। ওবিসি জাল নথিপত্র বের করে তিনি প্রধান হয়েছেন। হাইকোর্টে অমৃতা সিনহার ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশে তদন্ত শুরু করেন চাঁচল মহকুমাশাসক সৌভিক মুখার্জি। মহকুমা শাসকের দপ্তরে একাধিকবার শুনানি হয়। শুনানিতে একাধিক অসঙ্গতি উঠে আসে। ভুয়ো বাবার নাম ব্যবহার করে এবং সাক্ষীদের সই জালিয়াতি করে লাভলি খাতুন ওবিসি শংসাপত্র বের করেছিলেন বলে অভিযোগ। সেই রিপোর্ট দেওয়া হয় হাইকোর্টে। কোর্টের নির্দেশে তারপর শোকজ করা হয় লাভলি খাতুনকে। এরপর বাতিল করা হলো প্রধানের পদ। যদিও এখনও সদস্য পদ খারিজ হয়নি।

এনিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছে বিরোধী দল বিজেপি। দলের জেলার সহ-সভাপতি অজয় গাঙ্গুলি জানিয়েছেন, ওই গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সদস্য পদ বাতিলের পাশাপাশি তাকে গ্রেপ্তার করা হোক। যদিও এব্যাপারে রশিদাবাদ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান লাভলী খাতুন কোনও মন্তব্য করেননি।

কালোবাজারে রেশনসামগ্রী বিক্রির অভিযোগে আটক ডিলার ও ফড়ে

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: এবার গ্রাহকদের বঞ্চিত করে এক ফড়েদারকে রেশনের মাল বিক্রি করার অভিযোগ উঠল এক রেশন ডিলারের বিরুদ্ধে। বিক্রির সময় হাতেনাতে ধরে ফেলে গ্রামবাসীরা। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় আরামবাগ মহকুমার গোঘাট থানার অন্তর্গত রঘুবাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের রাজগ্রামে।

মঙ্গলবার রেশনসামগ্রী নিতে এসে গ্রাহকরা দেখতে পায় সরকারি রেশনের বস্তা বস্তা চাল ও আটা ইঞ্জিনভ্যানে বোঝাই করা হচ্ছে। রেশন ডিলার ফড়েদার মারফত তা বিক্রি করে দিচ্ছে। জানতে পেরে গ্রাহকরা ওই ভ্যান আটকে দেন। তাঁরা ডিলারকে ঘিরে ধরে এই ঘটনার প্রতিবাদ করেন। ডিলারের শাস্তির দাবি তোলে গ্রামবাসীরা। এরপর ঘটনার খবর পেয়ে এলাকায় আসে গোঘাট থানার পুলিশ। ঘটনার খবর পেয়েই পুলিশ ওই ডিলার ও ফড়েদারকে আটক করে গোঘাট থানায় নিয়ে যায়। পাশাপাশি ইঞ্জিনভ্যান বোঝাই রেশনসামগ্রী উদ্ধার করেছে পুলিশ।

গ্রামবাসীর অভিযোগ, এই অনিয়ম অনেকদিন ধরেই চলছে। এদিকে ওই ফড়েদার ও রেশন ডিলার দু'জনেই অনিয়মের কথা স্বীকার করেছে বলে জানা গিয়েছে। রেশন ডিলার সুনীল ঘোষ বলেন, 'অনেক পাবলিক আছে আটার বদলে ময়দা নেয়, সেজন্য আমি ময়দা এনে ছিলাম, ফড়েদারকে আটা বিক্রি করছি।' গ্রামবাসীদের দাবি, বিভিন্ন দোকানে তা বিক্রি করা হয়। তবে প্রশ্ন উঠছে রেশনের মাল বিক্রি চক্র গোঘাটজুড়েই চলছে কি? এই ঘটনার নিন্দা জানিয়ে যথাযথ তদন্তের আশ্বাস দিয়েছেন গোঘাট-১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি।

তিনি বলেন, 'প্রথম খবরটা সকালেই পেয়েছিলাম। সাথে সাথে তৃণমূল অঞ্চল সভাপতিকে স্পটে পাঠিয়েছিলাম, সেখানে গিয়ে দেখে অভিযোগটা সম্পূর্ণ সত্য। রেশন ডিলার সেটা স্বীকার করেছে, সত্যিই নিন্দনীয় ঘটনা। ফুড ইন্সপেক্টরকে নিয়ে ওখানে অডিট করিয়ে ডিলারের বিরুদ্ধে আমরা ব্যবস্থা নেব। শুধু এখানেই নয় এলাকায় যত ডিলার রয়েছে তাদের জানাব আপনারা যথাযথ ভাবে সরকারি রেশন সাধারণ মানুষকে পরিষেবা দিন। তা না হলে আইনত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া Bank of India BOI Relationship beyond banking

বর্ধমান জোনাল অফিস
৪৪৬/এন, আর্মস্ট্রং এভিনিউ, বিধান নগর, সেক্টর -২এ, দুর্গাপুর, জেলা - বর্ধমান, পিন - ৭১৩২১২, ফোন নং - ০৩৪২-২৬৬৫৭০৩

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
পরিশিষ্ট - IV [দ্রষ্টব্য রুল-৮(১)]

যেহেতু
নিম্নস্বাক্ষরকারী ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, অনুমোদিত অফিসার হিসেবে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন ২০০২ এর ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **০৫.১২.২০২৪ তারিখে** ঋণগ্রহীতা **শ্রী বুদ্ধদেব ঘোষাল** পিতা সাধন কুমার ঘোষাল নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ **১৭,৪০,৭৫৩.৯৪ টাকা এবং ২৮.১০.২০২৪ থেকে ইউসিআই কার্যকর মতে (সতের লাখ চল্লিশ হাজার সাতশ তিপান্ন টাকা এবং চুরানব্বই পয়সা ইউসিআই ২৮.১০.২০২৪ থেকে কার্যকর মতে)** নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দেওয়ার জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাকে এবং সাধারণকে বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের স্বত্ব দখল করেছেন **২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে**।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া নিকট বকেয়া পরিমাণ **১৭,৪০,৭৫৩.৯৪ টাকা (সতের লাখ চল্লিশ হাজার সাতশ তিপান্ন টাকা এবং চুরানব্বই পয়সা)** এবং পরবর্তী সুদ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি বসবাসের প্লট জমি এবং ভবন সহ অবস্থিত মৌজা : বারকেন্দ্র, জেএল নং ১০, এলআর খতিয়ান নং ৪৫১, প্লট নং ৭১০, পো এবং থানা : সাঁইথিয়া , জমির এরিয়া : ০.০৫ একর, জেলা : বীরভূম (পশ্চিমবঙ্গ), পিন : ৭৩১২৩৪, **বুদ্ধদেব ঘোষাল এর নামে। ভবনের চৌহদ্দি :** উত্তরে : মীরা চ্যাটার্জির ভবন ;দক্ষিণে : পঞ্চায়েত সড়ক; পূর্বে : রবীন্দ্র নাথ ঘোষালের ভবন; পশ্চিমে : সড়ক।

তারিখ- ২৪.০২.২০২৫
স্থান- সাঁইথিয়া

অনুমোদিত অফিসার
ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া

SBI

এসবিআই, আরএসিপিসি দক্ষিণ কলকাতা (১৬২৮৬)
২য় তল, উইন্ডসোর হাইটস, ২৭৭, উত্তর কুমরোখালি,
ই এম বাই পাস, কলকাতা - ৭০০১০৩, ইমেল : sbi.16286@sbi.co.in

পরিশিষ্ট - IV [রুল-৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু
নিম্নস্বাক্ষরকারী অনুমোদিত অফিসার, **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আরএসিপিসি দক্ষিণ কলকাতা** এতদ্বারা ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে নিম্নে বর্ণিত তারিখে দাবি নোটিশ ইস্যু মারফত ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতার প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নস্বাক্ষরকারী জামিনদত্ত সম্পত্তিসমূহের স্বত্ব দখল করেছেন নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে। ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তিসমূহের লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আরএসিপিসি দক্ষিণ কলকাতা** নিকট বকেয়া পরিমাণ পরবর্তী সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ। ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতার নাম এবং ঠিকানা এ/সি নং সহ	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	১) দাবি নোটিশের তারিখ ২) দখল নোটিশের তারিখ ৩) বকেয়া পরিমাণ
১.	**শ্রীমতি পায়েল সাহা (আইনি উত্তরাধিকারী)** স্বামী প্রয়াত নিরুপম সাহা এবং **শ্রীমতি নমিতা সাহা (আইনি উত্তরাধিকারী)** স্বামী প্রয়াত নবকুমার সাহা, ১৪৭ ব্রহ্মপুর রোড, পো এবং থানা : বাঁশদ্রোণী, কলকাতা ৭০০০৭০। **লোন এ/সি নং ১১১২৯৫১০৫৩৯ (এইচবিএল)**	**সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী : নিরুপম সাহা, পিতা নবকুমার সাহা, দলিল নং ১-০০৪২৮/২০০৭, বুক নং ১, ভলুম নং ৩১, পৃষ্ঠা ৩২ থেকে ৭৪। ডিএসআর -১, আলিপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ।** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের **ফ্ল্যাট নং ৭,** ৩য় তলে, দক্ষিণ পূর্ব দিকে পরিমাণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া **৯১০ বর্গফুট,** দুই বেড রুম, এক লিভিং/ডাইনিং, এক কিচেন, এক ডব্লু সি বেং এক ব্যালকনি এবং একটি কার পার্কিং স্পেস পরিমাণ **১৫০ বর্গফুট** একতলায় (দ-প দিকে) এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ এবং প্রেমিসেস নং ২৬০, ব্রহ্মপুর, থানা : রিজেন্ট পার্ক, কলকাতা : ৭০০০৭০, এবং জমির অবিভক্ত অংশের যথাযথ ভাগ অংশ প্রেমিসেস নং ওয়ার্ড নং ১১২ , কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন, অংশত দাগ নং ৯, সিএস এবং আরএস খতিয়ান নং ৪২১, মৌজা : ব্রহ্মপুর, জেএল নং ৪৮, থানা : রিজেন্ট পার্ক, বর্তমানে বাঁশদ্রোণী, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা। **উক্ত প্রেমিসেস এর চৌহদ্দি : উত্তরে :** জমি প্লট নং ৪; **দক্ষিণে :** জমি প্লট নং ৫ এবং ১৬ ফুট চওড়া সড়ক; **পূর্বে :** জমি প্লট নং ৪/১ এবং ৮ ফুট চওড়া সড়ক; **পশ্চিমে :** ১২ ফুট চওড়া পুরসভা সড়ক।	১) ০৭.০৯.২০২৪ ২) ২১.০২.২০২৫ ৩) ৫,৪২,৯৪৫.০০ টাকা (পাঁচ লাখ বিয়াল্লিশ হাজার নশো পঁয়াতাল্লিশ টাকা) ০৭.০৯.২০২৪ অনুযায়ী এবং ০৮.০৯.২০২৪ থেকে পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য ইত্যাদি সহ
২.	**শ্রী জয়ব্রত চক্রবর্তী** পিতা শ্রী সন্তোষ কুমার চক্রবর্তী, **ফ্ল্যাট নং ১বি,** ২য়তলে, ১৫০/৩, বি বি চ্যাটার্জি রোড, ওয়ার্ড নং ৯২ (জোড়া মন্দির -ঢালি পাড়ার নিকট) কলকাতা ৭০০০৪২। লোন এ/সি নং **৩৯০১৫৭৮৭০১৫ (এইচবিএল)। ৪০৬০৭৬১৬৫০৩ (টপ আপ)। ৩৯০১৫৮৫২০৪৩ (সুরক্ষা)।**	**সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী : জয়ব্রত চক্রবর্তী, পিতা শ্রী সন্তোষ কুমার চক্রবর্তী। দলিল নং ১৬০৬০৫১০৯-২০১৯ সালের, নথিভুক্ত বুক নং ১, ভলুম নং ১৬০৬-২০১৯, পৃষ্ঠা ১৯১৮৩৭ থেকে ১৯১৮৭৩, এডিএসআর দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ।** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট নং **১বি,** উত্তর পশ্চিম দিকে দোতলায় পরিমাণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া **৬৫৫ বর্গফুট,** ২ বেড রুম, ১ ড্রইং তথা ডাইনিং, ১ কিচেন, ২ টয়লেট/বাথরুম, ১ ব্যালকনি, মোজাইক মেঝে, লিফট সুবিধা ব্যতীত ভবনে এবং অবিভক্ত সম্পত্তি, সকলের সুবিধা পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত সিঁড়ি, লবি , চাতাল,সীমা পাঁচিল **অহনা** নামে ভবনে অবস্থিত প্রেমিসেস নং ১৫০/৩, বি বি চ্যাটার্জি রোড, ওয়ার্ড নং ৯১, অ্যাসেসি নং ২১০৯১০৩০৩৯৮৩, থানা : কসবা, কলকাতা : ৭০০০৪২, সংশ্লিষ্ট সকল সুবিধা এবং ভাগ অংশ ব্যবহারের অধিকার সমন্বিত উক্ত প্রেমিসেসের সকলের জন্য ব্যবহারের এলাকা। **প্রেমিসেস এর চৌহদ্দি : উত্তরে :** সাধারণ চলার পথ; **দক্ষিণে :** ১০ সাধারণ চলার পথ; **পূর্বে :** প্রেমিসেস নং ১৫০, বি বি চ্যাটার্জি রোড; **পশ্চিমে :** পুরসভা সড়ক পরিচিত বি বি চ্যাটার্জি রোড।	১) ০৫.১২.২০২৪ ২) ২১.০২.২০২৫ ৩) ২৭,৪৩,০৫৯.০০ টাকা (সাতাশ লাখ তেতাল্লিশ হাজার উনষাট টাকা) ০৫.১২.২০২৪ অনুযায়ী এবং ০৬.১২.২০২৪ থেকে পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য ইত্যাদি সহ
৩.	**শ্রীমতি মীনা সরকার** স্বামী প্রয়াত মন্টু সরকার এবং **শ্রী বাবুসোনা সরকার,** পিতা প্রয়াত মন্টু সরকার এবং শ্রীমতি সুস্মিতা সরকার , পিতা প্রয়াত মন্টু সরকার, সকলেই প্রয়াত মন্টু সরকার ঋণগ্রহীতার আইনি উত্তরাধিকারী, আর-৮২ কামডহরি পূর্ব-পাড়া, পো গড়িয়া, থানা : বাঁশদ্রোণী, কলকাতা-৭০০০৮৪। **লোন এ/সি নং ৪০১৭৯৮৩০৬০৯ (এইচবিএল)।**	**সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী : মন্টু সরকার পিতা প্রয়াত অনিল সরকার, (প্রয়াত) দলিল নং ১৬০১০০১৪৮-২০২১ সালের, নথিভুক্ত বুক নং ১, ভলুম নং ১৬০১-২০২১, পৃষ্ঠা ৮৩৭৯- থেকে ৮৪১৯, ডিএসআর -১, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ।** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের **ফ্ল্যাট নং ৪সি,** ৫মতলে, পরিমাণ ৭৯৮ বর্গফুট কমবেশি সুপার বিল্ট আপ এরিয়া, দুই বেড রুম, এক কিচেন, লিভিং/ডাইনিং স্পেস, এক টয়লেট, এক ডব্লু সি, মার্বেল মেঝে উক্ত নবনির্মিত **প্রফুল্ল ভবন** নামে ভবনে সম্পূর্ণ নির্মিত বসবাসের উপযুক্ত এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ প্রেমিসেস নং মৌজা কামডহরি, কেএমসি ওয়ার্ড নং ১১১, প্রেমিসেস নং ১/২ , পেয়ারা বাগান , কামডহরি, গড়িয়া, থানা : বাঁশদ্রোণী, কলকাতা ৭০০০৮৪। **প্রেমিসেসের চৌহদ্দি : উত্তরে :** ৬.১৩ মি (২০ ফুট) চওড়া কেএমসি রোড, **দক্ষিণে :** সত্যব্রত নারায়ণ চৌধুরীর জমি; **পূর্বে :** ৮.৫৩ মি (২৮ ফুট) চওড়া কেএমসি সড়ক, **পশ্চিমে :** প্রেমিসেস নং ১/৩ পেয়ারা বাগান।	১) ০৬.০৯.২০২৪ ২) ২১.০২.২০২৫ ৩) ১৬,৮৬,৪১৯.০০ টাকা (ষোলো লাখ ছিয়াশি হাজার চারশ উনিশ টাকা) ০৬.০৯.২০২৪ অনুযায়ী এবং ০৭.০৯.২০২৪ থেকে পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য ইত্যাদি সহ

তারিখ - ২১.০২.২০২৫
স্থান - উত্তর কুমরোখালি, কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD

জোনাল অফিস - কলকাতা দক্ষিণ
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৪র্থ তল,
কলকাতা-৭০০০০১

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় নিমিত্ত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট - IV-A [দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬) এবং ৯(১)]
ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ স্থাবর সম্পদের জন্য ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্টর অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং ৯(১) সংস্থান অধীনে
এতদ্বারা সাধারণকে সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে, নিম্নে বর্ণিত বন্ধকী/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (জামিন অধীনে ঋণদাতা)** নিকট যা নির্ধারিত ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত** বিক্রয় করা হবে **"যেখানে যেমন অছে", "যেখানে যা আছে", এবং "যেমন অবস্থায় আছে ভিত্তিতে" ১৫.০৩.২০২৫ অনুযায়ী, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, বরিষা শাখা (জামিন অধীনে ঋণদাতা) ৬৩,৫২,৯৯৯.০০ টাকা (তেষট্টি লাখ বাহান্ন হাজার নশো নিরানব্বই টাকা) ২০.০৪.২০১৮** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় আদায়ের জন্য **মেসার্স ওয়েস্টার্ন ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্যাসেস (ঋণগ্রহীতা) (স্বত্বা - শ্রী রাজনারায়ণ কুশওয়াহা)** ঠিকানা - ৪/১, রাজা রাম মোহন রায় রোড, কলকাতা - ৭০০০০৮ কাছ থেকে।
ই-নিলাম প্রক্রিয়া অধীনে বিক্রয় অধীন সম্পত্তির নিম্নোক্ত মতে নির্দিষ্ট বিস্তারিত :

ক্র. নং.	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১	ক) মেসার্স ওয়েস্টার্ন ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্যাসেস (ঋণগ্রহীতা) **স্বত্বাধিকারী : শ্রী রাজনারায়ণ কুশওয়া** ৪/১, রাজা রাম মোহন রায় রোড, কলকাতা : ৭০০০০৮ **শ্রী রাজ নারায়ণ কুশওয়া (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা)** পিতা প্রয়াত চন্দন কুশওয়া, ফ্ল্যাট নং ৩এ এবং ৩বি, ৪র্থতল, সুরধ্বনি অ্যাপার্টমেন্ট, বীরেন রায় রোড, পো : জোতে শিবরামপুর, কলকাতা : পিন : ৭০০১৪১। খ) বড়িশা শাখা	স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১৭০৪ বর্গফুট সুরধ্বনি অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট ৩এ এবং ৩বি, ৪র্থতল (দক্ষিণ পশ্চিম দিকে) বীরেন রায় রোড (পশ্চিম), পো : জোতে শিবরামপুর, থানা : মহেশতলা, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, সুতি-২ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, মৌজা : সরসুনা, আরএস দাগ নং ১, আরএস খতিয়ান নং ৯৬২, তৌজি নং ৪৭ এবং ৫১, জেএল নং ১৭, আরএস নং ৪৮৬, ১২/সি/১, বাসস্ট্যান্ডের নিকট, স্বত্ব দলিল নং ৯৩৬২-২০০৬ সালের, **রাজ নারায়ণ কুশওয়া এর নামে। চৌহদ্দি :** উত্তরে : অন্যান্যর জমি এবং ভবন, দক্ষিণে : বীরেন রায় রোড (পশ্চিম), পূর্বে : অন্যান্যর জমি এবং ভবন, পশ্চিমে : অন্যান্যর জমি এবং ভবন।	**৬৩,৫২,৯৯৯.০০ টাকা (তেষট্টি লাখ বাহান্ন হাজার নশো নিরানব্বই টাকা) ২০.০৪.২০১৮** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং খরচ সহ	ক) ৩৬,০০,০০০.০০ টাকা (*) (ছত্রিশ লাখ টাকা) খ) ৩,৬০,০০০.০০ টাকা (তিন লাখ ষাট হাজার টাকা) গ) ১০,০০০.০০ টাকা (দশ হাজার টাকা) ঘ) IDIB50185474998 ঙ) অনুমোদিত অফিসারের জ্ঞান এবং তথ্যমতে, উপরে উল্লিখিত সম্পত্তির কোনও দায়বদ্ধতা নেই চ) স্বত্ব দখলীকৃত

যোগাযোগের বিস্তারিত - ৭০০৩৩ ১৫২২৩

(*) সংরক্ষিত মূল্যের উপরে বিক্রয় মূল্য হতে হবে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ১৫.০৩.২০২৫, সময় - সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম https://baanknet.com

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি.**-এর ওয়েবসাইট **https://baanknet.com** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০ ইমেল আইডি : support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীর হেল্পলাইন নম্বরে। রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য মেল করুন **support.BAANKNET@psballiance.com**
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ফটোগ্রাফ এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন **https://baanknet.com** এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে **যোগাযোগ নং ৮২৯১২২০২২০-এ** যোগাযোগ করুন।
দরদাতাদের https://baanknet.com-এর সাথে ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ - ২১.০১.২০২৫/স্থান- কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার/ ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া Bank of India BOI Relationship beyond banking

বর্ধমান আঞ্চলিক দপ্তর
৪৪৬/এন, আর্মস্ট্রং এভিনিউ, বিধাননগর, সেক্টর-২এ, দুর্গাপুর
জেলা- বর্ধমান, পিন-৭১৩২১২, দূরভাষ নং ৭৪৭৯০০৭৩৫৬

ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি (অস্থাবর/স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

পরিশিষ্ট- IV-A [রুল ৮(৬) এবং রুল ৬(২) -এর বিধান দ্রষ্টব্য]
অস্থাবর/স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর রুল ৮(৬) এবং রুল ৬(২) -এর বিধান সহ পঠিত সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ -এর অধীনে অস্থাবর/স্থাবর সম্পদ বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষত ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদারদের নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তিগুলি সুরক্ষিত ক্রেডিটরের কাছে বন্ধক/চার্জ করা হয়েছে, যার গঠনমূলক দখল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত আধিকারিকদের দ্বারা নেওয়া হয়েছে, নীচে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা/জামিনদারদের কাছ থেকে ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার প্রাপ্য নীচে উল্লিখিত পরিমাণগুলি পুনরুদ্ধারের জন্য **২৫/০৩/২০২৫** তারিখে "যেমন আছে সেখানে" বিক্রি করা হবে, "যেমন আছে", এবং "যা কিছু আছে" ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে। রিজার্ভ মূল্য এবং আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট নীচে উল্লেখ করা হয়েছে।

ক্র. নং	ঋণগ্রহীতা/জামিনদারদের নাম ও ঠিকানা সহ শাখার নাম	সম্পত্তির বিবরণ	ক. সুরক্ষিত ঋণ/বকেয়ার পরিমাণ (টাকায়) খ. দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ গ. দখলের তারিখ	১. মজুত মূল্য ২. অগ্রিম মূল্য জমা (ইএমডি) ৩. বিড বর্ধিত অঙ্ক
১.	**চিত্তরঞ্জন শাখা** অ্যাকাউন্টের নাম: **শ্রীমতি জয়শ্রী দাস** **ঋণগ্রহীতার নাম:- শ্রীমতী জয়শ্রী দাস,** স্বামী- শ্রী দেবোত্তম দাস, বাসস্থান- এসটি নং- ৩৭, কোয়ার্টার নং ১/২এ, চিত্তরঞ্জন, জেলা- পশ্চিম বর্ধমান।	**প্রস্তুতকারক ও মডেল:** হুন্ডাই মোটর ইন্ডিয়া লিমিটেড, VERNA FL VTVT **রেজিস্ট্রেশন নং:** WB-38AL-1132, **রেজিস্ট্রেশনের তারিখ:** ০৫.০৬.২০১৭ **ইঞ্জিন নং:** G4FAGW586761, **চ্যাসিস নং:** MALCT41CLHM226451, **জ্বালানির ধরণ:** পেট্রোল **সাল:** ২০১৭	ক. ২৬.৫৪ লক্ষ টাকা সহ ইউসিআই সহ অন্যান্য চার্জ।	১) ২,০৫,৫০০.০০ টাকা ২) ২০,৫৫০.০০ টাকা ৩) ১০,০০০.০০ টাকা
২.	**দুর্গাপুর শাখা** অ্যাকাউন্টের নাম: **শ্রী সুভাষ বসু** **ঋণগ্রহীতার নাম:- শ্রী সুভাষ বসু,** নিবন্ধিত স্বত্বাধিকারী- শ্রীমতী মহুয়া বসু, ঠিকানা- ১এ/২৯ অরবিন্দ অ্যাভিনিউ, এ-জোন, দুর্গাপুর, পশ্চিম বর্ধমান। পিন - ৭১৩২০৪	**প্রস্তুতকারক ও মডেল:** ফোর্ড ফিগো অ্যাস্পায়ার ১.৫ TDCI DIES **রেজিস্ট্রেশন নং :** WB-39B-4441, **রেজিস্ট্রেশনের তারিখ:** ০৭.০৯.২০১৭, **ইঞ্জিন নম্বর :** HP09773, **চ্যাসিস নং:** MAJZXXMTKZH P09773, **জ্বালানির ধরণ:** ডিজেল, **সাল:** ২০১৭	ক. ২.৫০ লক্ষ টাকা সহ ইউসিআই সহ অন্যান্য চার্জ।	১) ১,০৯,৯০০.০০ টাকা ২) ১০,৯৯০.০০ টাকা ৩) ১০,০০০.০০ টাকা
৩.	**আসানসোল শাখা** অ্যাকাউন্টের নাম: **শম্ভু নাথ যাদব** **ঋণগ্রহীতার নাম:- শ্রী শম্ভু নাথ যাদব,** পিতা-শ্রী ফৌজদার যাদব, **বাসস্থান-** সায়ের পাড়া কালিকাপুর, পোস্ট- চেলিডাঙ্গা, আসানসোল- ৭১৩৩০৪ এবং শ্রীমতী সরিতা ভার্মা, স্বামী-শম্ভু নাথ যাদব, সায়ের পাড়া কালিকাপুর, পোস্ট- চেলিডাঙ্গা, আসানসোল- ৭১৩৩০৪ এবং **এছাড়াও** শিব মন্দির, রাধা নগর রোড, নিচু পাড়া, আসানসোল।	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত সম্পত্তি অবস্থিত ফ্ল্যাট নং এফ০৩, ৫ম তলে, বিঘ্নেশ্বর আর্কেড অবস্থিত আরএস প্লট নং ১০৯৩ (এলআর প্লট নং ১৩০০) আরএস প্লট নং ১০৯৮ (এলআর প্লট নং ১৩০৫) আরএস প্লট নং ১০৯৯ (এলআর প্লট নং ১৩০৬) আরএস খতিয়ান নং ৫৪৫ (এলআর খতিয়ান নং ২৩৪২) জেএল নং ৩৫, মৌজা - আসানসোল, থানা - আসানসোল, আসানসোল - ৭১৩৩০৩ আসানসোল পুরসভা অধীন জেলা - বর্ধমান দলিল নং ১-৪৮৮১ তাং ২০.০৬.২০১৮ এরিয়া ১১৮৮ বর্গফুট এবং পার্কিং ২১ বর্গফুট/১২০ বর্গফুট। **সম্পত্তির যৌথ স্বত্বাধিকারী শ্রী শম্ভুনাথ যাদব এবং শ্রীমতি সরিতা বর্মা। সম্পত্তির চৌহদ্দি :** পূর্বে - অন্যান্যর জমি, পশ্চিমে - এসপি মুখার্জি রোড, উত্তরে - অন্যান্যর জমি, দক্ষিণে - সড়ক।	ক. ২৯.৪৭ লক্ষ টাকা সহ ইউসিআই সহ অন্যান্য চার্জ। খ. ৩০.১১.২০২১ গ. ২৩.০৫.২০২২	১. ২৬,৭০,০০০.০০ টাকা ২. ২,৬৭,০০০.০০ টাকা ৩. ১০,০০০.০০ টাকা
৪.	**জামুরিয়া শাখা** অ্যাকাউন্টের নাম: **সাদর আলম** **ঋণগ্রহীতার নাম: সাদর আলম** আম্বেদকর রোড, মুসলিমপাড়া, দিলদার নগর, আসানসোল - ৭১৩৩০৩	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত বসবাসের জমি এবং তদস্থিত ভবন, স্বত্বাধিকারী সদর আলম, জেএল নং ২০, খতিয়ান নং ৪০৯৩, দাগ নং ৩০১৩২, থানা : আসানসোল দক্ষিণ,জেলা : পশ্চিম বর্ধমান।	ক. ২৮.৭৪ লক্ষ টাকা সহ ইউসিআই সহ অন্যান্য চার্জ। খ. ০৮.০৮.২০২৩ গ. ০৬.১২.২০২৩	১) ২১,৫১,০০০.০০ টাকা ২) ২, ১৫,১০০.০০ টাকা ৩) ১০,০০০.০০ টাকা
৫.	**সাতগাছিয়া শাখা** অ্যাকাউন্টের নাম: **কাজী সাবিবুর রহমান** **ঋণগ্রহীতাদের নাম:- জনাব কাজী সাবিবুর রহমান (পিতা- জনাব কাজী মফিজার রহমান, ঠিকানা:** গ্রাম- জাবুই, পোস্ট-জাবুই, মৌজা- জাবুই, থানা- মেমারী, জেলা- পূর্ব বর্ধমান।	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত সম্পত্তি অবস্থিত মৌজা - জাবুই, থানা - মেমারি, জেলা- পূর্ব বর্ধমান, বিক্রয় দলিল নং ৭০৪, তারিখ ২৪.০২.২০০৯, জেএল নং ৬৬, এলআর খতিয়ান নং ১১৮৭৫, আরএস এবং এলআর প্লট নং ৭৯৩, এরিয়া ১৮ ডেসিমেল, **সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী শ্রী কাজি সাবিবুর রহমান। সম্পত্তির চৌহদ্দি :** পূর্বে - কাজি আবদুল গণির সম্পত্তি, পশ্চিমে - কাজি মাদাশ্বর রহমানের সম্পত্তি, উত্তরে - বর্ধমান-কালনা রোড, দক্ষিণে - গঙ্গাধর হাজরার সম্পত্তি।	ক. ৪০.৭৩ লক্ষ টাকা সহ ইউসিআই সহ অন্যান্য চার্জ। খ. ১১.১২.২০২৩ গ. ১২.০৩.২০২৪	১) ২৫,৩৬,০০০.০০ টাকা ২) ২,৫৩,৬০০.০০ টাকা ৩) ১০,০০০.০০ টাকা
৬.	**আসানসোট শাখা** অ্যাকাউন্টের নাম: **শঙ্খদীপ গাঙ্গুলি** **ঋণগ্রহীতার নাম:- শ্রী শঙ্খদীপ গাঙ্গুলি** পিতা- প্রয়াত স্বপন কুমার গাঙ্গুলী, **বাসস্থান-** জে কে নগর প্রজেক্ট কোয়ার্টার, পোস্ট- বিধান বাগ, থানা- রানিগঞ্জ, আসানসোল- ৭১৩৩৩৭	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত সম্পত্তি অবস্থিত পূজা অ্যাপার্টমেন্ট ফ্ল্যাট নং এফ-৮ ৪র্থ তল, এসপি মুখার্জি রোড, মুরদাশোল আসানসোল ৭১৩৩০৩ বিক্রয় দলিল নং ১-০২০৫০৩৪১৬ তাং ২৪.০৪.২০১৮ প্লট নং ৭৬৯, আরএস খতিয়ান নং ৩৪৩, জেএল নং ৩৫, থানা - আসানসোল, এরিয়া ৯০৩ বর্গফুট, **সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী শ্রী শঙ্খদীপ গাঙ্গুলি। সম্পত্তির চৌহদ্দি -** পূর্বে - ১৬ ফুট চওড়া সড়ক, পশ্চিমে - সুশান্ত চ্যাটার্জির ভবন, উত্তরে - দেবব্রত মজুমদার, বিশ্বনাথ ভাদুড়ি ইত্যাদির ভবন, দক্ষিণে - এ কে দত্ত এবং নিমাই দাসের ভবন।	ক. ২৭.২২ লক্ষ টাকা সহ ইউসিআই সহ অন্যান্য চার্জ। খ. ০৩.০১.২০১৯ গ. ০৪.০৫.২০১৯	১. ১৯,৭৩,০০০.০০ টাকা ২. ১,৯৭,৩০০.০০ টাকা ৩. ১০,০০০.০০ টাকা
৭.	**সাতগাছিয়া শাখা** অ্যাকাউন্টের নাম: **শ্রাবস্তী কৃষি ভান্ডার** **ঋণগ্রহীতাদের নাম:- মেসার্স শ্রাবস্তী কৃষি ভান্ডার (স্বত্বাধিকারী- শ্রী অমরনাথ সিংহ রায়** পিতা- শ্রী অসিতাভ সিংহ রায়, **ঠিকানা-** গ্রাম বোহার পোস্ট- বোহার মৌজা- বোহার, থানা- মেমারি, জেলা- পূর্ব বর্ধমান।	**সম্পত্তি ১ :** অবস্থিত গ্রাম বোহার, পোঃ - বোহার, থানা - মেমারি, মৌজা - বোহার, জেএল নং ৯৩, আরএস এবং এলআর খতিয়ান নং ৩৪০৭, আরএস এবং এলআর প্লট নং ৫৬১৮, বোহার ২ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন পিন - ৭১৩৪৩০ **সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী শ্রী অমর নাথ সিংহ রায়। সম্পত্তির চৌহদ্দি** - পূর্বে - অন্যান্যর ভবন, পশ্চিমে - ৮ ফুট চওড়া পিসিসি রোড, উত্তরে - অন্যান্যর খালি জমি, দক্ষিণে - ৬ ফুট চওড়া পিসিসি রোড। **সম্পত্তি ২ :** অবস্থিত গ্রাম বোহার, পোঃ - বোহার, থানা - মেমারি, মৌজা - বোহার, জেএল নং ৯৩, আরএস এবং এলআর খতিয়ান নং ৩৪০৭, আরএস এবং এলআর প্লট নং ৫২৩৮, বোহার ২ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন পিন - ৭১৩৪৩০। **সম্পত্তির চৌহদ্দি** - পূর্বে - ১০ ফুট চওড়া সড়ক, পশ্চিমে - সুকুর আলির ভবন, উত্তরে - অশোক কুমার সিংহ রায়ের জমি, দক্ষিণে - দোকান।	ক. ৩১.২০ লক্ষ টাকা সহ ইউসিআই সহ অন্যান্য চার্জ। খ. ৩১.১০.২০২৩ গ. ০৯.০২.২০২৪	১) ২৯,০৩,০০০.০০ টাকা ২) ২,৯০,৩০০.০০ টাকা ৩) ১০,০০০.০০ টাকা; ১) ১৯,৫০,০০০.০০ টাকা ২) ১,৯৫,০০০.০০ টাকা ৩) ১০,০০০.০০ টাকা

নিয়ম ও শর্তাবলী:
(১) নিলাম বিক্রয়/ডাক কেবল "অনলাইন ইলেকট্রনিক বিডিং" প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ওয়েবসাইট **https://ebkray.in** -এর মাধ্যমে হবে।
(২) সমস্ত সম্পত্তির ক্ষেত্রে নিলামের তারিখ ও সময় **২৫.০৩.২০২৫ বেলা ১০.০০টা থেকে বিকেল ০৫.০০টা পর্যন্ত,** যার অসীমিত সম্প্রসারণ হবে প্রতি ৫ মিনিটের, অর্থাৎ প্রথম পর্বে নিলাম প্রক্রিয়া চলবে ১৮০ মিনিট এবং যদি শেষ ৫ মিনিটে একটি বৈধ ডাক পাওয়া যায়, নিলাম আরও ৫ মিনিটের জন্য প্রসারিত হবে। এই প্রক্রিয়া চলতেই থাকবে যতক্ষণ শেষ ৫ মিনিটে কোনও বৈধ ডাক না থাকে। উপরোক্তমতো সংরক্ষিত মূল্যে নিলাম শুরু হবে। আগ্রহী পার্টিরা সম্পত্তিগুলি **২৪.০৩.২০২৫ তারিখ (বিকাল ০৪.০০টা পর্যন্ত)** পর্যন্ত দেখতে পারেন।
(৩) **আগ্রহী ডাকদাতারা পোর্টাল https://BAANKNET.com -এ তাঁদের নাম রেজিস্ট্রি করতে পারেন ও ইউজার আইডিও পাসওয়ার্ড পেতে পারেন। সম্ভাব্য ডাকদাতারা উপরের ইঅকশন দেখুন কীভাবে অকশনের জন্য রেজিস্টার করবেন, অকশনের মোড এবং অন্যান্য প্রসেসের জন্য। সম্ভাব্য ডাকদাতারা যোগাযোগ করতে পারেন ব্যক্তি ০৩৩-২২১০-৭৪৪৮ নম্বরে, অমিত কুমার সিং (+৯১৯০০৬০৮২০৪৫) অথবা অভিষেক পরাশর (+৯১ ৮২০৮১ ৯০৩৬৭)-এর সঙ্গে।**
(৪) উপরোক্ত সম্পত্তি/পরিসম্পৎ **"যেখানে যে-অবস্থায় আছে ভিত্তিতে", "যেখানে যাহাই আছে ভিত্তিতে" এবং "কোনও রিকোর্স ব্যতীত ভিত্তিতে"** বিক্রি হবে। আগ্রহী ডাকদাতারা তাঁদের ডাক দাখিলের পূর্বে নিলানের প্রদত্ত সম্পত্তির ঝঞ্ঝাট ও স্বত্ব এবং সম্পত্তিতে প্রভাব ফেলে এমন দাবি/স্বত্ব/বকেয়া সম্পর্কে নিজস্ব খোঁজখবর নেবেন। অনুমোদিত অফিসার/জামিনযুক্ত উত্তমর্ণরা যে-কোনও তৃতীয় পক্ষের দাবি/স্বত্ব/বকেয়ার জন্য কোনওভাবেই দায়ী হবেন না।
(৫) উপরোক্ত তফসিলে বর্ণিত হয়েছে প্রাপ্ত সেরা তথ্য এবং এই পাবলিক নোটিসে কোনও ভ্রান্তি, ভুল বিবরণ বা কিছু বাদ গেলে অনুমোদিত অফিসার/ব্যাঙ্ক অনুমোদিত অফিসার এবং/বা ব্যাঙ্ক জবাবদিহির যোগ্য হবেন না।
(৬) উপরোক্ত সম্পত্তিগুলি উপরে বর্ণিত সংরক্ষিত মূল্যের নীচে বিক্রি হবে না। আগ্রহী ডাকদাতাদের উপরে বর্ণিত বায়নার টাকা (ইএমডি) **মেসার্স পিএসবি অ্যালায়ান্স প্রাঃ লিঃ** দ্বারা **BAANKNET** পোর্টালের উপর প্রোভাইড ওয়ালেটে জমা দিতে হবে।
(৭) আগ্রহী ডাকদাতাদের উক্ত পোর্টালে রেজিস্টার করতে হবে অকশনের আগেই এবং বিবরণ দাখিল করতে হবে **২৫.০৩.২০২৫** তারিখ বা তার পূর্বে।
(৮) সর্বোচ্চ/সফল ডাকদাতাকে বিক্রয় সম্পর্কে অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক ডাক গৃহীত হওয়ার অব্যবহিত পরেই ইতিমধ্যে প্রদত্ত ইএমডি সামিল করে ডাক অর্থে ২৫ শতাংশ জমা দিতে হবে;বিক্রয় অসম্পূর্ণ/বিফল হলে ইএমডি ফেরতযোগ্য নয়। সর্বোচ্চ ডাকদাতাকে তার ডাক দেওয়ার আইনগত যোগ্যতা সাপেক্ষে এখানে বর্ণিত সম্পত্তির সফল ডাকদাতা/ক্রেতা হিসাবে ঘোষণা করা হবে।
(৯) ডাক/ক্রয় অর্থে অবশিষ্ট ৭৫ শতাংশ অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক বিক্রয় সুনিশ্চিত করার অথবা অনুমোদিত অফিসারের একক সিদ্ধান্তে লিখিতভাবে সম্মতিক্রমে ও ওইরূপ সম্প্রসারিত সময়কালে ব্যাঙ্কের কার্যকালে **১৫ দিনের** মধ্যে আদায় দিতে হবে। সফল ডাকদাতা কোনও কারণে পেমেন্ট করতে ব্যর্থ হলে ডাকদাতার ইতিমধ্যেই জমা দেওয়া টাকা বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং অনুমোদিত অফিসার/ব্যাঙ্ক-এর স্বাধীনতা থাকবে নিলাম বাতিল করার ও নতুন নিলাম পরিচালনার।
(১০) গোটা বিক্রয় পর্ব মিটে যাওয়ার পর অনুমোদিত অফিসার ডাকদাতা বা তাঁর নমিনি বা অন্য ব্যক্তির সঙ্গে যুগ্মভাবে ডাকদাতার নামে সেল সার্টিফিকেট ইস্যু করবেন এবং বিক্রি প্রক্রিয়াকে সম্পূর্ণ বলে ঘোষণা করবেন এবং আর কোনও দাবি গ্রাহ্য করবে না।
(১১) অনুমোদিত অফিসার সর্বোচ্চ ডাক বা যে কোনও বা সমস্ত ডাক গ্রাহ্য করতে বাধ্য নন এবং কোনও কারণ না দেখিয়ে যেকোনও বা সমস্ত ডাক গ্রাহ্য বা অগ্রাহ্য করতে পারেন এবং নিজের নিরঙ্কুশ সিদ্ধান্তে বিক্রির যেকোনও শর্তে তারতম্য সংশোধন বা সরিয়ে দিতে পারেন।
(১২) সফল ডাকদাতা/ক্রেতা কনভেয়েন্স ডিড, কর, সার্ভিস ট্যাক্স/টিডিএস সহ (৫০ লক্ষ টাকা বা তদূর্ধ্ব মূল্যে সম্পত্তির জন্য ১৯৪ আইএ ধারা অনুযায়ী) যদি থাকে প্রদেয় চার্জ/ফি বহন করতে হবে।
(১৩) এই বিজ্ঞাপন প্রকাশ উপরোক্ত ঋণগ্রহীতা/জামিনদার/বন্ধকদাতাদের প্রতি অগ্রিম ২০০২ সালের দ্য সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস-এর রুল ৮(৬) এবং রুল ৬(২) অধীন ১৫ দিনের নোটিসও।

তারিখ: ২৫.০২.২০২৫
স্থান: দুর্গাপুর

অনুমোদিত অফিসার
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

বিলম্বিত বোধদয় ! অবশেষে ঋদ্ধিকে সংবর্ধিত করবে সিএবি

অনির্বাণ গঙ্গোপাধ্যায়

ফাইল চিত্র

বিলম্বিত বোধদয়! অবশেষে ভারতের অন্যতম সেরা উইকেটকিপার-ব্যাটার ঋদ্ধিমান সাহার কেরিয়ারের বিদায়পর্বে সিএবি মুখ ঘুরিয়ে থাকলেও, এবার উদ্যোগ নিল সংবর্ধনা দেওয়ার। আগামী ২ মার্চ ঋদ্ধিমান সাহাকে তাঁর অবদানের জন্য দেওয়া হবে সংবর্ধনা। ঘরের মাঠ ইডেনে বাংলার রঞ্জি ম্যাচেই কেরিয়ারকে বিদায় জানান ঋদ্ধিমান সাহা। অথচ ঋদ্ধির কেরিয়ার যতটা উজ্জ্বল, ততটাই অনুজ্জ্বল ছিল সিএবির উদ্যোগ। বাকি সংবাদমাধ্যম ঋদ্ধিমানের প্রতি দায়সাড়া মনোভাবে চুপ থাকলেও, তা নিয়ে একমাত্র সরব হয় একদিন সংবাদপত্র। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের পর দ্বিতীয় বাঙালি ঋদ্ধিমান সাহা যিনি এতগুলো আন্তর্জাতিক টেস্ট ম্যাচ খেলেছেন। কিন্তু তার শেষ ম্যাচে তার এতটুকুও আবেগ দেখা যায়নি। একটা শাল আর উত্তরীয় দিয়ে সংবর্ধিত করেন সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়। সতীর্থদের পাশে নিয়ে কেক কাটা, ফুলের তোড়া আর গার্ড অফ অনার। কেউ কেউ ব্যক্তিগতভাবে হ্যান্ডশেক, আর আম্পায়ার্স কমিটির চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে সংবর্ধনা। ব্যস, সব নিয়ে অবদানের স্বীকৃতি শেষ হয়েছিল! সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় নিজেও একদিন খেলা দেখতে এসেছিলেন ঠিকই, শেষদিন সিএবিতে সন্ধেবেলা এলেও পাশে থাকেননি, দেখাও হয়নি। সামান্য আইপিএলের সাধারণ ম্যাচ হলেই যেখানে কর্তাদের চাঁদের হাট বসে যায় ক্লাবহাউজে, সেইসব বড়ো-মেজ-সেজ-সিকি-আধুলি কোনও কর্তারই দেখা পাওয়া যায়নি ঋদ্ধির শেষদিন। এমনকি হাজির বা আমন্ত্রিত ছিলেন না বাংলার কোনও প্রাক্তন ক্রিকেটারও। বাংলার সতীর্থদের কাঁধে চড়েই নিঃসঙ্গ শিলিগুড়ির পাপালি ইডেন ছাড়েন। মাঠের মধ্যে ম্যাচ শেষে মাঠে ঢুকে শুভেচ্ছা জানান ঋদ্ধির স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা। কেন এমন নমো নমো করে বিদায়পর্ব, একদিন ছাড়া অন্য সংবাদমাধ্যম মুখে কুলুপ আঁটে কোনও অদৃশ্য উদ্দেশ্যে। অবশেষে ফ্র্যাঙ্ক ওরেল ডে'র দিন এই নিয়ে সিএবির সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি জানান, 'ঋদ্ধিমান সাহাকে আলাদাভাবে সংবর্ধনার কথা ভাবছে সিএবি'। সেইসঙ্গে তিনি এও জানান, 'আমি সভাপতি থাকি বা না থাকি ঋদ্ধিমানের যা অবদান তাতে তাঁর নামেও একদিন স্ট্যান্ড হবে ইডেনে'। এতদিন পর আগামী ২ মার্চ তা হতে চলেছে। তবে সিএবির অন্দরে কান পাতলেই শোনা যাচ্ছে ড্যামেজ কন্ট্রোল করতেই নাকি তড়িঘড়ি উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। ময়দানের বিসি রায় ক্লাবহাউজেই চর্চা শুরু হয়ে গেছে, যার জন্য বাংলা ছেড়ে ত্রিপুরা চলে যান, সেই কর্তাই টাউন ক্লাব নিয়ে মহাবিতর্কে জড়িয়েছে, অন্যদিকে এবারেও ঘরোয়া ক্রিকেটে চূড়ান্ত ব্যর্থ হয়েছে বাংলা দল, তা নিয়েও চলছে সমালোচনা। এইসব ধামাচাপা দিতেই নাকি ছেলে ভোলানো গল্পের মতো ঋদ্ধিমানের জমকালো সংবর্ধনা দিয়ে শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা চলছে। সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়কে একদিন-এর পক্ষ থেকে ফোনেও ধরা হয়। যার উত্তরে তিনি বলেন, 'এখনও ঠিক হয়নি। প্রসেস চলছে। সিএবি যখন করে, ভালই করে। তবে সারপ্রাইজ এখনই বলা যাবে না'। ঋদ্ধিমান অনেক আগেই জানিয়ে দিয়েছিলেন এই মরসুমই তাঁর কেরিয়ারের শেষ। এরপর বিদায়পর্বও মিটে গেছে অনেকদিনই হয়ে গেল। এরমধ্যেও সারপ্রাইজ খুঁজে পেল না সিএবি, এটাই আশ্চর্যের। ক্রিকেটমহলের একাংশই বাঁকা চোখে তাকিয়ে বলেছেন, 'অবসরের এতদিন পর ঋদ্ধিকে সংবর্ধনা দেওয়ার কথা মনে পড়লো'? তবু মন্দের ভাল, বিলম্বিত হলেও যোগ্যকে সম্মানটুকু দিচ্ছে সিএবি।

'মাঠ ঢাকারও পয়সা নেই !'

নিজস্ব প্রতিনিধি: বাবর আজমকে ভণ্ড বললেন শোয়েব আখতার। ভারতের বিরুদ্ধে ২৬ বলে ২৩ রান করেছেন পাকিস্তানের প্রাক্তন অধিনায়ক। তাতেই বাবরের উপর চটেছেন প্রাক্তন ক্রিকেটার। আবার বিরাট কোহলিকে নিয়ে নিজের মুগ্ধতা গোপন করেননি শোয়েব।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের পর হতাশা লুকিয়ে রাখতে পারেননি শোয়েব। পাকিস্তানের ক্রিকেটপ্রেমীদের একাংশ বিরাট কোহলির সঙ্গে বাবরের তুলনা করেন। তা নিয়ে শোয়েব বলেছেন, কোহলির সঙ্গে বাবরের কোনও তুলনাই হয় না। শোয়েব বলেছেন, ''কোহলিকে নিয়ে একটা বিষয় পরিষ্কার করে নেওয়া যাক। কোহলির আদর্শ কে? সচিন তেন্ডুলকর। যে ১০০টা শতরান করেছে। সচিনের ঐতিহ্যই বহন করছে কোহলি।'' প্রাক্তন জোরে বোলার আরও বলেছেন, ''বাবরের আদর্শ কে? টুক টুক করে খেলে। ভুল ক্রিকেটারকে হিরো হিসাবে বেছে নিয়েছে কিছু মানুষ। ভাবনা-চিন্তাতেই গলদ রয়েছে। ও প্রথম থেকেই ভণ্ড। আইসিসি ক্রমতালিকায় এক দু'দিন শীর্ষে থাকলেই নায়ক হওয়া যায় না। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতেই প্রমাণ হয়ে গেল। ভুল ক্রিকেটারকে মাথায় তোলা হয়েছে।'' নিউ জুল্যান্ডের বিরুদ্ধেও মন্থর ব্যাটিংয়ের জন্য সমালোচিত হয়েছিলেন বাবর।

পাকিস্তানের ক্রিকেট নিয়েও হতাশা গোপন করেননি শোয়েব। তিনি বলেছেন, ''পাকিস্তানের ক্রিকেটদল নিয়ে কথা বলতেই ভাল লাগে না। শুধু আয় করার জন্য কাজটা করতে হয় আমায়। আমি একটুও হতাশ নই।''

আমার দেশ/আমার দুনিয়া

আজ শেষ হচ্ছে মহাকুম্ভ, শিবরাত্রির শাহি স্নান নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করতে নানা পদক্ষেপ প্রশাসনের

প্রয়াগরাজ, ২৫ ফেব্রুয়ারি: শেষ হতে চলেছে মহাকুম্ভ। আজ শিবচতুর্দশী তিথির পুণ্যস্নানের মধ্য দিয়ে এ বারের মতো মহাকুম্ভ সমাপ্ত হবে। তার পর আবার ১৪৪ বছরের অপেক্ষা! তাই শেষলগ্নেও দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মেলায় আসছেন কাতারে কাতারে পুণ্যার্থী। সেই আবহে যে কোনওরকমের অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে তৎপর হয়েছে পুলিশ প্রশাসন।

জনসমুদ্র সামাল দিতে জারি হয়েছে ভিড় এবং ট্র্যাফিক নিয়ন্ত্রণের নতুন নির্দেশিকা। বুধবার মহাশিবরাত্রি উপলক্ষে প্রয়াগরাজের ত্রিবেণি সঙ্গমে পুণ্যস্নানের আশায় জড়ো হবেন বহু পুণ্যার্থী। তাই আগে থেকেই প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছে উত্তরপ্রদেশের যোগী আদিত্যনাথ সরকার। ভিড় সামাল দিতে মেলাপ্রাঙ্গণে গাড়ি প্রবেশের উপর জারি হয়েছে কড়া নিষেধাজ্ঞা। মঙ্গলবার বিকেল ৪টে থেকেই মেলাপ্রাঙ্গণে গাড়ি প্রবেশ নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সন্ধ্যা ৬টা থেকে প্রয়াগরাজে গাড়ি প্রবেশের উপর কড়াকড়ি আরোপ করা হবে। বুধবার যতক্ষণ না পুণ্যার্থীরা নির্বিঘ্নে মেলাপ্রাঙ্গণ ছাড়ছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত যানবাহনের উপর নিষেধাজ্ঞা বহাল থাকবে। এমনটাই জানানো হয়েছে নয়া নির্দেশিকায়। তবে জরুরি পরিষেবাগুলিকে এই নিষেধাজ্ঞার আওতায় রাখা হয়নি। তা ছাড়া, বিশেষ পরিস্থিতিতে পুণ্যার্থীরাও এই ছাড় পাবেন।

এ ছাড়া, মেলাপ্রাঙ্গণের ভিন্ন ভিন্ন প্রবেশপথ দিয়ে ঢোকা পুণ্যার্থীদের নিকটতম ঘাটগুলিতেই স্নানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ঝাঁসির দিক দিয়ে আসা ভক্তেরা হরিশ্চন্দ্র ঘাটে এবং পুরনো জিটি ঘাটে স্নান করবেন। প্যারেড এলাকা দিয়ে ঢুকলে পুণ্যার্থীরা স্নান করবেন ভরদ্বাজ ঘাট, নাগবাসুকি ঘাট, কালী ঘাট, রাম ঘাট এবং হনুমান ঘাটে।

মহাকুম্ভে এবার ঘটে গিয়েছে নানা দুর্ঘটনা। ভিড়ের চাপে পদপিষ্ট হয়ে প্রাণ গিয়েছে ৩০ পুণ্যার্থীর। বারে বারে লেগেছে আগুন। পুণ্যার্থীদের নিরাপত্তার কথা ভেবে বাতিল করে দেওয়া হয়েছে ভিভিআইপি পাসও। বাড়ানো হয়েছে পুলিশি টহলদারি। পুণ্যস্নানের আশা ছেড়ে দিয়ে অনেকেই ফিরতি পথ ধরেছেন। তাই শেষ পুণ্যস্নানের প্রাক্কালে জনসমুদ্র সামাল দিতে আরও সতর্ক হল প্রশাসন।

ভারতের চারটি প্রতিষ্ঠানের ওপর নিষেধাজ্ঞা আমেরিকার

নিউ ইয়র্ক, ২৫ ফেব্রুয়ারি: ভারতের চারটি প্রতিষ্ঠানের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে আমেরিকা। ইরানের পেট্রোলজাত পণ্য বিক্রি ও পরিবহণের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে এ নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। সোমবার এ তথ্য জানিয়েছে আমেরিকা সরকার।

মার্কিন সরকারের বিদেশি সম্পদবিষয়ক অফিস ও বিদেশ দপ্তরের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ভারতের ওই চার প্রতিষ্ঠান হলো ফ্লুক্স মেরিটাইম এলএলপি, বিএসএম মেরিন এলএলপি, অস্টিনশিপ ম্যানেজমেন্ট প্রাইভেট লিমিটেড ও কসমস লাইনস ইনকরপোরেশন। এই চার প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কসমস লাইনস ইনকরপোরেশনকে ইরানের পেট্রোলজাত পণ্য পরিবহণে জড়িত থাকার অভিযোগে নিষেধাজ্ঞার আওতায় আনা হয়েছে। বাকি তিনটি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তারা ইরানের জ্বালানি তেল ও পেট্রোলজাত পণ্য পরিবহনকারী বিভিন্ন নৌযানের বাণিজ্যিক অথবা কারিগরি ব্যবস্থাপনার সঙ্গে যুক্ত।

আমেরিকার অর্থমন্ত্রী স্কট বেসেন্ট বলেন, নিজেদের জ্বালানি তেলের বিক্রি বাড়ানো এবং অস্থিতিশীল কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য তহবিল সংগ্রহ করতে নৌযান, পরিবহণকারী এবং মধ্যস্থতাকারীদের একটি গোপন নেটওয়ার্কের ওপর নির্ভর করে যাচ্ছে ইরান। স্কট বেসেন্ট আরও বলেন, ইরানের জ্বালানি তেল সরবরাহ ব্যবস্থার সব ক্ষেত্রকে লক্ষ্যবস্তু করতে নিজেদের সব সরঞ্জাম কাজে লাগাবে যুক্তরাষ্ট্র। আর যারা ইরানের তেল নিয়ে কাজ করবে, তারাও নিষেধাজ্ঞার উল্লেখ যোগ্য ঝুঁকির মুখে পড়বে। কারণ, তেহরানের ওপর বড় পরিসরে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। অনেক দেশ ও প্রতিষ্ঠান সরাসরি ইরানের তেল কেনে না।

সোমবার আমেরিকার সরকারের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, এ নিষেধাজ্ঞার পরও ইরানের জ্বালানি তেল, বাণিজ্য চলছে। নিষেধাজ্ঞার আওতায় থাকা ইরানের তেল পরিবহনকারী ট্যাংকারগুলো বন্দর এলাকার বাইরে নিষেধাজ্ঞার আওতায় না থাকা নৌযানে তেল সরবরাহ করছে। পরে ওই তেল বিদেশি ক্রেতাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। আঞ্চলিক অস্থিতিশীলতা সৃষ্টিকারী বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে জড়িত ইরানের সামরিক বাহিনী এবং তাদের সমর্থিত বিভিন্ন সশস্ত্র গোষ্ঠীর পেছনে এ তেল বিক্রির অর্থ ব্যবহার করছে তেহরান।

আমেরিকার অর্থ মন্ত্রক সোমবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, ভারতের চারটি প্রতিষ্ঠান ছাড়াও ইরানের জ্বালানি তেল বিক্রি ও পরিবহণে যুক্ত থাকার অভিযোগে সংযুক্ত আরব আমিরাত, হংকং ও চিনের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। এ ছাড়া ইরানের রাষ্ট্রায়ত্ত জ্বালানি প্রতিষ্ঠান ন্যাশনাল ইরানিয়ান অয়েল কোম্পানির প্রধান এবং ইরানিয়ান অয়েল টার্মিনালস কোম্পানিকে নিষেধাজ্ঞার তালিকায় রাখা হয়েছে।

আমেরিকার নিষেধাজ্ঞার আওতায় থাকা প্রতিষ্ঠানের ওপর আমদানি বা রপ্তানি নিষেধাজ্ঞা, তাদের সঙ্গে বাণিজ্য বন্ধ করা, তাদের সম্পদ জব্দ করা এবং এক বা একাধিক দেশের ব্যাংক ব্যবস্থা ও মুদ্রা ব্যবহারে তাদের ওপর নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়। বর্তমানে সবচেয়ে বড় পরিসরে যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞার আওতায় থাকা দেশ হলো রাশিয়া। তিন বছর আগে ইউক্রেনে হামলা শুরুর পর মস্কোর ওপর একরাশ নিষেধাজ্ঞা চাপিয়ে দেয় ওয়াশিংটন। এ ছাড়া ইরান, উত্তর কোরিয়া, চিন সহ বিভিন্ন দেশের ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের ওপর আমেরিকার নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।

e-Tender Notice
NIT No. 53/24-25, dt. 24/02/2025 Constn. Of various Schemes in different places of Chapra Panchayat Samity (Total 4 nos). Total Amount Rs. 16,31,830.00/- Last date of documents Down-loading & bid sub. 03/03/2025 upto 11-00 a.m. (Other details collect from the office and website https://wbtenders.gov.in)
Sd/- E.O.
Chapra Pan Samity, Nadia

Notice Inviting e-Tender
NIT No.: JOY2/14 of 2024-25, Date: 20.02.2025. It is here invited by the BDO/EO, Joynagar-II for e-Tender of 1 no. of Work vide **Tender Id: 2025_ZPHD_818755_1** and Last Date of Bid Submission is **04.03.2025.** For details visit website **https://wbtenders.gov.in**
Sd/-
BDO/EO
Joynagar-II Dev. Block/PS
Nimpith, South 24 Parganas

KRISHNANAGAR MUNICIPALITY
Krishnanagar, Nadia
The Chairman, Krishnanagar Municipality invites **NIeT No: WBMAD/ULB/KRISHNANAGAR/NIT-34/2ND CALL/2024-25** for "Repairing of Bituminous Road at different wards under Krishnanagar Municipality." The intending Bidders are requested to visit the website : **https://wbtenders.gov.in** for details. Tender id : **2025_MAD_820312_1 & 2025_MAD_820312_2**
Sd/- Chairman
Krishnanagar Municipality

OFFICE OF THE BANNYESWAR GRAM PANCHAYAT
P.O- BANNYESWAR
DIST:- MURSHIDABAD
UNDER SAGARDIGHI DEVELOPMENT BLOCK
e-Tender are invalid through online Bid System under following.
1) NIeT NO:- 16/BANNYESWAR GP/5th SFC/2024-25, DATE:-24.02.2025
The last date for online submission of all tender is **04.03.2025 up to 12:00 hours**
For details please visit web site **htpp://wbtenders.gov.in** as office notice.
Sd/- Prodhan
Bannyeswar Gram Panchayat.

DUM DUM MUNICIPALITY
44, Dr. Sailen Das Sarani, Kolkata - 700028
DUM DUM MUNICIPALITY HAS PUBLISHED 01 tenders in the Govt website : "wbtenders.gov.in." related to Bituminous Road Work with Mastic Asphalt under DMA within Dum Dum Municipality vide memo No. 1297/DDM/GEN/24-25 Dtd. 24.02.2025 e-NIT, Last Date for Dropping Bid - 15.03.2025, technical bid opening date - 17.03.2025.
Sd/-
Chairman
Dum Dum Municipality

OFFICE OF THE BANNYESWAR GRAM PANCHAYAT
P.O- BANNYESWAR
DIST:- MURSHIDABAD
UNDER SAGARDIGHI DEVELOPMENT BLOCK
e-Tender are invalid through online Bid System under following.
1) NIeT NO:- 15/BANNYESWAR GP/5th SFC/2024-25, DATE:-24.02.2025
The last date for online submission of all tender is **04.03.2025 up to 12:00 hours**
For details please visit web site **htpp://wbtenders.gov.in** as office notice.
Sd/- Prodhan
Bannyeswar Gram Panchayat.

Baruipara Paltagarh Gram Panchayat
Vill+ P.O.- Baruipara, P.S.- Singur, Dist.- Hooghly
Notice Inviting e-Tender
Prodhan, Baruipara Paltagarh Gram Panchayat invites e-Tender under **NIT No.- 30/BP, Date : 25.02.2025,** total 04 Nos. scheme under **15th CFC (Tied)** fund. Tender Dropping End Date (Online): **10.03.2025 up to 04.00 PM.** Tender Opening Date (Technical): **13.03.2025 at 03.00 AM onword.** For more details please visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP office.
Sd/-
Prodhan
Baruipara Paltagarh Gram Panchayat

Office of the PROSADPUR GRAM PANCHAYAT
Vill - Prosadpur,
P.O- Haribhanga,
P.S & Dist-Murshidabad
NIeT. No. 10/PGP/15th FC/Tied/2024-25. Date of publishing: 25/02/2025 from 6.00 p.m on htpp://wbtenders. gov.in
Bid downloading starts from: **25/02/2025 from 6.00 p.m.** Bid Downloading ends : **05/03/2025 up to 5.00 p.m.** Last date of Bid submission: **05/03/2025 upto 5.00 p.m.** Technical Bid opening date: **08/03/2025 at 11.00 a.m** For details logon to **htpp://wbtenders.gov.in** or contact with office of the undersign.
Sd/-Prodhan
Prosadpur G.P, M-J Block

Bijur-II Gram Panchayat
Vill.- Jotram, P.O.- Satgachia, Dist.- Purba Bardhaman
Notice Inviting e-Tender
Sealed Tenders are invited from the all benefited agencies for execution of following works under BIJUR-II G.P.area. **1. Memo No.- 73/Bijur-II/2025, Tender No.- 16/2024-25, 2. 74/Bijur-II/2025, Tender No.- 17/2024-25 & 3. Memo No.- 75/Bijur-II/2024, Tender No.- 18/2024-25.** Closing date and time of Bid Submission - **05/03/2025 up to 05.30 P.M.** Please see details at Gram Panchayat Notice Board.
Sd/-
Prodhan
Bijur-II Gram Panchayat

Durgapur Abhoynagar-II Gram Panchayat
Belanagar, Abhoynagar, Nischinda, Howrah - 711205
Notice Inviting e-Tender
E-Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of 2 nos. development work(s) under **15th FC Tied Fund** vide **e-Tender No. - WB/HOW/BJPS/DAII GP/NIT-18/2024-25, Dated: 24.02.2025.** Bid submission end date: **03/03/2025 at 06.00 PM.** Technical Bid opening date: **06/03/2025 at 11.00 AM.** Details are available in **https://wbtenders.gov.in** & **https://etender.wb.nic.in** and Office Notice Board.
Sd/-
Prodhan
Durgapur Abhoynagar-II Gram Panchayat

Barijahatty Gram Panchayat
Chanditala, Hooghly
Notice Inviting Tender
Sealed Tender is invited from the resourceful and experienced bidders for execution of the work(s) vide **Memo No.: 130/BGP/15th FC Tied/2025 (Sl.-1-3) & 131/BGP/15th FC Untied/2025 (Sl.-1), Date: 24.02.2025. Fund: 15th FC (Tied & Untied).** Last date of dropping of Sealed Tender Form : **On or before 04.03.2025 up to 04.30 PM.** Date of Opening of Tender : **07.03.2025 at 11.00 AM.** For details visit undersigned GP Office.
Sd/-
Prodhan
Barijahatty Gram Panchayat

RAJPUR-SONARPUR MUNICIPALITY
VILL+P.O.- HARINAVI, P.S.- SONARPUR.
DIST-SOUTH 24 PARAGANAS, WEST BENGAL. Phone no: 2477-9245
SHORT TENDER NOTICE
NIT NO: WBMAD/ULB/RSM/WS/563/24-25, Dated. 25.02.2025
E-Tender is hereby invited from reliable Govt. contractors for Rate quotation for Supply of different parts of Hand Tube Well for new and repairing works and parts for House connection works for Rajpur Sonarpur Municipality. Date of up-loading, submission end and technical opening of tender paper are 26th February **2025, 15" March 2025 and 17th March 2025** respectively. For more details please visit website: http://wbtenders.gov.in.
(Dr. Pallab Kumar Das)
Sd/- Chairman
Rajpur-Sonarpur Municipality

Memari-II Panchayat Samity
Paharhati, Purba Bardhaman
e-Tender Notice
e-Tender is invited vide **NIT No.: 88/2024-25 & Memo No.: 654, Date: 25.02.2025,** for **02 nos. scheme** under Memari-II Panchayat Samity. Documents download/sell end date (Online) for Bid Submission up to **12.03.2025** for detail information please contact with Memari-II PS office notice board/SAE Section and go through e-Tender site **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
Executive Officer,
Memari-II Panchayat Samity

UTTARPARA-KOTRUNG MUNICIPALITY
1. e-N.I.T. No. : UKM/PHC/030(e)/2024-25 dt. 06.12.2024. Chairman, Uttarpara-Kotrung Municipality invites e-tender for Supply & commissioning of 01 no. Four wheel vehicle. **Documents download start date & Bid submission start date : 07.12.2024. Bid Submission Closing Date : 19.12.2024**. For Details : **https://www.wbtenders.gov.in**
Sd/- **Chairman**
Uttarpara-Kotrung Municipality

e-Tender Notice
N.I.e-T. No.: 25/2024-25 / 5th F.C. vide Memo No.: 81/Bh-I P.S., dated 25/02/2025 has been published. Details of N.I.e-T will be available at the website http://wbtenders.gov.in
Sd/- Executive Officer, Bharatpur-I, Murshidabad

e-Tender Notice
e-Tender Notice No-WBBIR/MDPS/e-NIT/18/2024-2025 Executive Officer, Md Bazar Panchayat Samity invites e-tender for 17 (Seventeen) nos. of works. Detailed information including downloading and uploading time are available from the website www.wbtenders.gov.in
Sd/-
Executive Officer
Md Bazar Panchayat Samity

পূর্ব রেলওয়ে
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : ইএল/এইচডব্লুএইচ/২৫/২১(নোটিস)/৬৪২, তারিখ : ২৪.০২.২০২৫। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকট, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত বৈদ্যুতিক কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। ক্রমিক নং ১, টেন্ডার নং : ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩৩৪৭। কাজের নাম: তারকেশ্বর স্টেশনে নতুন ফুট ওভারব্রিজের ব্যবস্থা করা। টেন্ডার মূল্য: ৩,৩০,৭৭৮ টাকা। বিড সিকিউরিটি (বায়নামূল্য জমা): ৬,৬০০ টাকা। সম্পূর্ণ করার মেয়াদ: ৯০ দিন। ক্রমিক নং ২, টেন্ডার নং : ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩৪২৪। কাজের নাম: হাওড়া স্টেশনে সাইনেজ বোর্ড স্থাপন। টেন্ডার মূল্য: ৫২,৬৩,৪৭৩ টাকা। বিড সিকিউরিটি (বায়নামূল্য জমা): ১,০৫,৩০০ টাকা। কাজ শেষের মেয়াদ: ২৭০ দিন। ক্রমিক নং ৩, টেন্ডার নং : ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩৪২৫। কাজের নাম: নতুন ডিআরএম ভবন ও সদর দপ্তর ভবন, ফেয়ারলি প্লেস, কলকাতার সম্মুখভাগের আলোকসজ্জার সংস্কার ও পুনর্নির্মাণ। টেন্ডার মূল্য: ১,১৬,৫৯,৪৭৪ টাকা। বিড সিকিউরিটি (বায়নামূল্য জমা): ২,০৮,৩০০ টাকা। কাজ শেষের মেয়াদ: ১২০ দিন। বন্ধের তারিখ ও সময়: ১৭.০৩.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩টে। যদি কোনও অপ্রত্যাশিত কারণে টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত টেন্ডার বন্ধের তারিখে ছুটি/বন্ধ/স্ট্রাইক ঘোষিত হয় তাহলেও অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখের কোন রকম হেরফের হবে না কারণ টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনও অফার জমা করার আবেদন আইআরইপিএস ওয়েবসাইট অনুমোদন করে না। যদিও, টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পর যে কোনও সুবিধামতো তারিখে অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে। টেন্ডারের বিস্তারিত বিবরণ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে।
(HWH-630/2024-25)
ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman
E-TENDER NOTICE
1) Name of the Work: Sinking of 1 No new Cylinder Type Tube well with pumping system at 69 No Anganwari Kendra Vambey Colony within Ward- 24, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/WS/NIT-188/24-25 (2nd Call)
Tender ID : 2025_MAD_820330_1 • Estimated Amount : 1,06,944/-
2) Name of the Work: Laying of 75 mm (OD) Dia. HDPC Pipe Line (PE 100, PN 6) at Kamalpur near Abhaya Gas Godown within Ward No.- 01, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/WS/NIT-199/24-25
Tender ID : 2025_MAD_820370_1 • Estimated Amount : 4,80,465/-
3) Name of the Work: Laying of HDPE Pipe (75 mm Dia.) including supplying, fitting, fixing at NTPS Thana, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/WS/NIT-200/24-25
Tender ID : 2025_MAD_820408_1 • Estimated Amount : 1,42,009/-
Last Date : 06th March 2025, up to 5:00 pm
For details : **wbtenders.gov.in**
Sd/- Executive Engineer, M.E.DTE, Govt. Of W.B., Posted at DMC

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
(A Govt. Undertaking)
Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001
NIeT- 194 (2nd Call)/ 24-25 and NIeT- 316 to 320/ 2024-2025 Dated- 25-02-2025
e-Tenders are invited by the Executive Engineer on behalf of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd, 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful Agencies for completion of Civi & Electricall works at Malda, Nadia, Howrah, Bankura and Jalpaiguri District. Tender document may be downloaded from. **http://wbtenders.gov.in** Bid submission start date- **26-02-2025 after 9.00 am.** Bid submission end date- **07-03-2025 and 13-03-2025 upto 3.00 pm**
Date: 25.02.2025 **Sd/- Executive Engineer**

চুক্তির জন্য ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি
ই-অকশন নোটিস নং ঃ সিওএমএমএল-১/পিইউবি./এডিভিটি/০২/২৫ তারিখ ২৪.০২.২০২৫ সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, আদ্রা কর্তৃক নিম্নলিখিত বিশদ অনুসারে ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি আহ্বান করা হচ্ছে ঃ ● **বিভাগ ঃ বিজ্ঞাপন ● অকশন ক্যাটালগ নং ঃ এডিভিটি৬২ ● লট নং/বিভাগ ঃ এডিভিটি-আদ্রা-এসওএনএ-ওএইচ-১২৪-২৫-১ (বিজ্ঞাপন - ঘরের বাইরে), এডিভিটি-আদ্রা-এসওএনএ- ওএসএন-১২৬-২৫-১ (বিজ্ঞাপন - স্টেশন চত্বরে (নন ডিজিটাল)), এডিভিটি-আদ্রা-জিবিএ-ওএসএন-১২২-২৫-২ (বিজ্ঞাপন - স্টেশন চত্বরে (নন ডিজিটাল)), এডিভিটি-আদ্রা-বিবিএম-ওএসএন-১২১-২৫-২ (বিজ্ঞাপন - স্টেশন চত্বরে (নন ডিজিটাল))** ● **নিলাম শুরু (সকল লটের) ঃ** ১০.০৩.২০২৫ তারিখ দুপুর ১২টা। ● **নিলাম বন্ধের তারিখ/সময় ঃ** ১০.০৩.২০২৫ তারিখ দুপুর ১টা। **দ্রষ্টব্য ঃ** সম্ভাব্য দরপ্রস্তাবদাতাদের আইআরইপিএস ওয়েবসাইট **(www.ireps.gov.in)**-এ ই-অকশন লিজিং মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। কোনো প্রশ্ন/ব্যাখ্যার প্রয়োজন হলে, নিম্ন স্বাক্ষরকারীর কার্যালয়ে যোগাযোগ করুন।
(PR-1173)
সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার/আদ্রা
দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে রেল পরিষেবা

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

ঘুরে টুরে

একটু ছুটি ছোট্ট ভ্রমণ

ড. গৌতম সরকার

কোলকাতা থেকে মাত্র পঞ্চাশ কিলোমিটার দূরে গঙ্গাকে পাশে নিয়ে, সবুজ প্রকৃতি আর সহজ-সরল গ্রামীন মানুষের বাস ফলতা আমাদের মতো কর্মব্যস্ত আর কর্মক্লান্ত মানুষদের এক বা দুদিন অবসর যাপনের সঠিক ঠিকানা। কোলকাতার যেকোনও প্রান্ত থেকে বেরিয়ে ডায়মন্ড হারবার রোড ধরে জোকা, আমতলা পেরিয়ে দু-আড়াই ঘন্টার মধ্যেই টুক করে পৌঁছে যাবেন ফলতা। যাবার পথে

জোকা পেরিয়েই স্বামীনারায়ন মন্দিরটি দেখতে ভুলবেন না। এটি গুজরাতের স্বামীনারায়ণ সম্প্রদায়ের এক হিন্দু মন্দির। কলকাতা থেকে জাতীয় সড়ক-১২ ধরে দূরত্ব ১৯ কিলোমিটার। প্রায় ২০০ একর প্রশস্ত জমির উপর নির্মিত এই শিখরবদ্ধ মন্দিরের অনেকগুলো অংশ রয়েছে। মন্দিরে ভগবান স্বামীনারায়ণ, শ্রী ঘনশ্যাম মহারাজ, শ্রী হরেকৃষ্ণ মহারাজ, রাধা-কৃষ্ণ, সীতা-রাম, হনুমানজী, শিব-পার্বতী এবং গনেশজী পূজিত হন। মার্বেল, রাজস্থানি বেলেপাথর আর লালপাথরে তৈরি এই স্থাপত্য এককথায় অনবদ্য। সকাল সকাল পৌঁছলে প্রাতঃরাশ, আর এগারোটার পর পৌঁছলে দুপুরের মন্দিরে ভোগপ্রসাদ গ্রহণ করতে পারেন।

ফলতা এক পুরোনো জনপদ। ডাচ ব্যবসায়ীরা সর্বপ্রথম এই জায়গায় তাদের জাহাজ নোঙর করেন এবং এখানে একটা নৌ-বন্দর গড়ে তোলেন। পরবর্তীতে ব্রিটিশদের কাছেও এই বন্দর শহর খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। ১৭৫৬ সালে সিরাজউদৌল্লা কোলকাতা অধিকার করে নেয়, তখন সাময়িকভাবে ব্রিটিশরা বিতাড়িত হয়ে আশ্রয় নেয় এই ফলতাতে।

ভারতবর্ষের আর্থ-সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকেও ফলতার গুরুত্ব যথেষ্ট। এটি ভারতবর্ষের সাতটি 'স্পেশাল ইকোনমিক জোন'-এর অন্যতম। ভারত সরকারের উদ্দেশ্য এই 'সেইজ' এলাকাগুলিকে বিভিন্ন সুযোগসুবিধা প্রদান করে বিভিন্ন খাতে উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা।

এখানে থাকার একটাই ভালো জায়গা, 'হোটেল রিজ রিভেরিয়া' অবস্থান, সুযোগসুবিধা, সার্ভিস, হোটেল স্টাফ এবং ম্যানেজারের ব্যবহার অনবদ্য। রিসর্টের ভিতরে সুইমিং পুলে দিনের বেশ কিছুটা কোয়ালিটি সময় কেটে যাবে। হোটেলের ঘরের পর্দা সরিয়ে দেখতে পাবেন গঙ্গার বুকে দিনভর বড় বড় জাহাজের ব্যস্ত আনাগোনা। হোটেলের পাশ বরাবর কৃষ্ণচূড়া গাছের সারি। আগুন রঙা পথ ধরে নদীকে পাশে নিয়ে হেঁটে চলুন অনির্দিষ্টের পথে। নদীর উথালপাথাল হাওয়া সামলাতে সামলাতে গ্রামের পথ ধরে হেঁটে যেতে ভালো লাগবে। এটি কলকাতা থেকে চেন্নাই বন্দর আর পোর্ট ব্লেয়ার বন্দর যাবার ব্যস্ততম রুট। এখানে গঙ্গার ধার, লাগোয়া গ্রাম আর বাজার ঘুরে বেড়ানো এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা হয়ে থাকবে।

নদী ও আশপাশ গ্রাম ঘুরে নদী পেরিয়ে ১০ কিলোমিটার গেলে দেখে আসতে পারেন গড়চুমুকের কাছে হুগলি আর দমোদর নদীর সঙ্গমস্থল। এছাড়া যাওয়া যায় ১৬ কিলোমিটার দূরে নুরপুরের অপর পাড়ে গাদিয়াড়া, যেখানে হুগলি আর রুপনারায়ণের আরেকটা সঙ্গম রয়েছে। গাদিয়াড়াতে গঙ্গার পাড়ে বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্র বসুর বাগানবাড়িটি অবশ্য দ্রষ্টব্য। এইসব মিলে পাখী, ফুল, নদী আর সবুজে ছাওয়া গ্রামীন প্রকৃতিঘেরা ফলতায় একটা-দুটো দিন কাটাতে ভালো লাগবে। তবে সময়াভাবে খুব সকালে বেরিয়ে সারাদিন ধরে ঘুরে বেড়িয়ে সন্ধ্যেবেলা কোলকাতা ফিরে আসা যায়

কোথায় থাকবেন?

১. হোটেল রিৎজ রিভেরিয়া- যোগাযোগ ৯৭৩৫১-০৭৯৭৭

২. হোটেল সি বার্ড ইন্টারন্যাশনাল- যোগাযোগ (০৩৩) ২৪৬৩-২২৮৯

ঋণ স্বীকার: স্বামী নারায়ণ মন্দিরের ছবিটি সংগৃহীত, বাকি ছবিগুলি লেখকের তোলা

জোকা পেরিয়েই স্বামীনারায়ন মন্দিরটি দেখতে ভুলবেন না। এটি গুজরাতের স্বামীনারায়ণ সম্প্রদায়ের এক হিন্দু মন্দির। কলকাতা থেকে জাতীয় সড়ক-১২ ধরে দূরত্ব ১৯ কিলোমিটার পায় ২০০ একর প্রশস্ত জমির উপর নির্মিত এই শিখরবদ্ধ মন্দিরের অনেকগুলো অংশ রয়েছে মন্দিরে ভগবান স্বামীনারায়ণ, শ্রী ঘনশ্যাম মহারাজ, শ্রী হরেকৃষ্ণ মহারাজ, রাধা-কৃষ্ণ, সীতা-রাম, হনুমানজী, শিব-পার্বতী এবং গনেশজী পূজিত হন। মার্বেল, রাজস্থানি বেলেপাথর আর লালপাথরে তৈরি এই স্থাপত্য এককথায় অনবদ্য।

ঘুরে আসুন বাঁকুড়ার

এক্তেশ্বর মন্দির

ডাঃ শামসুল হক

বাঁকুড়ার এক্তেশ্বর মন্দিরের প্রসিদ্ধি এই মুহূর্তে এতদূর পর্যন্তই বিস্তার লাভ করেছে যে সকলের চেনাজানা সেই তীর্থক্ষেত্র দেশ বিদেশের বিভিন্ন পর্যটকদের মনে বিশেষভাবে চিহ্নিত হয়েও উঠেছে। বাঁকুড়া শহর থেকে প্রায় তিন কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এই মন্দিরের নাম ও এখন ছড়িয়ে পড়েছে সর্বত্রই।

মন্দিরের কাছ দিয়ে বয়ে যাওয়া দক্ষিণবঙ্গের অতি বিখ্যাত সেই অববাহিকা দ্বারকেশ্বরের কলকল ছলছল শব্দের অনুরণন এবং সেইসঙ্গে সবুজ গাছগাছালির শাখায় শাখায় বাসা বাঁধা হরেক প্রজাতির পাখির কলতানের মাঝে হাজার হাজার দর্শনার্থীদের কোলাহল যখন মিলেমিশে একাকার হয়ে যায় তখন আপনা আপনিভাবেই আবার তৈরি হয় অপরূপ এক পরিবেশেরও।

সুউচ্চ সেই মন্দিরের বিশাল একটা তোরণ দ্বার ই আবার বুঝিয়ে দেয় মন্দিরের নিজস্বতাকেও । সেখানে আবার খোদিত আছে বহু দেবদেবীর মূর্তিও। তোরণের উপরে আছে দেবী অন্নপূর্ণা ও মহাদেবের মূর্তি। আর নীচে আছে দেবী পার্বতীর দশ মহাবিদ্যার দশটি রূপও। আর স্বচক্ষে সবকিছু দেখে যে ভরে ওঠে দর্শকদের ও মনপ্রাণ , সেটাও উপলব্ধি করা যায় তাঁদের মুখমন্ডল দেখেই। বাঁকুড়ার এক্তেশ্বর মন্দির স্থাপনের পিছনে আছে একটা ঐতিহাসিক ঘটনাও । কোন এক সময় এই জেলার ই ছাতনা অঞ্চলের দোর্দণ্ড প্রতাপ রাজা এবং বিষ্ণুপুরের মল্ল রাজা নিজেদের ক্ষমতা যাচাই করার জন্য একবার সন্মুখ সমরেও নেমেছিলেন। একটা সময় সেই যুদ্ধ আবার বিশাল আকার ও নিয়েছিল। ফলে সেইসময় উভয় পক্ষেরই বিপুল পরিমান ধনসম্পদের অপচয় তো হচ্ছিলই, সেইসঙ্গে রণাঙ্গনে প্রাণ বিসর্জন দিতে হচ্ছিল অনেক মানুষজনকেও। আর সেই কারণেই তখন সৃষ্টি হয়েছিল অতি ভয়ঙ্কর একটা পরিস্থিতিরও।

কথিত আছে , ঘটনার সেই ভয়াবহতা উপলব্ধি করেই সেইসময় যুদ্ধরত দুই নৃপতির মাঝখানে এসে দাঁড়াতে বাধ্য হয়েছিলেন স্বয়ং মহাদেব । আর তখন তাঁর ই মধ্যস্থতায় খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল সমস্যা সমাধানের পথও। ফলে সেদিনের সমরাঙ্গন ছেড়ে দেবতার নির্দেশেই যুদ্ধরত দুই নৃপতিকে বেছে নিতে হয়েছিল সমঝোতার আশ্রয় ও । হয়েছিল সন্ধি এবং মিটেছিল বিবাদও। সেদিন দেবাদিদেব মহাদেবের মধ্যস্থতাতেই দুই রাজার মধ্যে তৈরি হয়েছিল একতা সৃষ্টির বিশাল এক নজীর । আর সেই মন্দিরের ও নামকরণ হয়েছিল এক্তেশ্বর মন্দির।

মন্দির তৈরির সময় থেকেই শুরু হয়েছে পুজো। এখনও পুজো হয় প্রতিদিনই । আর বছরের বিশেষ কয়েকটা দিনে অতি ধূমধাম সহযোগে আয়োজন করা হয় বিশেষ পুজো এবং সেইসঙ্গে জমজমাট মেলারও। ফাল্গুন মাসের শিব চতুর্দশী তিথিতে আয়োজন করা হয় যে বিশেষ পুজোর তাতে মন্দির প্রাঙ্গণ সেজে ওঠে একেবারে নতুন সাজেই। বসে বিশাল মেলাও। সেইসময় বাঁকুড়া জেলার মানুষজন তো বটেই, অনেক দূরদূরান্ত থেকেও অজস্র মানুষের ঢল নামে সেখানে।

সন্ধ্যার পর মেলায় দর্শনার্থীদের ভিড় একটু কমে গেলেও অনেকে কিন্তু থেকে যান উৎসবের অন্যতম আকর্ষণ বাউল গান শোনার জন্য। সারারাত ধরেই চলে বাউল শিল্পীদের বাউল গান । সঙ্গীতের তালে তালে তাঁদের নাচ এবং হরেক ধরণের বাদ্যযন্ত্রের মধুর অনুরণনে পরিপূর্ণভাবেই ভরে যায় উপস্থিত দর্শকদের মনটাও। সেইসময় অনেক মন্দির সংলগ্ন আটচালায় অনেকে ক্ষণেক বিশ্রাম নিয়ে আবার ও মেলায় ফিরে যান । মোটকথা সারাটা রাত্রিই তাঁরা কাটিয়ে দেন পরিপূর্ণ আনন্দেরই মধ্য দিয়ে।

বাঁকুড়ার এক্তেশ্বর মন্দিরের অন্য আরও এক আকর্ষণ হল চড়ক পুজো। সেদিন ও দূরদূরান্তের বহু মানুষ এসে যোগ দেন পূজা প্রাঙ্গণে। পূজাকে কেন্দ্র করে আয়োজিত গাজন মেলার আকর্ষণ ও উপস্থিত দর্শকদের কাছে বিশেষ একটা পাওনা বৈ কি। আর সেইসব আনন্দকে পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করতে করতেই কেটে যায় তাঁদের অনেকটা সময়ও।

এখনেই কিন্তু শেষ নয়। শ্রাবণ মাসে আয়োজিত শ্রাবণী মেলা এবং পূজানুষ্টানেও যোগ দেন অনেকে। তখনও জমজমাট হয়ে ওঠে অঞ্চল এবং পরিপূর্ণ আনন্দের জোয়ারে মাতোয়ারাও হয়ে ওঠেন সকলে।